Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহিরাতুল জান্নাত

রোলঃ ২৩১০০১২১২০৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহিরাতুল জান্নাত

রোলঃ ২৩১০০১২১২০৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " একজন মুসলমানের ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহিরাতুল জান্নাত, আইডিঃ ২৩১০০১২১২০৯বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ একজন মুসলমানের ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহিরাতুল জান্নাত

(স্বাক্ষর)

তাহিরাতুল জান্নাত

আইডিঃ ২৩১০০১২১২০৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

আমার পরিচয় 2

ঈমান ও আকীদা পরিচিতি 4

৪-এ মিলে ইমানঃ- 4

ইমান পূর্ণতা পায় তিনে মিলে 4

ওহীর ইত্তেবা করতে হয় ৩ সিফাতের সাথে 4

সংশোধনের ২ বুনিয়াদ- 5

ইসালাম গ্রহনের পর আল্লাহর সাথে ৩ ভাবে সু-সম্পর্ক রাখা। 5

আল্লাহর বিধানের ৫ বিভাগে 5

ইমান বা আকাঈদ : 6

আকীদার শুরু 7

ইসলামের উপর সাবিত ও কায়েম থাকার জন্য ৩ টা জিনিসের উপর অটুট থাকতে হবে 9

1 তাসহিহুল আকাঈদ : - সহিহ আকীদা 9

2 তাসহিহুল জমিয়ত - জামাতবদ্ধতার শুদ্ধতা 9

3 অকাট্য বিধি-বিধান 9

তাসহিহুল আকাঈদ / আকীদার শুদ্ধতা 10

তাওহীদঃ- 10

তাওহীদ ৫ প্রকার 10

তাওহীদের বিপরীতে শিরক 10

তাওহীদের ২৮ বার্তাঃ- 11

আল কুরআন বা কালামুল্লাহ অমান্যকারী কাফের 22

আল্লাহর গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা অবৈধ 22

2 তাসহিহুল জমিয়ত /জামাতবদ্ধতার শুদ্ধতা : 24

সংশোধনের দুই বুনিয়াদ 28
* ইজমায়ে উম্মতের তিন স্তর 30
অকাট্য বিধি বিধান 33
ঈমান-আকীদার গুরুত্ব ও কুফর-শিরকের পরিণতি 36
ঈমান-আকীদা ঠিক করা সর্বোত্তম আমল 38
ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ ফরজ 41
কোনো ভালো কাজই ইমানের সমতুল্য হতে পারে না 45
ঈমান ছাড়া আমলের কোনো প্রতিদান নেই 47
ঈমান বড়ই মূল্যবান, আমল ছাড়া শুধু ঈমানের মূল্য আছে 49
মূলহারা 51
তা'গুদ ৫ প্রকার 53
ঈমান ভঙ্গের প্রচলিত কতিপয় কারণ ও বিভিন্ন রূপ 54
ইমান হেফাজতের উপায় 76
বেদআত 77
তৃতীয় অধ্যায়.. 83
. জাহমিয়্যাদের ধারণামতে ঈমান 86
মুরজিআদের ভ্রান্ত আকিদা 87
প্রাচীন এতেকাতী ফিরকা 88
কাদিয়ানী 93
জামাতে ইসলামী 98
বাউলদের ভ্রান্ত আকীদা (সংক্ষেপে সাজানো) 118
এনায়েতপুরী 124
দেওয়ানবাগী 126
উপসংহার 127

রেফারেন্স 128

ভূমিকা

ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা

ইসলামে আকীদা (বিশ্বাস) হলো সকল আমল ও ইবাদতের ভিত্তি। যেমন একটি ভবনের মজবুত ভিত্তি না থাকলে ভবন টিকে থাকতে পারে না, তেমনি বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া ইমান ও আমল পরিপূর্ণ হতে পারে না। এজন্য কুরআন ও সুন্নাহ সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

১. ইমানের মূল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ আকীদা

আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের উপর সঠিক বিশ্বাস স্থাপনই ইমানের ভিত্তি। আকীদা বিশুদ্ধ হলে মানুষের ইমান দৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

“রাসূল ঈমান এনেছেন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এবং মুমিনগণও। সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি।” — সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৫

২. বিশুদ্ধ আকীদা আমল কবুল হওয়ার শর্ত

যে ব্যক্তি শিরক, কুফর বা বাতিল বিশ্বাসে লিপ্ত থাকে, তার আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

“যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যেত।” — সূরা আল-আন'আম: ৮৮

অতএব, বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া ইবাদতের প্রকৃত মূল্য থাকে না।

৩. বিশুদ্ধ আকীদা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে

যখন মানুষ আল্লাহর একত্ববাদ, ক্ষমতা ও গুণাবলীর উপর সঠিক বিশ্বাস রাখে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও ভরসা বৃদ্ধি পায়। ফলে সে পাপ থেকে দূরে থাকে এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হয়।

৪. ভ্রান্ত মতবাদ ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করে

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা ও বিভ্রান্ত দলের উদ্ভব হয়েছে। বিশুদ্ধ আকীদা মানুষকে এসব বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে।

৫. আখিরাতে মুক্তির মাধ্যম

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি?” তিনি বললেন, “যারা আমার ও আমার সাহাবীদের পথের উপর থাকবে।” — Sunan al-Tirmidhi

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে সঠিক আকীদা ও সঠিক পথ অনুসরণ মুক্তির অন্যতম কারণ।

৬. সমাজে ঐক্য ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে

বিশুদ্ধ আকীদা মুসলিমদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একত্রিত করে। পক্ষান্তরে ভ্রান্ত আকীদা বিভেদ, বিদআত ও দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়।

উপসংহার

বিশুদ্ধ আকীদা হলো ইমানের প্রাণ, আমলের ভিত্তি এবং আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী আকীদা শিক্ষা করা ও নিজের বিশ্বাসকে শিরক, কুফর ও বিদআত থেকে সংরক্ষণ করা। বিশুদ্ধ আকীদা যত মজবুত হবে, ইমান তত দৃঢ় হবে এবং মানুষের জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হবে।

আমার পরিচয়

আমি একজন মু'মিন

আমি একজন মুসলিম

আমি একজন মোহাম্মাদী

আমি একজন আহলে হাদিস

আমি একজন আহালুল কুরআন

আমি একজন হানাফী

আমি একজন মুত্তাকী হওয়ার আশাবাদী

আমি একজন সংকল্পবদ্ধ

দলে দলাবদ্ধ

আমি একজন আহলে সুন্নাত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত

ইমান শিখার পদ্ধতি :

ইমান শিখতে হয় মুমিনের সোহবতে

وقيل معناه تعلموا فى احكام الشريعة وليتعلم سكم التابعون بعدكم وكدالك اتباعهم الى انقراض الدنيا

- অর্থাৎ, এর অর্থ হল তোমরা আমা থেকে শরীআতের আহকাম শিক্ষা করবে এবং তোমাদের পরবর্তী তাবীঈগণ তোমাদের থেকে শিক্ষা করবে। এভাবে তাদের অনুসারীগণ কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা করতে থাকবে।
(ফাতহুল বারী)

আল্লাহর রআসুলের সোহবতে থেকে ইমান শিখেছে সাহাবী আজমাইনগণ, সোহবত শব্দ থেকেই সাহাবী শব্দের উৎপত্তি।
সাহাবীদের সোহবতে ইমান শিখেছে তাবেঈনগন
তাবেঈনদের সোহবতে ইমান শিখেছেন তাবে তাবেঈগণ
উনাদের থেকে ইমান শিখেছেন আইমায়ে মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামগণ।
যেমন,
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ র: ইমান শিখেছেন রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে দীর্ঘসময় সোহবতে থেকে।
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ র: থেকে ইমান শিখেছেন ইব্রাহীম নখঈ রহ:
ইব্রাহীম নখঈ থেকে ইমান শিখেছেন হাম্মাদ বিন সুলায়মান রহ:
হাম্মাদ বিন সুলায়মান রহ থেকে শিখেছেন ইমামুল আজম ইমাম আবু হানিফা রহ:
ইমাম আবু হানিফ থেকে শিখেছেন ইমাম মুহাম্মদ রহ
ইমাম মুহাম্মদ রহ থেকে শিখেছেন ইমাম জাফর আত তবহাবী রহ
(আকীদাতুত তবহাবী)
ইমান শিখতে হয় মুমিনের সোহবতে। আউয়ালিন উলামায়ে কেরামদের একটি প্রসিদ্ধ ফতোয়া রয়েছে, ইমান শেখার জন্য সোহবত ফরজে আইন।
ইমান খন্ড খন্ড হয় না, ভাগ ভাগ হয় না, হইলে হয়, না হইলে নাই
সুতরাং ইমান আনতে হয় এরকম প্রত্যেক বিষয়ের উপর ইমান আনতে হবে।

ঈমান ও আকীদা পরিচিতি

৪-এ মিলে ইমানঃ-

১. তাসদিক (দিলের সত্যায়ন)

২. 'মারিফাত- (জ্ঞানের পরিচিতি)

৩. ইনক্বিয়াদ (আত্মসমর্পন/ বশ্যতা স্বীকার)

৪. ইছতিসলাম- (কৃতজ্ঞতায় সমর্পিত হওয়া)

ইমান পূর্ণতা পায় তিনে মিলে

১ মৌখিক স্বীকৃতি
২ অন্তরে বিশ্বাস
৩ তদানুসারে আমল

ওহীর ইত্তেবা করতে হয় ৩ সিফাতের সাথে

১ যারা আমাদের মাঝে ওহী নিয়ে এসেছে তাদের মত মানা।
২ আমর বিন মারুফ
৩ নাহী আমুল মুনকার।

সংশোধনের ২ বুনিয়াদ-

② আকিদার সংশোধন

② দলবদ্ধতার সংশোধন।

ইসলাম গ্রহনের পর আল্লাহর সাথে ৩ ভাবে সু-সম্পর্ক রাখা।

১ আল্লাহ তা'য়ালার জাত ও সিফাতের কুরআন ও হাদিস মোতাবেক আকিদা ধারণ ও লালন করা এবং সকল বাতিল আকিদা থেকে দুরে থাকা।

২ আকাইদে ইসলামের ৫ বিভাগে তার সন্তুষ্টির অনুকূলে সকল আকিদা মানা

৩ আল্লাহর রেজা ও মহব্বত সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া। কাউকে মোহব্বত করলে আল্লাহর জন্য করবো।

আল্লাহর বিধানের ৫ বিভাগে

ইমান/আকাইদ:-
এই বিভাগের সবচেয়ে বড় নেক আমল হল তাওহীদ। আর সবচেয়ে বড় গুণাহ হলো শিরক
মোয়ামেলাত- ব্যবসা-বানিজ্য লেনদেন। এই বিভাগের সবচেয়ে বড় করিরা শিরক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ,
মুয়াশারা-সামাজিক বিভাগ। এই বিভাগে সবচেয়ে বড় গুনাহ বাবা মার অবাধ্যতা।
ইবাদাত: দাসত্বের বিভাগ ।

আখলাকিয়াত: চরিত্র।

ইমান বা আকাঈদ :

মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস বোঝাতে কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফে শুধু 'ঈমান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আকীদা' বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি। তবে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে মুসলিমদের 'ধর্ম-বিশ্বাস' বোঝাতে আরও কিছু শব্দ ও পরিভাষা পরিচিতি লাভ করে। যেমন: 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আস-সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'উসূলিদ্দিয়ানাহ', 'উসূলুদ্দীন', 'আত-তাওহীদ', 'আল- আকীদাহ' ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে 'আকীদা' পরিভাষাটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনকি পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়। সুতরাং 'আকীদা' শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত না হলেও দ্বিতীয় শতক থেকে সালাফ ও ইমামগণ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। ইমাম তাহাবী রাহ. (২২৯-৩২১ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত আকীদার কিতাবটির শুরুতে 'আকীদা' শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বিখ্যাত এ গ্রন্থটিও 'আকীদাহ তহাবিয়্যাহ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে অনেক সময় 'ঈমান' ও 'আকীদা' শব্দদ্বয়ের মাঝে এভাবে ফরক করা হয় যে, ঈমান হলো মূল ও আসল, আর আকীদা-বিশ্বাস হলো তার উপাদান। অর্থাৎ আল্লাহ এক, নবী-রাসূল সত্য, আখিরাত সত্য ইত্যাদি আকীদা-বিশ্বাসের সমষ্টিতে 'ঈমান' জন্মলাভ করে। এ ক্ষেত্রে আকীদা- বিশ্বাস যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে 'ঈমান' বিশুদ্ধ হবে না। কাজেই বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে। 'আকীদা' বা 'ই'তিকাদ' শব্দের অর্থ হলো, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। আর ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা যেহেতু মানুষ তার ধর্মের সাথে সন্দেহমুক্ত ও দৃঢ় চুক্তি করে এবং শক্ত ও দৃঢ়ভাবে বন্ধন সৃষ্টি করে, তাই এটিকে 'আকীদা' বা 'ই'তিকাদ' বলা হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমদ ফাইউমী রাহ. (মৃ. ৭৭০ হি.) লেখেন, الْعَقِيدَةُ : مَا يَدِينُ الْإِنْسَانُ بِهِ، وَلَهُ عَقِيدَةٌ حَسَنَةٌ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّك. "মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে 'আকীদা' বলা হয়। (যেমন আরবীতে বলা হয়,) তার সন্দেহমুক্ত ভালো আকীদা-বিশ্বাস আছে।"

আকীদার শুরু

আকীদার সবক শুরু হয়েছে ইমানি কালেমাসমুহ দ্বারা

১. কালিমায়ে তাইয়্যিবা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

২. কালিমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

৩. কালিমায়ে তাওহীদ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৪ কালিমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

অর্থ: আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান। মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

৫. ঈমানে মুজমাল

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ

উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামীয়া আহকামিহি।

অর্থ: আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, যেমন তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ আছেন, এবং আমি তাঁর সকল বিধান মেনে নিয়েছি।

৬. ঈমানে মুফাসসাল

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

অর্থ: আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত দিবস, ভালো-মন্দ তাকদীর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

৭ কালেমায়ে শাহাদাতের বর্ধিত অংশ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ

উচ্চারণ:

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, ওয়া আন্না ঈসা ইবনা মারইয়ামা আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু, ওয়া কালিমাতুহু আলকাহা ইলা মারইয়ামা ওয়া রূহুম মিনহু, ওয়াল জান্নাতা হাক্কুন ওয়ান্নারা হাক্কুন।

অর্থ:

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তাঁর সেই কালিমা যা তিনি মারইয়ামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ। আর জান্নাত সত্য, জাহান্নামও সত্য।"

ইসলামের উপর সাবিত ও কায়েম থাকার জন্য ৩ টা জিনিসের উপর অটুট থাকতে হবে

1 তাসহিহুল আকাঈদ : - সহিহ আকীদা

১ ইমান বিল্লাহ(তাওহীদ) -আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
২ ইমান বির রসুল (রিসালাত) - রসুলগনের প্রতি বিশ্বাস
৩ ইমান বিল কুরআন - কুরআনের প্রতি বিশ্বাস
৪ ইমান বিস সহবী র: - সাহাবীগনের প্রতি বিশ্বাস

2 তাসহিহুল জমিয়ত - জামাতবদ্ধতার শুদ্ধতা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ

3 অকাট্য বিধি-বিধান

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে ইমান আনা অপরিহার্য । ইমান খন্ড খন্ড হয় না, ভাগ ভাগ হয় না। প্রত্যেকটি বিষয় মিলেই ইমান। উপরিউক্ত কোনো বিষয়ের আকীদা বাদ দিয়ে কেউ মুমিন হতে পারবে না।

উপরিউক্ত প্রত্যেক বিষয়ের আকীদার বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

তাসহিহুল আকাঈদ / আকীদার শুদ্ধতা

তাওহীদঃ-

* আমার খালিক, আমার মালিক আল্লাহ সবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তিনার -সত্ত্বা, গুনাবলী ও কর্মকান্ডে আমি কারো কোন ধরণের সমতা ও সামাঞ্জস্যতাকে কখনো কোনভাবে মেনে নিবো না এবং তিনার প্রভুত্বে ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সদা সর্বদা সব ধরণের অংশিদারিত্ব হইতে বিরত রইবো। আন্তরিক এই সংকল্পের নাম হল তাওহীদ।

* তাওহীদের সংগা থেকে আমরা পাই,

তাওহীদ ৫ প্রকার

১ *তাওহীদুস জাত*
২ তাওহীদুস সিফাত
৩ তাওহীদল আফআল
৪ তাওহীদুল উলুহিয়াহ
৫ তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ

তাওহীদের বিপরীতে শিরক

শিরক ৬ প্রকার

১ শিরক ফিস জাত
২ শিরক ফিস সিফাত
৩ শিরক ফিল আফআল
৪শিরক ফিল উলুহিয়াহ
৫ শিরক ফিল হাকিমিয়াহ

তাওহীদের ২৮ বার্তাঃ-

(১)

ه إِنَّ الله تعالى واحد(১)

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়লা এক ও অদ্বিতীয়।

لا شريك له(২)- ولا شيء مثله ولا شيعي يعجزة(৩) . ولا إله غيره -(৪)

অর্থঃ- (২) আল্লাহ্ তা'য়নার কোন অংশীদার নেই। (৩) তাঁর সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই এবং কোনো কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না (৪)আর তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই।

قَدِيمُ بِلَا ابْتِدَاءِ دَائِمُ بِدَ انْتِهَارٍ(৫) لا يفنى ولا يبيده(৬).

অর্থঃ- (৫) আল্লাহ তায়লা অনাদি যাঁর (প্রারম্ভের, আরম্ভের, সূচনার, এখনত্বের) কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত। যার কোন অন্ত, ইতি বা শেষ নেই। (৬) তিনি ধ্বংস হবেন না।তিনি বিনাশও হবেন না।

وَلَا يَكُونُ الْأَمَا يُرِيدُ.(৭)   لَا تَبْلُغه الأو هام وَلَا تُدْرَكُهُ الْأَفَهامُ(৮) -

অর্থঃ (৭) আল্লাহ তা'য়ালা যা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। মানবীয় কল্পনা তাঁর নাগাল পায় না। (৮) মানবীয় জ্ঞানও তাঁর কাছে যেতে পারেনা। বা তাকে অনুভব করতে পারেনা।

ولا يشبحه النامُ (৯) حىن لَا يَمُوتُ قيوم لا يُنَامَ (১০) خَالِفَ بِلَا حَاجَةٍ وارق بلا مؤونة) (১১

অর্থঃ-(৯) সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সাথে সাদৃশ্যতা রাখে না। (১০) আল্লাহ তায়ালা চিরজ্ঞিব,কখনো তার মৃত্যু হবে না। তিনি চিরস্থায়ী ধারক।(সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বস্তুকে স্থায়িত্ব দানকারী) তিনি কখনও ঘুমান না।(১১) তিনি তার নিজ প্রয়োজন ব্যাতীত, সৃষ্টিকারী। তিনি অক্লান্ত রিযিকদাতা

مميت بلا مخافة ،باعث بلا ماشقة(১২)

অর্থঃ- ১২ আল্লাহ তা'য়ালা নির্ভীক মৃত্যুদানকারী। বিনা কষ্টে পুনরুত্থানকারী।

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ

يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًا كَذَالِكَ

. لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا

অর্থ- ১৪ আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই স্বীয় গুনাবলি নিয়ে শ্বাশ্বত সত্তা তথা قديم হিসেবে বিদ্যমান রয়েছেন। সৃষ্টির কারণে এমন কোন গুন বেড়ে যায়নি, যা মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে ছিলনা। তিনি নিজ গুণাবলী নিয়ে যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি নিজ গুণাবলীসহ অনন্ত। চিরন্তন ও চিরঞ্জীব থাকবেন।

لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ ولا با حداثة البرية
اسْتَفَادَ اسْمَ الباري لَهُ مَعْنَى الربوبية وَلَا مَرْبُوبَ الْبَارِي - ه لَهُ مَعْنَى الرَّبرَبِيَّة وَلَا مَرْبَتُوبَ
وَمَعْنَى - ه الخَالِقِيَّة وَلَا مَخْلُوق - وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِ الْمَوْتَى بَعْدَ بَعْدَ مَا احْتَى اسْتَحَقَّى اسْتَحَقي
هذا الايم قبل إحيائية فى كمال استحق انتم الحلق الخالق قبل إنشائهم ذالك بانه عَلَى كُلِّ
شَى قَدِيرٌ و وكُل شي اليه وا فقير وكلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِرُ لَا يَكُنا S ى ح التي نشي لَيْسَ
كَمِثْلِهِ نَشَى وَهُوَ السما السميع البصيا

অর্থ:

১৫ মাখলুক সৃজন করার পর হতে তিনি নিজ গুনবাচক নাম তথা

خلق

স্রষ্টা অর্জন করেন নি।এবং এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করার ফলে
নিজ গুণবাচক নাম باري

তথা নব আবিষ্কার পান নি। ১৬ প্রতিপাল্য ও মখলুক ছাড়া তাঁর মধ্যে প্রতিপালন এবং স্রষ্টার গুণ মজুত রয়েছে। ১৭ আর তিনি মৃত্যুকে জীবন দান করার কারণে যেমন জীবন দানকারী গুণে গুণান্বিত ঠিক তেমনি কোন মৃত্যুকে জীবন দান কারার পুর্বেও তিনি এ নামে তথা জীবন দানকারী গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অনুরুপভাবে তিনি মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে

خلق

তথা স্রষ্টা গুণের আধকারী ছিলেন।

(অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকাল থেকে তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত থাকাটা এ হিসেবে) কেননা তিনি সব কিছুর উপর সক্ষম। আর সকল জিনিস তার সুখাপেক্ষী এবং প্রতিটি কাজ তার জন্য সহজ। তিনি: কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তার সমকক্ষ কোনো কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

خَلْقَ الخَلْقَ بِعِلْمِهِ - وَقَدَّرَبِّهُمْ اقدار - وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالاً -

১৮ আল্লাহ তা'য়ালা নিজ জ্ঞানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন- ১৯ এবং তাদের জন্য সীমা তথা ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন- ২০। আর তিনিই তাদের সময় (বয়স) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

لم يَخْنُ عَلَيْهِ شَيْ قَبْلَ أَنْ خَلَقَهُمْ وعلى مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ -

-২১। মাখলুক সৃজন করার পূর্বে কোন বস্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট গোপন বা অস্পষ্ট ছিল না এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি জানতেন সৃষ্টির পর কে কি করবে।

وامر هُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَا هُمْ عَنْ مية - وكل شي بجري ، بقدرَتِهِ وَمَشِيَةٍ تُنْقَذ لَا مَشَيَّئة لْلْعِبَادِ مَا شَاء لَهُمْ كَمَا شَاءَ لَهُ . تمان فَمَا لَمْ يَشَأَلَمْ يَكُن .

২২ । আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে (মাখলুকদেরকে) তাঁর ইবাদতের নিদের্শ প্রদান করেছেন এবং পাপাচার হতে নিষেধ করেছেন। ২৩ . প্রত্যেক জিনিসই তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা বলে পরিচালিত হয় এবং সব কর্মই কার্যকর স্রষ্টার ইচ্ছায়। বান্দার ইচ্ছায় কিছুই কার্যকর হয় না। অতঃএব তিনি মাখলুকের জন্য যা চাইবেন তা-ই হবে আর যা না চাইবেন তা কখনোই হবে না।

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِى فقد وَيُضِلُّ مَنْ يُسَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عدد و وَعَلَهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشيَتِه بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدَيهِ

২৪ । অর্থঃ- আল্লাহ তায়লা নিজ অনুগ্রহ ও দয়া পূর্বক যাকে ইচ্ছা হেদায়তি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন, এবং নিজ ন্যায়বিচার পূর্বক যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট অপমানিত লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্থ বা রোগক্রান্ত করেন। ও পরীক্ষা করেন। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীনে তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মাঝে অ্যবর্তিত।

(আমাদের উপর যত ভালো কিছু অরপিত হয় সব আল্লাহ তায়ালার দয়া, যত খারাপ কিছু অর্পিত হয় আমাদের গুনাহের কারণে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে,
আল্লাহ নিজ ন্যায় বিচারের দারা পরিক্ষা করেন, যে পরীক্ষার যোগ্য নয় তাকে করবেন না, তার সাথে যতো খারাপ কিছু হচ্ছে, তা তার গুনার কারণে অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে, এজন্য ইস্তেগফার পড়া)

وَهُوَ مُتَعَالِ عَنِ الافراد - . والاترادِ لَا رَادّ لِقَضَائِهِ القَضَائِهِ وَلَا مُعَقِينَ يُحكيه ، وَلَا غَالِالبرية

২৫ । অর্থ:- তিনি প্রতিদ্বন্ধী এবং নজীর থেকে পরিত্র
২৬ পবিত্র আল্লাহর তা'য়ালার সিদ্ধান্তকে, কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং তাঁর হুকুমকে কেউ প্রলম্বিত করতে পারেনা।
২৭ আর তাঁর কাজের উপর কেউ প্রভাব বিস্তারকারী ও নেই

।امَنَّا بِذلِكَ تُمِهِ وَأَيْقَنَا أَن كلا من عنده-

২৮ । উপরিউক্ত আলোচিত সকল বিষয়ের উপর আমরা ঈমান আনলাম এবং এই কথার উপর বিশ্বাস রাখলাম যে, এসব আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে আগত।

(ঈমান খন্ড খন্ড হয় না, ভাগ ভাগ হয় না, হইলে হয় না হলে নাই)

ঈমান বির রসুল :

ইমানের সংজ্ঞা:-

* ***ইমানের সংজ্ঞা:-***

* ***আমার পিয়ারা সর্বাধিক প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জরুরতান, একিনান নিশ্চিতভাবে দ্বীন সম্পর্কিত সার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত যা কিছু লইয়া আসিয়াছেন উক্তি, যুক্তি যাচাই-বাছাই, বিচার-বিবেচনা, কি? কেন? কি জন্য? এ সকল বন্ধন ব্যতিরেখে ছোট-বড়, সকল বিধিবিধান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'য়ালার পক্ষ হইতে লইয়া আসিয়ানে এই কথাটি দিল দ্বারা সত্যায়ন করাই ইসানের মূল।***

وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى

১। অর্থ- আমার পিয়ারা সর্বাধিক প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নির্বাচিত বান্দা ও মনোনীত নবী এবং পছন্দীয় রাসুল।

وَأَنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ

الْأَلْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ .رَبِّ الْعَلَمِينَ

২। : হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং মুত্তাকীদের ইমাম। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল রাসূলদের নেতা এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের একান্ত বন্ধু।

وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِه

فَغَيٌّ وَهَوًى

৩। সহজ তরজমা: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পর প্রত্যেক নবুওয়াতের দাবি ভ্রান্ত-ভ্রষ্ট এবং আত্মপজা।

(যেমন কাদিয়ানী, আরো কিছু ভন্ড পীর যারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত)

وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَة

الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ

وَالنِّيَاءِ

৪। অর্থঃ- আমার পিয়ায় সর্বাধিক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র জিন ও ইনসানের প্রতি সত্য ও হেদায়েত, নুর ও জ্যেতিসহ প্রেরিত হয়েছেন।

ه ونحن مُؤْمِنُونَ بِذَالِكَ عَليهِ لَا نُعرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ وَتُصَدِّقُ كُلُّهُم

على ماء به

৫।

অর্থ- আমরা উপরিউক্ত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি। আমরা তাঁর রাসুলগণের মাঝে কোন পার্থক্য করিনা, বরং সকল নবী ও তাদের অনীত বিষয়কে সত্যায়ন করি।

وَتُؤْمِنْ بِا المَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ والكتب المُنزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَتَشْهَدُ أَنَّهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُنِينِ

৬।

অর্থ আমরা সকল ফেরেশতা, নবীগন এবং রাসুলদের প্রতি ও অবতারিত সকল ঐশী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি এবং আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে সকল নবী উজ্জ্বল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

كُلُّ نَبِيٍّ مَعْصُومٌ

৭ প্রত্যেক নবীগণ মাসুম

وَتَقُولُ اللَّهِ اللهِ تَعَالَى اتَّخَرُ إبراهيم خليلاً وَسَلَّمَ الله مولى تعْلِيمًا إِيْمَانًا وَتَقْدِ بَنَا وَتَسْلِيمًا.

৮। অর্থ-আমরা আরো ইমান, তাসদিক ও তাসলিমের সাথে ঘোষণা না দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইরাহীম (আঃ) কে খলিল নির্বাচিত করেছেন এবং হযরত মুসা আ: এর সঙ্গে কথা বলেছেন।

9. إن معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جسده وهو مستيقظ هو أمر صحيح.

৯

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বশরীরে, জাগ্রত অবস্থায়' মেরাজ গমন সত্য।

10. صحيح أن النبي عيسى (عليه السلام) حي وأن الله تعالى قد رفعه وهو حي.

১০

.صحيح أن النبي عيسى (عليه السلام) حي وأن الله عز وجل قد رفعه وهو حي

হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত এবং জীবিত অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার উঠিয়ে নেয়া সত্য।

১১

سينزل عيسى (عليه السلام) قبل يوم القيامة كمتبع لشريعة نبينا (عليه السلام)

ঈসা (আঃ) কেয়ামতের পূর্বে আমাদের নবী (সাঃ) এর শরীয়তের অনুসারীরূপে অবতরণ করবেন।

১২

12. إن معجزة النبي (صلى الله عليه وسلم) حقيقية

আম্বিয়া আঃ) গণ এর মোজেজা সত্য।

১৩

13 والرسل الثلاثة عشر أحياء في قبورهم.

(হায়াতুল আম্বিয়া)

নবীগণ, আম্বিয়া আঃ গণ তাদের কবরে জীবিত।

মুসা আ: সম্পর্কে আকীদা

১ মুসা আঃ) এর বংশ পরিচয়, জন্ম পরিচয়

২ ফেরাউনের ঘরে লালন পালন

৩ মিশর থেকে মাদাইনে গমন।

④ বুযুর্গ ব্যতির সাথে শ্বশুর জামাতা সম্পর্ক।

৫ নবুওয়্যাত প্রাপ্তি,

৬দাওয়াতে আ'মল।

৭বিভিন্ন মুয্যিা প্রকাশ

৮মুসা (আ:) এর দীদারে এলাহীর আবেদন। দর্শন ও তাজাল্লী এক নয়। মুসা (আঃ) আওয়ালীন মু'মিনিন ছিলেন।

৯'তিহ' প্রান্তরে প্রবেশ ও আশ্চর্য ঘটনাবলী।

৯মুসা (আঃ) এর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব।

১০ মুসা (আঃ) এর ওফাত অস্বাভাবিক।

ইমান বিন রসুল এর এর ১১ নং বার্তায় ২০টি বার্তা বা কথাঃ
ঈসা আ: সম্পর্কে জরুরি আকিদা

১. জিবরাইল আ: এর ফৎকারে মাধ্যেমে গর্ভে।

২ ইহুদিদের শক্রুতার বিদ্বেষ ও অপবাদ

৩ শুলিতে চড়ানো

৪ আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তিনাকে তুলে নেন

৫ তাঁহার দীর্ঘ হায়াত।

৬ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কানা দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।

৭ কেয়ামতের আলামতে কুবরা হিসেবে ঈসা (আঃ) এর অবতরণ।

৮ তিনি দ্বাজজাল কে হত্যা করবেন।

৯ তিনি ন্যায়পরায়ন ইমাম হবেন।

১০ তিনি রসুল (সাঃ) এর প্রতিনিধি ও খলিফা হবেন

১১ আহকামে ইসলামীয়া, শরিয়তে মুহাম্মাদির উপর আমীন ও দায়ী হবেন।

(বর্তমানে খ্রিস্টানরা ধোঁকা দিচ্ছে যে, ইসা আ শেষ নবী, এবং তার শরীয়ত শেষ শরিয়ত , তাই তোমরা ঈসাহী মুসলিম হয়ে যাও,সেই মুসলিম কাফের, বাইবেলের অনুসারী)

১২ তখন কেবল ইসলামই থাকবে। অন্যান্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হবে।

১৩ দুনিয়ায় কোন মুলহারা লোক থাকবেনা।

১৪ যার দরুন জিহাদের বিধান স্থগিত থাকবে।

১৫ কোনো খাজনা ও ট্যাক্স নেয়া হবে না

১৫ মাল ব্যাপক হবে। যার ফলে কেউ কারো মাল গ্রহণ করবে না।

১৬ তখন তিনি বিবাহও করবেন।

১৭ তখন তাঁহার সন্তান-সন্ততি ও জন্ম গ্রহণ করবেন।

১৮তারপর তাঁর ইনতেকাল হলে মুসলমানরা তেঁনার জানাযা নামায পড়ে র,সুল (সাঃ) এর পবিত্র রওজা সবারকের পাশে দাফনকার্য সমপন্ন করবেন।

১৯ তিনি বনি ঈসরাইল হতে আগত শেষ নবী ছিলেন।
২০ আখেরি নবির আগমন হলে, বনি ঈসরাইনসহ সকলের জন্য তার অনুসন ব্যতীত সুক্তির আর কোন পথ রইল।

৩ ইমান বিল কুরআন /আল কুরআনের প্রতি আকীদা
কুরআন আল্লাহর কালাম ও তাঁর ঐশী বাণী:

১

وان القران كلام الله تعالى منه بدبل كَيْفَتَةٍ قَوْلً

অর্থ : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ তা'আলার কালাম। যা তাঁর পক্ষ হতে (সাধারণ) কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া কথা হিসেবে প্রকাশ হয়েছে।

২

اَنْزَ َله على نبيه وَحُيًا

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নিজ কুরআন (কালাম) ঐশী বাণী হিসেবে নাজিল করেছেন

৩

-وَصَدّقهُ - الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا-

অর্থ :এবং মু'মিনগণ উক্ত কালামকে ওহী হিসেবে নাজিল হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে সত্যায়ন করেছেন।

৪

-وَأَيْقَنُو انه كلام الله تعالى بالحقيقة

অর্থ নিশ্চয় উক্ত কুরআন বাস্তবে আল্লাহর কালাম (বার্তা)

৫

-وَلَيْسَ يَمَخْلُوق ككلام البَرِيّة

অর্থ :উক্ত কালাম সৃষ্টিজীবের কথার ন্যায় মাখলুক নয়।

৬

إنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تعالى، غيرُ خالقٍ ولا مخلوق.ٍ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম, খলিকও নয়, মাখলুকও নয়

৭

: আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ রহ. জা স্বীয় গ্রন্থ আল মানারে আল কুরআনের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন- الوَانُ الْمُتَّوَّل

عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ ٍ
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যৌ মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে সন্দেহহীন প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে

৮

القرآنُ الكريمُ أعظمُ معجزاتِ النبيِّ محمدٍ ﷺ.

অর্থ : কুরআন হযরত মুহাম্মদ স: এর সবচেয়ে বড় মোজেজা

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন- خالي من الأنبياء إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ وَمَا مِثْلُهُ مَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ أَوْحَى الله إِلَى فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : অর্থাৎ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নবীগনের মধ্যে সকলেই এমন আয়াত বা মাজিযা প্রাপ্ত হয়েছেন, যে মু'জিযার পরিমাণে লোকেয়া তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে আয়াত বা মু'জিযা দেওয়া হয়েছে

তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত ঐশী বাণী। এ জন্য আমি আশা করি নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারী হবে বেশি।

আল কুরআন বা কালামুল্লাহ অমান্যকারী কাফের

فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ عَذَابَهُ حَيْثُ قَالَ سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ تعالى سَقَرَ لِمَنْ قَالَ إِن هذا الا قَوْلَ الْبَشْرِ عَلَيْنا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الحَشَرِ وَلَا يَشْبَهُهُ قَوْلَ الْبَشْرِ

সহজ তরজমা: অতএব যে ব্যক্তি কুরআন শ্রবণ করতঃ একথা বলবে যে, কুরআন মানুষের কা তাহলে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। আয়া তাআলা এ প্রকৃতির লোকদের প্রতি নিন্দা। দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের শরি প্রদানের ধমকও দিয়েছেন। যেমন তাঁর বাণী: অতি সুতরাং যখন আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে সাকার নামক জাহান্নামের ধমক দিলেন, যে বলবে নিশ্বা নয়। এখন আমরা অবগত হলাম যে, নিশ্চয় জান এটি (আল কুরআন) মানুষের কথাবার্তা বৈ কিছু কুরআন মানুষের স্রষ্টার বাণী। মানুষের কথাবার্তার সাথে এর কোনো সাদৃশ্যতা নেই

আল্লাহর গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা অবৈধ

وَمَنْ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِى البشر فقد كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هُذَا فَقَدِ اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

সহজ তরজমা: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে মানবীয় বিশেষণ হতে কোনো একটি দারা বিশেষায়িত করবে সে কাফের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অন্তদৃষ্টিতে দেখবে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে, সে কাফেরদের মতো অবাস্তব ও অবান্তর কথা বলা থেকে বিরত থাকবে এবং সে সঠিকভাবে জানবে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।

৪

⇒ ইমান বিস সাহাবী /সাহাবীদের প্রতি আকিদাঃ-

১।الصحابة هم خير الأمة

সাহাবীরা উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ

-٢ ।২نقر برأي جميع الصحابة.

আমরা সকল সাহাবীগণের আদালত কে স্বীকার করি।

وي

।৩نشهد أنهم قوم مرضون لله ومبشرون بالجنة.

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সন্তুষ্টভাজন ব্যক্তি এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

-4 ।8إن محبة الأصحاب جزء لا يتجزأ من الإيمان.

4 সাহাবীদের প্রতি মোহাব্বত ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ/অন্তর্ভুক্ত।

৫।

.إن الكراهية وإلقاء اللوم على الرفاق جزء من النفاق সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ এবং তাঁদের প্রতি দোষারোপ করা নিফাকীর অন্তভূক্ত /মুনাফেকী

৬।

إن تفوق الخلفاء الراشدين يتوافق مع ترتيب خلافتهم.

খোলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের খেলাফতের ক্রম অনুসারে।

৭

ظل الرفاق ثابتين في صراعاتهم المتبادلة.

সাহাবায়ে কেরাম তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাঝে হক মুখী ছিলেন।

৮

الصحابة (رضي الله عنهم) هم أولياء الله، وكل أولياء الله هم عباد الله الأقرب.

সাহাবায়ে কেরাম র: গণ আল্লাহর অলি, আর সকল অলিগন আল্লাহর নিকটতম বান্দা

৯

الأولياء الذين ليسوا من الصحابة أدنى من الصحابة والنبي (صلى الله عليه وسلم)

.সাহাবী নন এমন ওলীগন সাহাবী ও নবী আ এর নিম্নে

2 তাসহিহুল জমিয়ত /জামাতবদ্ধতার শুদ্ধতা :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভবিষ্যত বাণীতে বলেছিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যেও বনি ইসরাঈলের ন্যায় বিভক্তি আসবে। বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত হবে ৭৩ টি দলে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি দলই মাত্র নাজাত প্রাপ্ত হবে। এই দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা ঐ সব লোক যারা আকিদার ক্ষেত্রে আমি ও আমার সাহাবাদের রীতি ও নীতির অনুসরণ করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত বাণী তাঁর মৃত্যুর পরই বাস্তবে রূপ নিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শেষ দিক হতেই রাজনৈতিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বিভক্তি শুরু হয়। তারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামি মৌলিক আকিদার মধ্যে তাদের কিছু মনগড়া মতবাদ প্রবেশ করায়। যার কারণে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের রীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

তাদের অগ্রবর্তীরা হলো খারেজী, রাফেজী, কাদরিয়া, শিয়া, মুরজিয়া ও জাবরিয়া প্রভৃতি দল। ইসলামের সঠিক আকিদাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারণা ও যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে দেয়। ইসলামের এই ক্রান্তিকালে একদল হক পন্থি আলেমে দ্বীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের মতানুযায়ী কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক আকিদাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচারণার কাজ আরম্ভ করেন। পাশাপাশি ভ্রান্ত দের যুক্তি ও দাবি কুরআন হাদীসের আলোকে খণ্ডন করেন। এ মনীষীদের মধ্যে চার মাজহাবের ইমাম, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম শাবী, ইমাম গাযালী ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সমাজের অধিকাংশই তাদের সমর্থন করেন। বর্তমানের গুটি কয়েক মুসলমান ব্যতীত সকলেই তাদের মতের অনুসারী। আর এরাই হলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। যদিও ভ্রান্তরা তাদের মতাদর্শও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রচারণা করে এবং এটাকে সত্য বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরল ও সঠিক পথ তো একটিই। কারণ এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা একটিই হয়। পক্ষান্তরে বক্র রেখা অনেকগুলো হতে পারে।

অনুরূপএটাই হচ্ছে আমার দেওয়া সরল পথ। তোমরা এই সরল পথের অনুসরণ কর। এতদভিন্ন অন্য সকল (ভ্রান্ত) পথের অনুসরণ পরিহার কর। তা না হলে তোমাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। -সূরা আনআম ১০

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা অত্র কিতাবে যতগুলো আকিদা উল্লেখ করা হবে সবগুলোই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। কিন্তু ভ্রান্ত দলগুলোর উত্থান ও তাদের বাতিল মতবাদ প্রচারণার প্রেক্ষিতে সঠিক আকিদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আকিদাগুলো তারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পেশ করে থাকেন।
হ

১. আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ: তাওহীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নত অত্যন্ত সচেতন মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানকারী একটি জামাত। তারা আল্লাহ তাআলার একত্বতার বিপরীতে কোনো উক্তি করতে অসম্মত। পক্ষান্তরে ভ্রান্তরা পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে।

২. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। কেননা তিনি বলেছেন তার পরে আর কোনো নবী নেই।

৩. কুরআন আল্লাহর কালাম। তা সৃষ্ট নয়; বরং আল্লাহর সিফাত বা গুণ।

৪. মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি দিয়েছেন।

৫. শাফায়াত সত্য। হাশরের মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুমে তার প্রিয় উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। ৬. হাউজে কাওছার সত্য। কেননা আল্লাহ বলেছেন- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ৭. পরকালে জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের সাথে দেখা দিবেন।

৮. কবরের আজাব, মুনকার নাকীরের সওয়াল-জওয়াব সত্য।

৯. পুনরুত্থান, প্রতিফল দান, আমলনামা প্রকাশ ও মীযান-পুলসিরাত সত্য।

১০. আল্লাহ তাআলা সীমা বা পরিধির উর্ধ্বে।

১১. খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই সত্য ও ন্যায় পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১২. আরশ কুরসী সত্য: কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

১৩. তাকদীর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। অন্য কারো থেকে নয়।

১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান। এটি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ভ্রান্তরা তা মানতে প্রস্তুত নয়।

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমান ও দ্বীন। তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী ও নিফাকের লক্ষণ।

১৬. বান্দা হলো কর্ম সম্পাদনকারী। আর আল্লাহ তাআলা হলেন, মূল-কর্মের স্রষ্টা।

১৭. কবীরা গুনাহকারীরা কাফের নয় এবং ঈমান হতে খারিজ বা বহিষ্কার তথা বেঈমান হয়ে যায় না।

১৮. ধর্মীয় বিষয় অস্বীকার ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যাবে না, জিহাদ করা যাবে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলী হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কারী তাইয়েব সাহেব রহ. বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলী সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর রাযি. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো

-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَثٍ وَسَبْعِينَ مِئَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

- অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর নিশ্চয় আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের প্রত্যেকেই জাহান্নামী হবে। শুধুমাত্র একটি দল ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম রাযি, জানার জন্য আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে দলটি কোন দল? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে মত ও পথের উপর অটল থাকব। -তিরমিযী

অপর একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাখি, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যাদের মাঝে নিম্নে বর্ণিত ১০ টি গুণাবলী পাওয়া যাবে তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে গণ্য করা হবে।

নিম্নে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলী উল্লেখ করা হলো- র

১. শায়খাইন হযরত আবূ বকর ও উমর রাযি. কে সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা। ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় জামাতা হযরত ওসমান ও আলী রাযি. কে সম্মান প্রদর্শন করা।

৩. উভয় কেবলা তথা বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে শ্রদ্ধা করা।

৪. পরহেজগার ও ফাসেক উভয় ব্যক্তির জানাযার ইহতেমাম করা।

৫. পরহেজগার ও ফাসেক উভয় ইমামের পেছনে নামায পড়া।

৬. ইমাম ও রাষ্ট্রনায়ক জালেম হোক বা ন্যায়পরায়ণ হোক তাদের বিরুদ্ধাচারণ না করা।

৭. পায়ের চামড়ার মোজার উপর মাসেহ বৈধ মনে করা।

৮. ভালো মন্দ তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা।

৯. কোনো মুসলমানকে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য না দেওয়া। তবে নবীগণ ও আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবাগণের ব্যাপারে ভিন্ন কথা।

১০. উভয় ফরজ তথা নামায ও জাকাত আদায় করা।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বড় নিদর্শন। কিন্তু এছাড়া আরো বহু নিদর্শনাবলি রয়েছে। যেমন- আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ, কবর জগতের

আজাব ও শাস্তির উপর বিশ্বাস রাখাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত। হযরত সাহেবে মাদারিক রহ.

إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه

আয়াতটি সম্পর্কে একটি হাদীসের

উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَ خَطًّا مُسْتَقِيمًا فَقَالَ هَذَا طَرِيقُ الرُّشْدِ

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি সরল রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি হলো সঠিক ও হেদায়েতের পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো। অতঃপর তার চারদিকে আরে ৬টি রেখা একে বললেন, এগুলো হলো শয়তানের পথ। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করো। ভ্রান্ত দল ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি যে সকল দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করে তারা সবাই বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ তারা শরিয়তের মূলনীতি বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মূলনীতি শরীয়তের ভিতরে অনুপ্রবেশ করায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা কুরআন সুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে নিজেদের চিন্তা, চেতনা আর যুক্তিকেই শরিয়তের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে।

সংশোধনের দুই বুনিয়াদ

১ আকিদার সংশোধন ও

২ দলবদ্ধতার সংশোধন

-এর ৪টা স্তর-

১ নূহ (আঃ) এর পূর্বে পূর্বে নবীগণ মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য শেখাতেন। তাদের আদব - শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। পূর্বের ঐক্য (ইত্তেহাদ) সুরক্ষা করতেন।

(আদম আ: এর পর ১০ করণ =১০০০বছর উম্মত তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তখন নবী আ গণ/নূহ (আঃ) এর পূর্বে পূর্বে নবীগণ মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য

শেখাতেন। তাদের আদব - শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। পূর্বের ঐক্য (ইত্তেহাদ) সুরক্ষা করতেন। তখন অভিশপ্ত ইবলিশের দলবল সবচেয়ে বেশি হতাশ থাকতো, এরপর ইবলিশ শত শত বছর মেহনত করে উম্মতের মধ্যে শিরক প্রবেশ করায়। উম্মতের এক বৃদ্ধর বেশে আসতো, পূর্বের গত হওয়া আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের কথা মনে করে দিতো। বলতো তোমরা কি তাদের চেনো! কখনো দেখেছো !

মানুষ জবাব দিত, আমরা তাদের কথা শুনেছি, তারা আল্লাহ ওয়ালা ছিল, তাদের দোয়া কবুল হতো।

তখন অভিশপ্ত ইবলিশ বলে, তোমরা তো তাদের ভুলে যাবে, তাদের স্মরণে তোমরা তাদের ছবি আঁকিয়ে রাখো, যাতে তাদের ভুলে না যাও। এরপর উম্মত প্রথম ছবি আঁকানো শুরু করলি। এরপর অভিশপ্ত ইবলিশ আবার অনেক বছর পরে বৃদ্ধের বেশে, সে এবার বলল ছবি তো নষ্ট হয়ে যাবে মুছে যাবে , তোমরা ভাস্কর্য আকিয়ে রাখো।আবার অভিশপ্ত ইবলিশ আবার অনেক বছর পরে আসলো, এবার সে বলল ভাস্কর্য তো নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার একটা পাথর কেটে তাকে মানুষের রুপ দাও।

এরপর সে পরবর্তী উম্মতকে এভাবে ধোঁকা দেয় আমরা তো দেখতাম তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষজন, এই মূর্তিটার সামনে সম্মানে মাথায় ঝোকাতো। এরপর পার এসে বলল, আমি তো দেখতাম পূর্ববর্তী মানুষজন এই মূর্তিটার কাছে সাহায্য চাইতো। এভাবেই শুরু হয় শিরক।

ছবি -ভাস্কর্য -মূর্তি - শিরক)

২ *নুহ আ এর পর থেকে নবীগম তাওহীদ ও হক আকিদার মতবিরোধের মিমাংসার মাধ্যেমে পুনঃরায় এক্য (ইত্তিহাদ) প্রতিষ্ঠার মেহনত -করতেন*

(ঐক্যের ভিত্তি সহিহ আকিদা, যখন নুহ আলাইহিসসালাম এর এরপর নবী আলাই হিস সালাম গন তাওহীদের দাওয়াত দিতেন উম্মত তখন বলতো, তুমি আমাদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করছো , প্রত্যেক নবী আলাই হিসসালামকে তার উম্মত বলেছে, তুমি আমাদের মধ্যে বিভক্ত তৈরি করছো
সুতরাং ঐক্যের ভিত্তি সহিহ আকিদা)

৩ যখন ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ঈসা (আঃ) এর মাকতুল না হওয়ার বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ হয়, তখন আখেরী নবীর আগমন ও আখেরী কিতাব মিমাংসার জন্য নাযিল হয়।

৪। অতঃপর এই উম্মতের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্বের মিমাংসার কাজে ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন, আইয়্যামে মুজতাহীদিন, ফুকাহা ও মহাদ্দেসীন গন

(শেষ নবীর পর তো আর কোন নবী আসবেনা
,এই মতের ঐক্য নিয়ে কে কাজ করবে? উম্মতের ঐক্য নিয়ে কাজ করবে খোলাফায়ে রাশেদিন, আইমায়ে মুজতাহিদীনগণ, ফুকাহা মুহাদ্দিসিনগণ।এই স্তরকে বলা হয় বলা, ইজমায়ে উম্মত)
১

* ইজমায়ে উম্মতের তিন স্তর

১ কোন বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবা আজমাঈংণের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে মিমাংসিত হয়ে গেলে, পরবর্তি মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামদের সেই বিষয়ে মতবিরোধ করার কোন অধিকার থাকেনা।
২ এই উম্মতের কোন বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে কোন বিষয় মিমাংসিত হয়ে গেলে পরবর্তী আলেমগণের কারো সে বিষয়ে মতবিরোধ করার অধিকার থাকে না।
৩ কোন বিষয়ে এই উম্মতের অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিন গণের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে মিমাংসিত হয়ে গেলে, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতবেধ করার কোন অধিকার থাকে না।

প্রথম স্তরের ইজমার উদাহরণ
সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা :

১ আবু বকর র: এর সময় কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়

২ উমর র: এর সময়

গণিমতের মাল বণ্টন,
২০ রাকাত তারাবি
৩ উসমান র: এর সময় মসজিদে নববী পাকা করা

২য় স্তরের উদাহরণ

উসূলে ফিকহ
রিজাল শাস্ত্র
একই সাথে তিন তালাক বলার দারা তিন তালাক হয়ে যাওয়া

মুতাকাদ্দিমীন(২০০হিজরির মধ্যে যারা) উলামায়ে কেরামের ইজমা :
দীনি খেদমতের বিনিময় জায়েজ নেই (ইমামতি, কুরআন শেখানো, মসজিদের খেদমত, মাদ্রাসায় খেদমত) , তবে তখন বায়তুল মাল থেকে হাদিয়া ফিক্সড ছিলো।

মুতাআখখিরিন উলামায়ের(২০০হিজরির পরে) ইজমা : দীনি খেদমতের বিনিময় জায়েজ, কারণ সবজায়গায় বাইতুল মালের ব্যবস্থা ছিলো না

৩য় স্তরের উদাহারণ

এই স্তরের উদাহারণ অনেক।

৯৫% উলামায়ে কেরাম জামাতে ইসলামীর গুমরাহির বিষয়ে একমত (ভ্রান্ত দলবদ্ধতা)
৯৯% উলামায়ে কেরাম সাদপন্থীদের গুমরাহি সম্পর্কে একমত
২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামীর ইজমা

উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য সব সময়ই থাকবে, উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে ইজমার ভিত্তিতে । আল্লাহর রসুল স: বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহর সাহায্য জামাআতের সাথে রয়েছে।”

রেফারেন্স:
Jami' at-Tirmidhi, হাদীস নং 2167 �

এছাড়াও Sunan Ibn Majah, হাদীস নং 3950

কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সাহাবীদের বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে। প্রত্যেক আয়াতের সাথে অবশ্যই একজন সাহাবীর সাক্ষী থাকতে হবে।

হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তাই,
যেকোনো হাদিস যদি সঠিক রাবির মাধ্যমে শুধু একজন সাহাবী পর্যন্ত পৌছে যায়,তাহলেই হাদিসে সহিহ। সাহাবী নিয়ে তাহকীক নাই। সবচেয়ে আদনা তব্কার সাহাবী ওয়া্হশী র: এর হাদিসও বুখারী শরিফে আনা হয়েছে।
ঠিক এরকম ভাবে , হাদিসের রিজাল শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন ইমামগণ,তাদের উপর আস্থা না থাকলে হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধির অস্তিত্ব কি!
ফিকহের উসুলও ইমামগণ প্রণয়ন করছেন।

সারকথা
উম্মত কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, যদি না তারা ইজমায়ে উম্মত মেনে নেয়।

যারা সাহাবীদের,তাবেঈদের এবং তাবে তাবেঈদের ইজমাই মানতে পারে না, তারা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে!

এরকম বেয়াদব কিভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত হতে পারে!

অকাট্য বিধি বিধান

দ্বিতীয় বিষয়: ওই সকল বিষয় বিশ্বাস করতে হবে, যা ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত মুমিন হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করতে হবে ওই সকল বিষয়, যা ইসলামে অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। আকীদা-বিশেষজ্ঞ আল্লামা আযুদুদ্দীন ইজী রাহ. (মৃ. ৭৫৬ হি.) লেখেন,

وأما في الشرع فهو - عندنا وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ - التصديق للرسول فيما تعلم مجيئه به ضرورة، فتفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا'

আমাদের ও অধিকাংশ ইমামের মতানুসারে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে, সেসব বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করা, যা তাঁর নিয়ে আসা (তথা তাঁর আনীত) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। যে বিষয়গুলো বিস্তারিত জানা গেছে, সেগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্বাস করা আর যে বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে জানা গেছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস করা।' পরিভাষায় এগুলোকে 'কাতইয়াত', 'জরুরিয়াতে দ্বীন' ও 'অকাট্য ইজম্য) বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের সংখ্যার তালিকা অধিকাংশ মানুষ দু-চারটি দৃষ্টান্ত দেখে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের সংখ্যা খুবই কম মনে করে থাকে।

তাই ধারণা লাভের জন্য এর একটি তালিকা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অনিবার্য ও অপরিহার্য। তাঁর শুরু নেই, শেষও নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সহযোগী নেই, বিরোধী নেই, বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত নেই। তিনি অসমকক্ষ, অতুলনীয়, অসদৃশ, তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আকার আকৃতি, সীমা, গণ্ডি ও দিকসমূহ থেকে পরিত্র। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। তাঁকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা যায় না। তিনি গুলুল (প্রবিষ্ট ও অবতারিত) হন না। তিনি অমুখাপেক্ষী, সবাই ও সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারও থেকে জন্ম লাভ করেননি, তাঁর থেকেও কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি সৃষ্টির সকল গুণাবলি ও অবস্থা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যা কিছু দেখি বা না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবই সৃষ্ট ও নশ্বর, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা ও সকল ক্ষমতার মালিক। তিনিই সর্বজ্ঞ (আলীম), সর্বশ্রোতা (সামী'), সর্বদ্রষ্টা (বাসীর), মৃতকে জীবিতকারী, পূর্ণ নিয়ন্ত্রক, রিযিকদাতা, সন্তানদাতা, লাভ-ক্ষতির মালিক, আলিমুল গায়ব এবং তিনি যা ইচ্ছা

করতে পারেন। এভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আল্লাহ তাআলার যত গুণাবলি রয়েছে সবই বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর গুণসমূহ চিরন্তন (কাদীম) মনে করা। তিনিই একমাত্র ইলাহ তথা ইবাদতের উপযুক্ত। তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁর রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, কিরামান কাতিবীনের অস্তিত্ব, জিন জাতির অস্তিত্ব, সকল নাযিলকৃত কিতাব সত্য, কুরআন কালামুল্লাহ, কুরআন চিরন্তন, কুরআন অসৃষ্ট ও সন্দেহের অবকাশমুক্ত এবং কুরআন-হাদীস হুজ্জত তথা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। সমস্ত নবী-রাসূলের সত্যায়ন, নবুওয়াত প্রষ্টাপ্রদত্ত, খতমে নবুওয়াত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী), অকাট্যভাবে প্রমাণিত তাঁর নাম ও গুণাবলিসমূহ, নুযুলে ঈসা (ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ), ইসরা (মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মাকদিস), তাকদীর, আখিরাত, দৈহিক পুনরুত্থান, কবরের আযাব, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের অবস্থার অকাটন বিবরণসমূহ, আন্নাতীদের আল্লাহর দর্শন লাভ, শাফাআতে কুবরা, হাউযে কাউসার, জান্নাত জাহান্নামের অস্তিত্ব, হিসাব, মীযান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর সাক্ষ্যপ্রদান, আমলনামা প্রকাশ, আমলনামা ডান-বাম হাতে পাওয়া, অকাট্যভাবে প্রমাণিত জান্নাত জাহান্নামের নিয়ামত ও শাস্তির বিবরণগুলো, মুমিনগণ চিরস্থায়ী জান্নাতী, কাফেররা চিরস্থায়ীজাহান্নামী, হযরত আবু বকর ও উমর রাযি এর খেলাফত, আয়েশা রাযি-এর পবিত্রতা ও আহলে বাইতের ভালোবাসা লালন করা।

এভাবে আল্লাহ, কুরআন, রাসূল ও ইসলামের শিআর-প্রতীকসমূহের অবমাননা ও মুহাজির-আনসার সাহাবায়ে কেরামের মানহানি এবং জরুরিয়াতে দ্বীন তথা সর্বজনবিদিত অকাট্য দ্বীনী বিষয়সমূহের কোনো একটি অস্বীকার, সন্দেহ পোষণ, অপব্যাখ্যা, অপছন্দ, অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফর ও অবিশ্বাস করার নামান্তর।

আর ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত মেনে নেওয়া এবং কাফেরদের কাফের মনে করা ও তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। অনুরূপ অকাট্যভাবে প্রমাণিত আমল-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ওপরও ঈমান আনতে হবে। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রাকাত-সংখ্যা, সিজদার সংখ্যা, রমজানের রোযা, যাকাত, যাকাতের পরিমাণ, যাকাত প্রদানের আটটি খাত, যাকাত অনাদায়ের শাস্তি, হজ, আরাফায় অবস্থান, তাওয়াফের সংখ্যা, ওমরা, জুমআ, দুই ঈদ,

তারাবীহ, কুরবানী, দাড়ির প্রামাণিকতা, কিবলা, ফরজ ওযু, তায়াম্মুম, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ, ফরজ গোসল, মোজার ওপর মাসেহের বৈধতা, ব্যবসার বৈধতা, বিবাহ, পুরুষের জন্য চারটা পর্যন্ত বিবাহের বৈধতা, ওয়াদা রক্ষা, সাদকা, গরীব-মিসকীনের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, নারীদের ফরজ পর্দা, নারী-পুরুষ উভয়ের দৃষ্টির হেফাজত, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাইয়ের অংশ বোনের দ্বিগুণ, আল্লাহর নামে কসম, কসমের কাফফারা, ফরজ জিহাদ, জিযিয়া (কর) গ্রহণ, মুরতাদকে হত্যা করা, হত্যার বদলে হত্যা বা দিয়াত (মুক্তিপণ), চোরের হাত কর্তন, সন্ত্রাসীদের শাস্তি, অবিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি একশ চাবুক ও বিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা-এগুলো সবই বিশ্বাস করতে হবে।) এভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারামসমূহকে হালাল মনে না করা। যেমন সুদ, মদ, জুয়া, যিনা, সমকামিতা, খুন, আত্মহত্যা, আত্মসাৎ, জুলুম, প্রতারণা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, চুরি, ডাকাতি, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, গায়রুল্লাহর নামে জবেহকৃত পশু, এতীমের সম্পদ, মা-বাবার অবাধ্যতা, অপচয়, গুনাহের কাজে সহযোগিতা, গীবত, পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড়, প্রাণী ও মানবভাস্কর্য, মুশরিকদের সাথে বিবাহ, মা, বোন, কন্যা ও মাহরামদের সাথে বিবাহ, স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর হায়েয-নেফাস অবস্থায় ও রমজানে দিনের বেলায় সহবাস করা এবং ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য বিধানে বিচার ও রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি হারাম হওয়া।

উল্লেখ্য, ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও জরুরিয়াতে দ্বীনের বিষয় ফরজ-ওয়াজিবছাড়াও হতে পারে। যেমন: মিসওয়াক, আজান, তারাবীহ ও নামাজের জামাআত ইত্যাদি ফরজ-ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। কিন্তু এগুলো বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য শর্ত ও জরুরি, অস্বীকার করা কুফর।

কেউ যদি নামাজের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু কুরআন-হাদীসে এর নির্ধারিত যে অর্থ-ব্যাখ্যা রয়েছে তা গ্রহণ না করে বলে, নামাজ অর্থ মা'রিফাত বা অন্তরে ছাল্লাহর স্মরণ। অথবা নামাজ আদায়ের অকাটাভাবে যে রূপ-পদ্ধতি বর্ণিত ও প্রজন্মপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত, তা পালন না করে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যেমন: হিজবুত তাওহীদের মিলিট্রিরিয়ান ট্রেনিংয়ের মতো বিকৃত নামাজ, কিংবা আহলে কুরআন নামধারী হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিনব পদ্ধতির নামাজ, অথবা সুজল রোশন নামক

কুরআনিস্টের (?) মতে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম সালাতের অর্থ হচ্ছে, 'সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ ছায়ার মতো অনুসরণ করা'। এভাবে কেউ পর্দা ফরজ বিশ্বাস করে, কিন্তু পর্দার যে পদ্ধতি অকাটাভাবে বর্ণিত ও ধারাবাহিক কর্মধারা প্রমাণিত, তা বিশ্বাস করে না, বরং ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করে, অথবা বলে, 'মনের পর্দা আসল পর্দা'। এগুলো যদি কেউ প্রকৃত ইসলামের নামে বালে বা করে, তাহলে সে মুমিন নয়। অনুরূপ কেউ সুদ হারাম জানে ঠিকই, কিন্তু বর্তমান ব্যাংকের ইন্টারেস্ট, মুনাফা, লাভ, ইউজারি, ফিনান্সিয়াল চার্জ, কস্ট অব ফান্ড (তহবিলের ব্যয়), কস্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (প্রশাসনিক খরচ) ইত্যাদি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত রিবা (সুদ) এক নয় বলে। অথবা বলল, সুদ যদি ঋণগ্রহীতার ওপর জুলুম হয় তবে তা হারাম, আর ঋণগ্রহীতা সার্বিক সেবায় সন্তুষ্ট হলে হারাম নয়, তাহলে সে ঈমান হারিয়ে কুফরে প্রবেশ করবে।"

ঈমান-আকীদার গুরুত্ব ও কুফর-শিরকের পরিণতি

ঈমান-আকীদার গুরুত্ব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার ওপর প্রথম ফরজ ও প্রধান হক হলো, ঈমান আনা ও আকীদা পরিশুদ্ধ করা। তাই ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো ঈমান- আকীদা। যার ওপর নির্ভর করে নামাজ, রোযা, হজ ও যাকাতসহ শরীয়তের সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রতিদান পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিশাল দালান দাঁড়ানোর জন্য যেমন ফাউন্ডেশন আবশ্যক, তেমনই নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান প্রয়োজনীয়।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ' পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করবে, যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিদান প্রদান করব"।

এ আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়, নেক আমলের পূর্বশর্ত হলো ঈমান।

প্রথম ও প্রধান কাজ ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا لي إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...». وفي رواية: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنَّ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا الله تعالى».

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-কে ইয়ামান অভিমুখে (শাসকরূপে) প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদের "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল"-এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।' আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি (মুআয রাযি.) আহলে কিতাবদের এক কওমের কাছে চলেছ। অতএব তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে, তারা যেন তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়।' হাদীসে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নামাজ ইত্যাদি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, ঈমান আনা ও আকীদা ঠিক করা।

এভাবে কুরআনে কারীম সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ , وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ'

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ, কিয়ামত-দিবস, সকল ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের ওপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য। এবং যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা যারা সাচ্চা (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।"

ঈমান-আকীদা ঠিক করা সর্বোত্তম আমল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِه .ِ

'আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন আমলটি উত্তম?” তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।"** সুতরাং ঈমান-আকীদার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং হালাল-হারামের মাসআলা জানার আগে আকীদা জানা আবশ্যক। ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير .

'*দ্বীন ও আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন বিধি-বিধান ও হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।*

আর বিপুল পরিমাণ ইলম অর্জনের চেয়ে স্রেফ কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, সেটুকু ইলম অর্জন করা বহু উত্তম।' ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম ফিকহ (জ্ঞানশাস্ত্র) কোনটি? তিনি বললেন,

أن يتعلم الرجل الإيمان بالله تعالى والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأمة

'ঈমান শেখা, শরীয়ত, সুন্নাত, হদ-কিসাস ও উম্মাহর ইমামদের মতামত ইত্যাদি জানা। ঈমান-আকীদার গুরুত্ব বোঝাতে এবং আমলের চেয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট করতে ইমাম আযম রাহ. একটি প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়ে বলেন,

واعلم أن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير، ومثل ذلك الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية بها أنفع من الجهالة مع الزاد الكثير، ولذلك قال الله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون.َ

'

জেনে রাখো, শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন চোখের অনুকরণ করে, একইভাবে আমলও ইলমের অনুসরণ করে। কাজেই অজ্ঞতা নিয়ে অনেক আমলের পরিবর্তে ইলমের সাথে সামান্য আমলও অধিক উপকারী। এর উদাহরণ হলো, পথ চিনে স্বল্প পাথেয় নিয়ে মরুভূমিতে সফর করার উপকারিতা, পথ না চিনে প্রচুর পাথেয় ও রসদ নিয়ে সফর করার চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কখনো সমান হতে পারে না।'১০ আল্লামা আবু ইসহাক সাফফার বুখারী রাহ. (মৃ. ৫৩৪ হি.) বলেন,

وأولى العلوم العلم بالله عز وجل... وكان علم
أصول الدين بالدليل المؤدي لليقين كنز العلوم ومعدنها ومثمر كل فائدة في الدين والدنيا والآخرة، ومن حرم هذا العلم كان مقصرا في تحقيق معاني سائر العلوم في الفروع؛ إذ علم الفرع لا يتم إلا بعد علم الأصل، وروي عن ابن عمر أنه قال: «كنا نتعلم التوحيد قبل أن نتعلم القرآن، وأنتم الآن تتعلمون القرآن ثم تتعلمون التوحيد..... ولقد ذكر أهل التفسير أن عدد آي القرآن ستة آلاف ومئتان وستة وثلاثون، وأن الأحكامية منها: نيف وخمسمائة، والباقي في أدلة التوحيد والأمثال والعبر والقصص والمواعظ، ومناظرات الكفار مع الرسل والأنبياء وحجاج الرسل معهم، حتى بلغوا بهم إلى أن بهتوا . فلما كان ذكر هذا الباب أكثر من أبواب الأحكامية: كان دليلا على أن هذا الباب أهم فيكون أفضل والله الموفق... فيجب تعلم هذا العلم... تحصينا لدينه عن اعتراض الشبه المضلة، ولمعرفة الخروج عنها لو اعترضت، وحذار عن اعتقاد باطل عند الاستفصال أو عند الاستنصاف عن معرفة الله.

'আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।... আকীদা ও দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান হলো সকল জ্ঞানের আধার ও ভান্ডার, দ্বীন-দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি এই ইলম থেকে বঞ্চিত হলো, সে অন্য শাখাগত সব ইলম থেকেই বঞ্চিত। কারণ, মৌলিকের ইলম ছাড়া শাখা-প্রশাখার ইলম হতে পারে না। ইবনে উমর রাযি. বলেন, "আমরা কুরআন শেখার আগে তাওহীদ শিখতাম। আর তোমরা এখন আগে কুরআন শেখো, এরপর তাওহীদ শেখো।"... তাফসীরবিদদের মতে কুরআনের আয়াত-সংখ্যা ছয় হাজার দুইশ ছত্রিশটি। এর মাঝে আহকাম তথা হালাল-হারাম সম্পর্কিত আয়াত পাঁচশর বেশি। বাকি সবগুলো তাওহীদ, শিক্ষণীয় ঘটনা, কাফেরদের বিরুদ্ধে নবী-রাসূলদের ঈমানী সংগ্রাম ও মুনাযারা-বিতর্ক ঘিরে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাওহীদের ইলমই সর্বোত্তম ইলম। তা ছাড়া নিজের দ্বীন রক্ষা ও বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও এই ইলম অর্জন করা আবশ্যক।'" তাই ঈমান-আকীদার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং শৈশব থেকেই এর শিক্ষাদান শুরু করতে হবে।

ইমাম গাযালী রাহ, 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবে এবং ইবনে খালদুন রাহ. (মৃ. ৮০৮ হি.) তাঁর 'মুকাদ্দিমা'-তে বাচ্চাদের আকীদা ও কুরআন শেখানোর গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আর আজ থেকে প্রায় ১১০০ বছর আগে ইমাম ইবনে আবী যায়দ কাইরাওয়ানী মালেকী রাহ. (মৃ. ৩৮৬ হি.) 'আর-রিসালা' কিতাবের শুরুতে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য আকীদা লিখে গিয়েছেন।" ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন, 'আকীদা-সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি (প্রথম পরিচ্ছেদে), তা বাচ্চাদের শুরুতেই শিখিয়ে দেওয়া উচিত; যাতে সে এগুলো মুখস্থ করে নেয়। অতঃপর সে বড় হলে এগুলোর অর্থ একটু একটু করে বুঝবে। কাজেই প্রথমে মুখস্থ করবে, এরপর বুঝবে, অতঃপর বিশ্বাস ও সত্যায়ন করবে। কেননা, বাচ্চাদের কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস অর্জিত হয়। মানুষের হৃদয়ের ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হলো, তিনি শৈশবেই কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বক্ষকে ঈমানের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের আকীদা-শিক্ষার সূচনা হয় শোনা ও অনুসরণের মাধ্যমে। তবে যে আকীদা এভাবে অর্জিত হয়, তাতে দুর্বলতা থাকে। তাই কেউ যদি উক্ত আকীদার পরিপন্থী কিছু তার অন্তরে ঢেলে দেয়, তাহলে পূর্বের আকীদা দূর হয়ে যায়। এ জন্য বাচ্চা ও সাধারণ মানুষের অন্তরে আকীদাসমূহ ভালো করে গেঁথে দিতে হবে, যেন এগুলো দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' তিনি আরও বলেন, 'মজবুত ও দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাকে কালাম ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে; বরং এর পদ্ধতি হলো, তাকে কুরআন তিলাওয়াত, তাফসীর ও হাদীস পড়া এবং এর মর্মার্থ বোঝার মাঝে ব্যস্ত রাখতে হবে। ইবাদত ও ওযীফা আদায়ে মশগুল রাখা। ফলে তার আকীদা-বিশ্বাস প্রতিনিয়ত দৃঢ় হতে থাকবে। কারণ, কুরআনে কারীমের প্রমাণসমূহ তার কানে পৌঁছাবে এবং এ সম্পর্কে হাদীসসমূহে প্রমাণ ও উপকারিতা দেখবে, ইবাদতের নূরে নূরান্বিত হবে এবং আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে গমন ও তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে তাঁদের খুশু-খুযু, ভয় ও প্রশান্তি প্রত্যক্ষ করবে। অতএব শৈশবে আকীদা শিক্ষাদান হলো অন্তরে বীজ বপনের ন্যায়। আর আলোচ্য বিষয়গুলো হলো পানি সিঞ্চন ও পরিচর্যার মতো। একপর্যায়ে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ১২. কায়রাওয়ানী বাহ.-এর বন্ধু শায়খ আবু মাহফুয মুহরায ইবনে খালাফ মকতবের মুনশি ছিলেন। তার অনুরোধে ইমাম কায়রাওয়ানী রাহ, মকতবের শিশুদের ফরজ ইলম শেখানোর জন্য 'আর-রিসালা' কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবের শুরুতে তিনি ইসলামী আকীদাগুলো উল্লেখ করেন। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

রাহ, 'আর- রিসালা' থেকে আকীদা অংশটুকু আলাদাভাবে ছাপেন, যার নাম তিনি রেখেছেন, العقيدة الإسلامية التي ينشأ عَلَيْهَا الصَّغَار ইতিহাসে এমন অনেক কিতাবের নাম পাওয়া যাবে, যেগুলো মকতবে আকীদা শেখানোর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।

ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ ফরজ

মুমিন হওয়ার পর ঈমান-আকীদা হেফাজত করা ফরজ এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস, কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ, অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে। হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاكُمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ ... يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. 'আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও রোযা তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে। (কিন্তু) তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।'

হযরত আবদুল্লাহ বৃক্ষ তরতর করে বাড়তে থাকে। এমন উৎকৃষ্ট ও মজবুত বৃক্ষে পরিণত হয় যে, এর শিকড় থাকে অনেক গভীরে এবং কাণ্ড পৌঁছে যায় আকাশে।' কিছুদূর এগিয়ে বলেন,

ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها، ويسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق .

'বাচ্চা (সঠিক) আকীদা-বিশ্বাসের ওপর বেড়ে ওঠার পর সে দুনিয়াদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ভিন্ন আকীদায় প্রভাবিত হবে না এবং আহলে হকের আকীদার কারণে আখিরাতে নিরাপদ থাকবে।'১৩ ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ ফরজ মুমিন হওয়ার পর ঈমান-আকীদা হেফাজত করা ফরজ এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস, কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ, অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে। হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ ... يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

'আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও রোযা তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে। (কিন্তু) তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।' হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ٣٠٩٩٢ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٨٣٦٥، والحاكم ٨٣٦٥ وصححه على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي. وقال الطحاوي: وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ

'এমন এক সময় আসবে, যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করবে, অথচ তাদের মাঝে কেউ মুমিন থাকবে না! আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

'সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা কিংবা সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানছাড়া। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে নিজের দ্বীনকে ছেড়ে দেবে।' এ জন্য প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনে আবিদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা একজন মুমিনের জন্য ফরজে আইন-এর তালিকায় ইউসুফ রুমীর (মৃ. ৯৮৬ হি.) 'তাবয়ীনুল মাহারিম' কিতাব থেকে উল্লেখ করে বলেন, لا شك في فرضية ... عِلْمِ الْأَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمُكَفِّرَةِ، وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْ الْعَوَّامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ، وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ. 'হারাম ও কুফরী শব্দ (তথা কোন কথা বা কাজ করলে ঈমান চলে যায়-এ) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কসম-বর্তমান সময়ে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য-তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ, অনেক মানুষ কুফরী কথা বলে, যা তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন!' অতঃপর এর ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে এমনও বলেছেন, وَالاحْتِيَاطُ أَنْ يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ إِيمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيُجَدِّدَ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، إِذْ الْخَطَأُ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الرَّجُلِ فَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ كَثِير. 'সতর্কতা হলো, সাধারণ ব্যক্তি (ও অনভিজ্ঞ আলেম) প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করবে এবং

প্রতি মাসে এক-দুবার দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহকে নবায়ন করবে। কেননা, পুরুষরা যদিও কিছুটা সতর্ক থাকে, কিন্তু মহিলাদের থেকে কুফরী কথা খুব বেশি পরিমাণ বের হয়। '১৬ এই ফরজের প্রতি আমরা চরম উদাসীন এবং এটি আমাদের মাঝে অবহেলিত 'ফরজে আইন'। এ বিষয়ে আমরা ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে শুধু 'মুরতাদ' অধ্যায় ১৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮ ১৬. ফাতাওয়া শামী, ১/১৩৯-৪০, ড. হুসামুদ্দীন ফারফুরের নুসখা। তবে যতটুকু মনে হচ্ছে, এটা ফতোয়া হিসেবে নয়; বরং সতর্কতামূলক কথা।দেখলে এর গুরুত্ব বুঝে আসবে। সহজে দেখতে চাইলে বদরুর রশীদ হানাফীর (মৃ. ৭৬৮ হি.) 'আলফাযুল কুফর' ও মোল্লা আলী কারী (মৃ. ১০১৪ হি.) রাহ.-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে চোখ বুলাতে পারি এবং ইবনে হাজার হাইতামী শাফেয়ীর (মৃ. ৯৭৪ হি.) 'আল-ই'লাম বি-কাওয়াতিয়িল ইসলাম' পড়তে পারি। আর সাধারণরা শুধু কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহ.-এর 'মালাবুদ্দা মিনহু' (দশম অধ্যায়, কুফরী কালাম অধ্যায়ের আলোচনা, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৭০, মাওলানা আনোয়ার হুসাইনের অনুবাদ) পড়ে নিতে পারি।" হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) আজ থেকে ৮০ বছর পূর্বে আধুনিক শিক্ষার কারণে ঈমান হারানোর মতো ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক করে লেখেন, اس زمانہ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا مسلمان ہے یا کافر۔ اب وہ زمانہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ داماد صاحب مسلمان ہیں یا کافر بجائے اس کے کہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ نیکو کار ہے یا بد کار کیونکہ مسلمان عورت سے نکاح کے واسطے شرط مسلمان ہونا ہے۔ 'এই যুগে পাত্রের ঈমান-কুফরের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া জরুরি। বর্তমানে এমন এক সময় চলছে যে, (বিয়ে-শাদীতে) হবু বর দ্বীনদার নাকি বদকার তা দেখার আগে, বরং সে ইসলামের গণ্ডির ভেতরে আছে কি নেই, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, মুসলমান কনের সাথে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলের ঈমান থাকা শর্ত।' অতঃপর থানভী রাহ. বলেন,

مسلمان عورت اور کافر مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ آج کل جن لڑکوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں بعض لوگ ان میں سے جلد یا تعلیم کے اثر سے ایسے آزاد منش ہیں کہ ان کو دین ایمان سے کچھ بھی تعلق نہیں رہا۔ (صرف نام کے مسلمان ہیں) زبان سے کلمات کفر بک جاتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے اور پھر ان ہی سے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے۔ اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسنون طریقہ ادا کیا جارہا ہے۔ اس سنت کے لیے موقوف علیہ (شرط) بے ایمان، افسوس کہ نوشہ صاحب جانے کتنی دفعہ اس سے خارج ہو چکے ہیں ۔

'মুসলিম নারী ও কুফরে লিপ্ত পুরুষের মাঝে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে যাদের হাতে কন্যা সোপর্দ করা হচ্ছে, সেসব পাত্রের একটি অংশের আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে দ্বীন ও ঈমানের সাথে কোনো রকম সম্পর্কই অবশিষ্ট নেই (শুধু নামেই তারা মুসলমান রয়ে গেছে)। ১৭. যদিও সবগুলোই ঈমান ভঙ্গের কারণ হওয়া নিয়ে কথা রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক বেঁচে থাকা চাই। এদের মুখ দিয়ে কুফরী কথাবার্তা বের হয় এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে এরা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। অথচ এরপরও এমন ছেলের সাথেই মুসলিম নারীদের বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! এদিকে পরিবারের লোকজন বিয়ের 'সুন্নাতউ' পালন করতে পেরে খুশি প্রকাশ করছে। অথচ এই বৈবাহিক সুন্নাতের শুদ্ধতা নির্ভর করে ঈমানের শুদ্ধতার ওপর। অথচ যার সাথে বিয়ে পড়ানো হচ্ছে, সেই পাত্র কতবার ঈমান ভেঙে ইসলাম থেকে খারেজ হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।' বলাবাহুল্য, এখানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বরের কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় মেয়ের খবর নেওয়াও জরুরি। এভাবে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.-ও (মৃ. ১৩৫৩ হি.) আরও ভয়ংকর কথা বলেছেন, যার বাস্তবতা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি বলতেন, آج کل کے جو نو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو ہم اس بنا پر مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا کفر معلوم نہیں- 'বর্তমান নবীন জেনারেল শিক্ষিতদের (অন্তরে লুক্কায়িত আকীদাগত) কুফর আমাদের জানা না থাকার (ও তা প্রকাশিত না হওয়ার) কারণে আমরা তাদেরকে মুসলমান বলি! মনে রাখতে হবে, ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় আর ঈমান একত্র হতে পারে না। যেভাবে ওযু-নামাজ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়া আর ওযু-নামাজ ঠিক থাকা একসাথে হতে পারে না। কিন্তু আমরা ওযু-নামাজেরটা বুঝি, ঈমানেরটা বুঝি না। ফলে ওযু- নামাজের বিষয়ে যতটা সচেষ্ট থাকি, ঈমান-আকীদার বিষয়ে ততই অবহেলা করি! অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা ওযু ভঙ্গের কারণ শিখি, অনেকেই নামাজ নষ্ট হওয়ার কারণও জানি। কিন্তু ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় শিখি না, কোন কথা বললে, কী কাজ করলে, কেমন বিশ্বাস রাখলে ঈমান চলে যায়, তা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। এভাবে আমাদের মাহফিল ও সম্মেলনগুলোতে ঈমান-আকীদার বিষয়বস্তু গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং জুমআর দিন মিম্বার থেকেও এ সম্পর্কে আওয়াজ যথাযথ পর্যায়ে উচ্চারিত হয় না বা হতে দেওয়া হয় না। এ ছাড়া রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেও এ-জাতীয় আলোচনা কমই চোখে পড়ে কিংবা খুব কম গুরুত্ব পায়। যার ভয়াবহ পরিণতি আজ ১৮. ইসলামী শাদী, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯ ১৯. এ কথা মুফতী তাকী

উসমানী হাফিযাহুল্লাহ তাঁর পিতা মুফতী শফী রাহ.-এর কাছে নকল করতে শুনেছেন। দ্র. আল-বালাগ, নভেম্বর ২০২২ সংখ্যা

আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে এর চিত্র একেবারেই সুস্পষ্ট। এমনকি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী ও তাহাজ্জুদ আদায়ের দাবিকারীর আচরণ-উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকীদা-বিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টকারী। এই চিত্র পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদের; নতুবা এই দেশে নামে মুসলমান ঠিকই থাকবে, নামাজ, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতকারীও পাওয়া যাবে, মসজিদ- মাদরাসা ও মাহফিলে দান করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসবে, এমনকি মাদরাসা- খানকায় ধরনা দেওয়া এমপি-মন্ত্রীরও দেখা মিলবে, কিন্তু তাদের ভেতর ঈমান থাকবে না।

কোনো ভালো কাজই ইমানের সমতুল্য হতে পারে না

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحاج وَعِبَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ ِبِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله 'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলির) সমান মনে করো, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য নয়। শানে নুযুল মক্কার অনেক মুশরিক গর্ব সহকারে মুসলমানদের বলত, মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর ওপর অন্য কারও আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আব্বাস রাযি. যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হন এবং তাঁর মুসলিম-আত্মীয়রা তাকে বাতিল ধর্মে বহাল থাকায় বিদ্রুপের সঙ্গে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত রয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছ। কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের হেফাজত ও হাজীদের পানি সরবরাহের কাজ করে থাকি, তাই আমাদের সমান অন্য কারও আমল হতে পারে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।" এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না।

কোনো ব্যক্তি যদি ফরজ কাজসমূহ আদায় না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকে, তবে এটা কোনো নেক কাজ হিসেবেই গণ্য হবে না। নিশ্চয়ই হাজীদেরকে পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে তা নফলই। অনুরূপ মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরজে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত। পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য বুনিয়াদি শর্ত। আর জিহাদ কখনো ফরজে আইন এবং কখনো ফরজে কিফায়া। প্রথমোক্ত কাজ দুটির তুলনায় এ দুটোর মর্যাদা অনেক ওপরে। সুতরাং ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ-জাতীয় সেবার কারণে কেউ কোনো মুমিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। কাজেই রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের-দশের সেবা করলেও ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ-জাতীয় সেবার কারণে কোনো মুমিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। এবং ঈমান বিধ্বংসী কার্যকলাপ, হারাম কাজ ও উপার্জন থেকে দূরে না থেকে বেশি নফল ইবাদতকারী ও তাহাজ্জুদগুযারী কখনো হারাম ও ফরজ কাজসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী মুমিনের সমতুল্য হতে পারে না। আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ঈমান-আকীদা ঠিক থাকা শর্ত আমাদের সমাজে হয়তো নামে মুসলমান কেউ কেউ নামাজ-হজ ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি পালন করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদানের জন্য ঈমান- আকীদা ঠিক থাকা পূর্বশর্ত বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 'পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করলে, (শর্ত হলো) যদি ঈমানদার হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ১২০ অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

'যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে এবং সেই জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, (শর্ত হলো) যদি সে মুমিন হয়, তবে এরূপ চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।'

ঈমান ছাড়া আমলের কোনো প্রতিদান নেই

আখিরাতে ঈমানবিহীন একজন মানুষের ভালো আমলের উদাহরণ হলো, রূহবিহীন শরীরের মতো। দুনিয়াতে যেমন রূহবিহীন শরীরের কোনো মূল্য নেই, তদ্রূপ ঈমান-আকীদার বিশুদ্ধতা ছাড়া আখিরাতে ভালো কাজ ও আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদান নেই। তাই কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান ছাড়া আখিরাতে আমলের কোনো প্রতিদান নেই; বরং বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ টেনে বিষয়টি সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا'

তারা (ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা দুনিয়ায়) যা কিছু আমল করেছে, আমি তার ফয়সালা করতে আসব এবং সেগুলো শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মতো মূল্যহীন) করে দেবো।' অর্থাৎ তারা যে সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখিরাতে তা ধুলোবালির মতো মিথ্যা মনে হবে। আখিরাতে তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কেননা, আখিরাতে কোনো কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোনো কাজে আসবে না। সুন্দর একটা উদাহরণ টেনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ
الضَّلَٰلُ الْبَعِيدُ

'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে (তাদের উপমা এই যে,) তাদের কর্ম সেই ছাইয়ের মতো, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার কিছুই তাদের হস্তগত হবে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি।** সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِمَا خَيْرًا.

'(আল্লাহ তাআলার রীতি হলো) কাফের দুনিয়ায় ভালো কাজ করে থাকলে, (যেমন: সেবা, আর্ত ও পীড়িতদের সাহায্য করা ইত্যাদি) তিনি এগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আখিরাতে তার কোনো পুরস্কার তারা পাবে না।' কেননা, সেখানে পুরস্কার লাভের জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং এসব কাজ আখিরাতে তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাই এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে-ঝড়ো হাওয়া যেমন ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর

তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, সে রকমই কাফেরদের কুফর তাদের সৎকর্মসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ফলে তার কোনো উপকার তারা আখিরাতে লাভ করবে না। আরেকটি উদাহরণ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا مِنْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

'তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন হিমশীতল বায়ু এমন একদল লোকের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে ও তা ধ্বংস করে দেয়, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।' অর্থাৎ আখিরাতে কাফেরদের দানও তদ্রূপ বিফল হয়ে যাবে। কেননা, কুফর দান কবুল হওয়ার বিরোধী। তথাপি 'জালেম কওমের শস্যক্ষেত্র' বলার কারণ হলো, মুসলমানদের কোনো পার্থিব ক্ষতি হলে আখিরাতে সে তার বিনিময়ে নেকি অর্জন করবে। অথচ কাফেরদের ভাগ্যে তা জুটবে না। সুতরাং তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত হলো শস্যক্ষেত্র, আর তাদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হিমশীতল ঝড়ো হাওয়া। সেই ঝড়ো হাওয়া যেমন মনোরম শস্যক্ষেত্রকে তছনছ করে দেয়, তেমনই তাদের কুফরও তাদের সেবামূলক কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়। আরও একটি উপমা দেখুন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۝
حَتَّى إِذَا جَاءَ وَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

'যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা-সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানিমনে করে। অবশেষে সে যখন সেখানে যায়, তখন কিছুই পায় না।'০০ মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তা পানি নয়, মরীচিকা। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত সেটাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এ রকমই কাফের ও ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকি কামাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতোই ফাঁকি। সুতরাং তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি; বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে। উল্লেখ্য, মানুষ যেহেতু দু-ধরনের: মুমিন-মুসলিম ও বেঈমান-কাফের। এর বাহিরে আর কোনো প্রকার নেই। কাজেই মুমিন-মুসলিম ছাড়া সকল কাফের-বেঈমান, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও

ধর্মহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। যদিও মুসলিম নামধারী হোক না কেন, যেমন: কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

ঈমান বড়ই মূল্যবান, আমল ছাড়া শুধু ঈমানের মূল্য আছে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّار، ثم يقول الله تعالى أخرجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ في نهر الحياةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحبَّةُ في جانب السيل، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاء مُلْتَوِيَة.

'জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, যাদের অন্তরে একটা সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের "হায়াতের নদীতে" ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে। তুমি কি দেখতে পাওনা সেগুলো কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?'" অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فيُخْرِجُ مِنْها قَوْمًا لم يَعْمَلُوا خَيْرًا قَط قَدْ عَادُوا حَمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَر

الحياة ... فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَاهِ الْخَوَاتِمُ ، يَعْرِفَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمْ الله الجنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ...এরপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে এমন একদল লোক বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশমুখের "নাহরুল হায়াতে" বা "হায়াতের নদীতে" ফেলে দেওয়া হবে।... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে

পারবেন। এরা হলো উতাকাউল্লাহ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা সৎ আমল ব্যতীতই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।৩২ অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَه. 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে (এর ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে), এটা একদিন তার উপকারে আসবে (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে)। তবে এর আগে (আমল না করার কারণে) শাস্তি ভোগ করবে।'৩৩ ঈমানের দৃষ্টান্ত যেহেতু ১, ২ সংখ্যার মতো, আর আমল শূন্যের মতো। যদি কোথাও শুধু সংখ্যা থাকে এবং সাথে কোনো শূন্য না-ও থাকে, তারপরও সংখ্যার মূল্য থাকে। কিন্তু সংখ্যা ছাড়া যদি হাজারো শূন্য লেখা হয়, এর কোনো মূল্য নেই। অনুরূপ কারও ঈমান-আকীদা যদি সঠিক ও বিশুদ্ধ থাকে, আর সাথে একটি আমলও যদি তার না থাকে, তাহলে সংখ্যার মতো এর মূল্য থাকে এবং মূল্যায়ন করা হবে। ফলে ইনশাআল্লাহ, সে একদিন জান্নাতে যাবে। কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা পোষণ না করে যদি হাজারো আমল করে, তাহলে এর কোনো মূল্য নেই এবং সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। এভাবে কোনো সংখ্যার সাথে যদি শূন্য যোগ করা হয়, তাহলে সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেমন ১+০+০, দশ ও একশ হয়; তদ্রূপ বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদার সাথে যদি আমল যোগ হয়, তাহলে
ঈমান-আকীদার মূল্য বৃদ্ধি পায়

পর্ব

মুস্তকিম পথ থেকে 'শয়তান মানুষকে ২ পথে টানে:-

১। অতি ভক্তিতে ভক্ত করার দরুণ সাদামাঠা, সাদামাটা মানুষদের টেনে নেয়।

২। ও যারা বেশী চালাক, সুযোগ খুজে, তাদেরকে জায়েজ খোজার বাহানায় টেনে নেয়

মূলহারা

৭ প্রকার লোক মুল হারা

আর ৩ প্রকার লোক নুর হারা:

১. স্রষ্টাকে অস্বীকার করা।

২. স্রষ্টাকে স্বীকার করলেও একত্ববাদকে অস্বীকার করা

৩. বানলেওয়ালা চেনার জন্য তাঁর রাসুলের উপর ইমান না আনা।

৪. খতমে নবুওয়্যাত অস্বীকার করা।

৫. জরুরতে দ্বীনকে অস্বীকার করা,

৬. কুরআন দবদলে বিশ্বাসী

৭। কবীরা গুনায় অভ্যস্ত যারা।

নূর হারা হলঃ-

যে বিদআত করে।

যারা ইমান ও জামাত ত্যাগি।

দ্বীনের বিষয়ে যারা কবিরা গুনায় লিপ্ত'

⇒ মানুষ দুই প্রকারঃ-

১ বাধ্য- কর্মাবদ্বার, শাকুর।

২ অবাধ্য- তাগী, কা'ফুর, তাগুদ নাফরমান।

বাধ্যঃ-

১নাবিয়্যিন

২সিদ্দিকিন

৩শুহাদা

৪ছালিহিন

৫তাগুদ বাতিল আকিদা + ভিত্তিহীন দলবদ্ধতা দমনের মেহনতে মাওলায়ে কারিম যাদেরকে ইস্তেমাল করেন।

৬ حق الله حق عبد আদায়কারীগণ

৭ কবিরা গুনাহ থেকে দুরে অবস্থানকারীগণ।

৮ কিতাব ও সুন্নাহ ধারণকারী ও প্রচারকারীগণ।

৯ জা'মাত ও ঈমানের সম্পৃক্তকারীগণ।

১০ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ ও ইক্বামতে দ্বীনের জন্য যারা সদা-সর্বদা সজাগ থাকে।

১১আওলিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের ছহবতে যারা

জিকরুল্লাহ এবং ইবত্তেবায়ে সুন্নত এর পাবন্দ ব্যক্তিগন।

অবাধ্য

২. মুরতাদরা

১. যিন্দিকরা

৩. ইসলাম বিদ্বেষী মুশরিকরা ও কাফেররা

৫. ইসলান বিদ্বেষী নয় এমন মুশরিক ও কাফেররা।

৫ মুলহিদ ও গোমরাহরা।

৬. ফাসিক ও যালিমরা।

৭. ফাসিক্করা।

৮.

বিদ'আতি ব্যক্তিরা।

৯ জামাত বা ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা।

১০* ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ ও ইক্কামাতে দ্বীনের জন্য যাদের মন মেতে উঠেনা এমন সব লোকেরা।

১১। অবাধ্যদের সাথে মিলেমিশে থাকে ও সম্পর্ক রাখে এমন ব্যক্তিরা।

১২. যিকরুল্লাহ ও ইত্তিবায়ে সুন্নত থেকে গাফেলরা

তা'গুদ ৫ প্রকার

১. শয়তান
২ দেব-দেবী,
৩ মূর্তী
৪ জাদুকর
৫ এমন সব বিধি-বিধান যা আম্বিয়া ও রসুল (সাঃ) এর বিধি-বিধানের বীপরিত।

ঈমান ভঙ্গের প্রচলিত কতিপয় কারণ ও বিভিন্ন রূপ

ঈমান ভঙ্গ হওয়ার প্রথম কারণ

ইসলাম ত্যাগ করা বা মুরতাদ হওয়া ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা কিংবা কোনো ধর্মই না মানা। যেমন: খ্রিষ্টান বা 'ঈসায়ী মুসলিম' হওয়া, অদৃশ্য বস্তুকে না মানার কথা বলে আল্লাহকে বিশ্বাস না করা এবং প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক হওয়া ইত্যাদি। ব্যাখ্যা পরিভাষায় এটাকে 'ইরতিদাদ' বা 'মুরতাদ' হওয়া বলে।

আর মুরতাদ দুই প্রকারের হয়ে থাকে:

১. যে নিজের ইরতিদাদ বা ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে।

২. যে ইরতিদাদমূলক (তথা নিশ্চিত ঈমান নষ্ট ও ভঙ্গ হয় এমন) কোনো কুফর করার পরেও নিজেকে মুসলমান দাবি করে অথবা মুসলমানের বেশভূষা ধারণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের মুরতাদকে মুনাফিক ও যিন্দীকও বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারে মুফতী শফী রাহ. (মৃ. ১৩৯৬ হি.) বলেন,

یہ صورت بھی باجماع امت ارتداد میں داخل ہے، اگر چہ اس ایک حکم کے سوا تمام احکام اسلامیہ پر شدت کے ساتھ پابند ہو۔ ارتداد کی اس دوسری صورت میں اکثر مسلمان غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں' ۔

এ প্রকারেও সর্বসম্মতভাবে মুরতাদ হয়ে যাবে, যদিও সে এই একটি বিধান ছাড়া ইসলামের অন্য সমস্ত বিধান দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে। ইরতিদাদের এ দ্বিতীয় প্রকারে অধিকাংশ মুসলমান ভুল বুঝে থাকে।'

ঈমান ভঙ্গ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

শিরক করা। আর শিরক সাধারণত দুই বিষয়ের মধ্যে হয়ে থাকে :

১. শিরক ফিল ইবাদাহ বা উলুহিয়্যাহ :

তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতেরউপযুক্ত মনে করে তার ইবাদত করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করা। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (কোনো

ওলী বা মাজারকে) ইবাদতের সিজদা করা বা কারও জন্য নামাজ পড়া, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা, সাদকা দেওয়া, কুরবানী করা ইত্যাদি।

২. শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ:

তথা এমন কোনো বিশ্বাস পোষণ করা বা কাজ করা, যা তাওহীদ-পরিপন্থী। যেমন: আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরীক করা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে রিযিকদাতা, সন্তানদাতা ইত্যাদি মনে করা। আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) লেখেন,

الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام. '

শিরক হলো প্রভুত্বের মধ্যে কাউকে শরীক করা, অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের মতো অন্য কিছুকে প্রভু মনে করা। অথবা মূর্তিপূজকদের মতো অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। '২০৩ আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يُبَنِي إِسْرَاءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'যারা বলে, মারয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ, নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। '২৩৪

শিরক বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ

কোনো পীর-ওলী বা মাজারকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বা লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে সাহায্য চাওয়া, সন্তান চাওয়া, ধন-সম্পদ চাওয়া, সমস্যার সমাধান চাওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ

ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর কোনো একটিতে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করা বা অজ্ঞেয়বাদী হওয়া। কেননা, সংশয়-সন্দেহ ও ঈমান একসাথে হতে পারে না; বরং এটা মুনাফিকের কাজ। এ সম্পর্কে ওপরে ঈমানের প্রথম শর্তের বিবরণে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী রাহ (মৃ. ৯৭৪ হি.) বলেন,

واعلم أن التردد في المعلوم من الدين بالضرورة كالإنكار .

'জেনে রাখো, জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিধানের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তা অস্বীকারের মতো। ' ২৪১

ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ

কুফর করা যেমন :

১. অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের বিষয়গুলোর কোনো একটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ২৪১. আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়া, পৃষ্ঠা ২০১করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা।

২. অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয় ও বিধানাবলির কোনো একটিকে অবজ্ঞা করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং ইসলামের শিআর তথা প্রতীকসমূহের অবমাননা করা। ইসলামের মৌলিক শিআর হলো কুরআন মাজীদ, বিভিন্ন ইবাদত, যথা: আজান, নামাজ, রোযা, হজ-যাকাত, দুআ-দরূদ; বিভিন্ন ফযীলতপূর্ণ স্থান, যথা: কাবা শরীফ, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ও পৃথিবীর সকল মসজিদ ইত্যাদি- এগুলোর অবমাননা, যেমন: কুরআন মাজীদকে আবর্জনায় ছুড়ে ফেলা, মসজিদকে গোয়ালঘর বলা। এভাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধান, নবীজীর কোনো সুন্নাত, এমনকি অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো মুস্তাহাব আমল ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করা অথবা অবজ্ঞা-প্রকাশক কোনো আচরণ করা। যেমন: কুকুরের মাথায় টুপি পরানো, ধর্মপালনকারীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দিয়ে নাটক-সিনেমা বা কৌতুক বানানো, হাতে তাসবীহওয়ালা ব্যক্তিকে ক্রিমিনাল সাজানো, আজানের ধ্বনিকে বেশ্যার আওয়াজ বলা, পর্দাকে হেয় করে বোরকাকে ট্যাবু ইত্যাদি বলা। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. 'তাকফীরের মূল উপাদান হচ্ছে দ্বীনী কোনো বিষয় অস্বীকার করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।'২৪২ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল (এগুলোর কোনো একটা) বিষয়ে কুফর করে, নিশ্চিতভাবে সে মারাত্মক পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ' ২৪৩

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

'কেউ যদি ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়

ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ

আল্লাহ ও রাসূলের অবমাননা বা কটূক্তি করা। যেমন: নবীজীকে যুদ্ধবাজ বা নারীলোভী বলা, অবমাননার উদ্দেশ্যে তাঁর ছবি আঁকা বা নামের অবমাননা করা ইত্যাদি। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ. (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেন,

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ، أَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تعَالَى، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ الله .

'কেউ যদি আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসূলকে গালিগালাজ করে, অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা কোনো নবীকে হত্যা করে, তাহলে সে মুসলমানদের নিকট সর্বসম্মতভাবে কাফের। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত প্রতিটি বিষয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করে।'

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقَاءُ الْأُمَّةِ بَعْدَ شَتْمِ نَبِيِّهَا' ؟

হে আমীরুল মুমিনীন! ওই উম্মত বেঁচে থাকার কী অর্থ, যে উম্মতের নবীকে গালি দেওয়া হয়?' অতঃপর তিনি জবাব দিয়ে বললেন,

مَنْ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ : قُتِلَ، وَمَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُلِد .

'যে নবীগণকে গালি দেয় তাকে হত্যা করতে হবে, আর যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দেয় তাকে পেটাতে হবে।'২০১ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (মৃ. ১৮২ হি.) বলেন,

وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ، أَوْ كَذَّبَهُ، أَوْ عَابَهُ، أَوْ تَنقصهُ: فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ .

'কোনো মুসলিম যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাঁর দোষ বর্ণনা করে অথবা তাঁর সম্মান খাটো করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে তাওবা করে, তাহলে তা কবুল করা হবে; অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।' ইমাম তহাবী রহ বলেন,যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে অথবা তাকে খাটো করে উপস্থাপন করবে, এর কারণে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাকে সাহায্য করো ও তাকে সম্মান করো।' ২৫৩ তিনি অন্যত্র লেখেন,

قَالَ أَصْحَابنا فيمن سب التى له أو عابه وَكَانَ مُسلما : فقد صار مُرْتَدا . ولو كان ذميا عزّر ولم يقتل.

হানাফী ইমামগণ বলেছেন, 'কোনো মুসলিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে বা তাঁর দোষ বর্ণনা করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর জিম্মি হলে তাকে তা'যীর করা হবে, হত্যা করা হবে না।'

ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ ইসলামের অকাট্য কোনো বিধানের ওপর আপত্তি তোলা বা যুগের সাথে অনুপযোগী মনে করা কিংবা সংস্কারযোগ্য বলে মনে করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ احَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

'রাসূল তার ওপর তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও।... এবং তারা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা (খুশিমনে) কবুল বা পালন করছি।' ২৬৮ অন্যত্র এসেছে,

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ

'আমরা আল্লাহ এবং যে সত্য (ইসলামের বিধানাবলি) আমাদের প্রতি আগত হয়েছে, তাতে কেন ঈমান আনব না? অথচ আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।' ২৬৯ ইসলামের বিধানাবলির প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে, মুসলিম হওয়া তথা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের ওপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের ওপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সমর্পণ আর ইবলীস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হলোবিপরীত যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান মনে করা হয়। কারও প্রতি ঈমান, অতঃপর তার বিরুদ্ধতা-এ দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও 'অসহায়' ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের 'বুদ্ধিজীবী'দের কাছে তা পুরোপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই জানেন, ইসলামবিহীন তথা সমর্পণবিহীন ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না, আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ তো ঈমানের সাথে সরাসরি বিদ্রুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০০ হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১৩৭২ হি.) বলেন, 'কুরআনের বিধানাবলি বর্তমান যুগে উন্নতি-অগ্রগতির পথে বাধা মনে করা একটি স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। এমন ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিধানাবলির বিরুদ্ধে চলা ব্যক্তিদের উন্নত মনে করবে এবং তাদের কার্যক্রমকে ইনসাফের ভিত্তি বলবে, সে মুসলমান থাকবে না। এমন আকীদা লালনকারী ব্যক্তি নামে মাত্র মুসলমান। বাস্তবে সে ইসলামী আকীদার বিরোধী এবং ইসলাম ধর্ম থেকে খারেজ।'

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ

সুনিশ্চিত প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলের সুন্নাহকে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করা। ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُم ْ
كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم ْ

'যারা কাফের তাদের জন্য আছে ধ্বংস। এবং আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এই জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছিল। সুতরাং

আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। ' ২৭২ উল্লেখ্য, দ্বীনের কোনো বিষয়কে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করে না; বরং অপছন্দ করে স্বভাবগত কারণে বা ঝামেলা-বিরক্তি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে, যেমন: ঠান্ডা পানির কারণে শীতের রাতে ওযু করতে অপছন্দ করা, ভালোবাসা কমে যাবে বলে স্বামীর একাধিক বিবাহ অপছন্দ করা, তাহলে এটা কুফর নয়। সুতরাং কারও স্ত্রী বহুবিবাহের শরয়ী বিধানকে অপছন্দ ও ঘৃণা করলে কাফের হয়েযাবে। তবে স্ত্রী শরয়ী বিধানকে অপছন্দ করে না; বরং তার স্বামীর অন্য মহিলাকে বিয়ে করাটা অপছন্দ করে, তাহলে ঈমান ভঙ্গ হবে না।

ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিছু বিধান মানা, আর কিছু না মানা। অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর কিছু মানা আর কিছু না মানা কুফর। এগুলোর কিছু মেনে আর কিছু না মেনে কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি কোনো পথ অবলম্বন করার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতকের (রাসূলগণের থেকে) ওপর ঈমান রাখি ও কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের সেই মাঝামাঝি পন্থা হলো, আল্লাহকে বিশ্বাস করা, কিন্তু রাসূলকে অবিশ্বাস করা। অথবা রাসূলদের কাউকে মান্য করা আর কাউকে অমান্য করা। অনুরূপ প্রচলিত কিছু মাঝামাঝি পন্থা হলো, কুরআন মানা, কিন্তু হাদীস না মানা; যেমনটা আহলে কুরআন, কুরআনিস্ট বা হাদীস অস্বীকারকারীরা করে থাকে। তদ্রূপ শরীয়তের এক বিধান মানা ও অন্য বিধান অমান্য করা। যেমন: ব্যক্তিগত জীবনের বিধি-বিধান ও নামাজ-রোযার বিধান মনঃপূত হওয়া বা স্বীকার করা, কিন্তু সমাজ, রাজনীতি, সংসদ, বিচার, শিক্ষা কারিকুলাম, অর্থনীতি, লেনদেন, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, বেশভূষা, আনন্দ-উৎসব ও সংস্কৃতিতে ইসলামের বিধান অবিশ্বাস করা বা মনঃপূত না

হওয়া। এভাবে শরীয়তপ্রদত্ত সুখ-শান্তির বিধান ও 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' ভালো লাগা, কিন্তু কষ্ট ও জিহাদের হুকুম অস্বীকার করা, যা সেকুলার-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মডারেটরা বলে থাকে।অথবা ইসলামপ্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও নারীশিক্ষার বিষয়টি (আংশিক) লুফে নেওয়া, কিন্তু নারীর পর্দা ও উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী নয়-এ-জাতীয় বিধানে সম্মত না হওয়া, যা নারীবাদী ও হিজবুত তাওহীদরা করে থাকে। এভাবে ইসলামের যে (অকাট্য) বিধান নেতা-নেত্রী ও দলের পক্ষে যায় কিংবা দুনিয়ার লাভ ও নিজ স্বার্থ রক্ষা হয়, তা গ্রহণ করা; কিন্তু যা নেতা-নেত্রী ও দলের বিপক্ষে যায় কিংবা লাভ ও স্বার্থের বিপরীত হয়, তা অগ্রাহ্য করা। এগুলো সবই কুফর। প্রকৃতপক্ষে এগুলো মাঝামাঝি কোনো পন্থা নয়; বরং নির্জলা কুফর। কেননা, রাসূলকে অবিশ্বাস করা আল্লাহকে অবিশ্বাস করারই নামান্তর; যেহেতু তাঁরা আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত। তদ্রূপ শরীয়তের কোনো অকাট্য বিধান অমান্য-অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করারই নামান্তর; যেহেতু আল্লাহ তাআলাই সমস্ত বিধানের বিধানদাতা এবং সবই একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পন্থা বলতে কিছু নেই; হয় ঈমান নয়তো কুফর। অর্থাৎ ঈমানের বাইরে সবই কুফর।

ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিধানাবলির সুনির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতির বিপরীত ভিন্ন ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা ওপরে ঈমানের আলোচনায় হয়েছে। তবে এখানে একটা তথ্য যোগ করছি- শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,

أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له، لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا وباطنا، لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما قسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار: فهو الزنديق .

'ইসলামের বিরোধী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে-গোপনে কোনোভাবেই ইসলাম মেনে না নেয় এবং স্বীকার না করে, তাহলে সে কাফের। তবে যদি অন্তরে কুফর রেখে মুখে ইসলাম

স্বীকার করে, তাহলে সে মুনাফিক। আর যদি প্রকাশ্যে-গোপনে ইসলাম স্বীকার করে, কিন্তু দ্বীনের যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো বিধানের এমন ব্যাখ্যা করে, যা সাহাবা, তাবেয়ীন ও উম্মাহর সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত, তাহলে সে যিন্দীক। যেমন : কেউ স্বীকার করল, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য; কিন্তু জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই

ঈমান ভাঙ্গার ১১ তম কারণ

অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো হারামকে হারাম মনে না করা তথা বৈধ মনে করা অথবা হালালকে হারাম মনে করা। যেমন: সুদ-ঘুষ, জুলুম-দুর্নীতি, মদ-মাদকদ্রব্য, গান- বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, লিভ-টুগেদার, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডারবাদ (রূপায়নকামিতা) ও প্রাণী/মানবভাস্কর্য ইত্যাদিকে হারাম জানা সত্ত্বেও হালাল-বৈধ মনে করা অথবা পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ বা বিধবা মহিলার বিবাহকে হালাল- বৈধ জানার পরও হারাম মনে করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُون

'কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও নয়, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না আর সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।' ২৭৬ আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِب.

'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনই করে বোলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা, এর অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ।' ২৭৭ ইমাম কুরতুবী রাহ. (মৃ. ৬৮৫ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ومعنى هذا : أن التحليل والتحريم إنما هو الله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه .

'অর্থাৎ কোনো বস্তু হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা।

ঈমান ভঙ্গের বারোতম কারণ

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম-মতবাদকে সত্য-সঠিক মনে করা বা পরকালে মুক্তি পাবে বিশ্বাস করা। অথবা ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করা কিংবা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করা এবং ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বিশ্বাস না করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِين

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম-দ্বীন অবলম্বন করবে, তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' ২৮৪ এ আয়াত বলছে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম-মতবাদকে সত্য-সঠিক মনে করা যাবে না কিংবা পরকালে মুক্তি পাবে বিশ্বাস করা যাবে না। কাজেই যে এরূপ বিশ্বাস করল, সে এ আয়াত অস্বীকার করল। আর যে কোনো আয়াত অস্বীকার করবে, সে নিশ্চিত কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন,

الَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ

'আল্লাহ কি বিচারকদের/শাসকবৃন্দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক/শাসক নন? ২৮৫

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون

'তবে কি ওরা জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধানদানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে?

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানের সম্মুখে আর কারও বিধান ভ্রুক্ষেপযোগ্যই হতে পারে না। সুতরাং যে কেউ ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে উত্তম বা সমতুল্য মনে করবে কিংবা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর মনে করবে, সে এ আয়াতদ্বয় অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' ঈমান ভঙ্গের তেরোতম কারণ সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের মনে না করা বা কুফরের ওপর সন্তুষ্ট হওয়া। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী (যেমন: হিন্দু ও ইহুদী-খ্রিষ্টান) বা মুসলিম নামধারী সুনিশ্চিত কাফেরকে (যেমন: কাদিয়ানী ও হিজবুত তাওহীদ ইত্যাদি দলের কুফরী বিশ্বাস জানার পরও) কাফের মনে না করলে নিজের ঈমান চলে যাবে,

কাফের হয়ে যাবে। কেননা, 'ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম' এই বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি ইসলামের বিপরীত কুফর-শিরকমিশ্রিত সব ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শকে অস্বীকার করে মুমিন হতে হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

'যে ব্যক্তি তাগূতকে (তথা কুফর-শিরক বা কুফর-শিরকমিশ্রিত ধর্ম-মতবাদকে) অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে নিশ্চিত এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। '২৮৮

উক্ত আয়াতের মতো আমাদের কালেমার প্রথম অংশেও দটি ভাগ:

১. 'লা-ইলাহা' তথা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন-ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম ও তাদের অনুসারীকে অস্বীকার করা।

২. 'ইল্লাল্লাহ' তথা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর দ্বীন-ইসলামকেই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

ঈমান ভঙ্গের চৌদ্দতম কারণ

ইবাদতের ক্ষেত্রে বা আকীদার ক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কথা বা কাজে তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণের প্রকার ও বিধান

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কুফর। অর্থাৎ যে উপাসনা বা ইবাদতগুলো কাফেররা করে থাকে, এতে সাদৃশ্য গ্রহণ করলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন: মূর্তিকে সিজদা করা ইত্যাদি।

২. অনুরূপ আকীদার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কুফর। অর্থাৎ যে সকল প্রতীক, সংস্কৃতি বা বিশেষ চিহ্ন কাফের, মুশরিক, হিন্দু, ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমের আকীদার প্রমাণ বহন করে, এ ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা কুফর। এমন সাদৃশ্য গ্রহণ করলে কাফের সাব্যস্ত হবে। যেমন: খ্রিষ্টানদের ন্যায় গলায় ও বুকে ক্রুশ ঝোলানো বা ঘর-অফিসে ক্রুশ রাখা৮১ এবং হিন্দুদের মতোবিশেষ চিহ্ন গ্রহণ

করা আন্তরিক সমর্থনের নিদর্শন। পৈতা লাগানো। কেননা, কাফেরদের ইবাদত বা কুফরী প্রতীক, সংস্কৃতি বা ধর্মীয়

৩. কাফেরদের ধর্মীয় প্রথার অনুকরণ হারাম। অর্থাৎ কিছু বিষয় আছে ধর্মীয় প্রথা, সরাসরি তাদের ইবাদত বা আকীদার প্রতীক না। এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য গ্রহণ করাও হারাম। যেমন: হিন্দু মেয়েদের মতো মাথায় সিঁদুর দেওয়া, কপালে টিপ দেওয়া বা হাতে শাঁখা পরা। এগুলো তাদের ধর্মীয় প্রথা। তাই এ ধরনের অনুকরণ হারাম। কোনো মুসলিম নারী এটা গ্রহণ করতে পারে না। এভাবে বৌদ্ধরা গেরুয়া বসন পরে, এটা তাদের ধর্মীয় সাজ। সান্তাক্লজ খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় সাজ। কোনো মুসলমান এ সাজ নিতে পারে না। এটা হারাম। ধর্মীয় প্রথার ক্ষেত্রে অমুসলমানের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম।

৪. জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস এবং সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকরণ মাকরূহে তাহরীমী। অর্থাৎ কিছু বিষয় আছে, যা মূলত ধর্মীয় না; বরং তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জাতিগত প্রথা। জাতি হিসেবে করে, ধর্মীয় হিসেবে না। ওই সমস্ত বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী তথা হারামের কাছাকাছি। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব পোশাক, যা তারা ব্যবহার করে থাকে। আর এসবের ব্যবহারকারীকে সেই সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে মনে করা হয়। যেমন : হিন্দুরা ধুতি পরে। এটা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। জাতি হিসেবে তারা এটা পরে। কোনো মুসলমান এই ধুতি পরতে পারে না। এসব নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। এগুলো ব্যবহার করাকে বিজাতীয় অনুকরণ হিসেবে শামিল করা হয়।

ঈমান ভঙ্গের পনেরোতম কারণ

কুরআনকে বিকৃত বা অরক্ষিত মনে করা। পুরো কুরআন হোক বা আংশিক হোক। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْن' َ

বস্তুত এ উপদেশবাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।' ৩৯৫ যদিও কুরআন মাজীদের আগে বহু আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য।

তাই আল্লাহ তাআলা সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার গ্যারান্টি দেননি। সেগুলো হেফাজত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন সূরা মায়েদায় (৫ : ৪৪) বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কিয়ামতকাল পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। তাই এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এর ভেতর কোনো রদবদলের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাআলা এমনভাবে এ গ্রন্থ সংরক্ষণ করেছেন যে, ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত পূর্ণ কিতাব মুখস্থ করে নিজেদের বক্ষদেশে সুরক্ষিত করে রাখে। কথার কথা, যদি শত্রুগণ কুরআন মাজীদের সমস্ত কপি খতম করে ফেলে (নাউযুবিল্লাহ!), তবুও ছোট ছোট শিশুরাও এ কুরআন পুনরায় লিপিবদ্ধ করাতে পারবে এবং তাতে এক হরফেরও হেরফের হবে না। এটা কুরআন মাজীদের এক জীবন্ত মুজিযা। তাই যে সকল শিয়া সম্প্রদায় এবং অন্য যারা কুরআন বিকৃত বা অরক্ষিত বিশ্বাস রাখে, তারা কাফের।

ঈমান ভঙ্গের ষোলোতম

কারণ শুধু কুরআন মানা,হাদীস-সুন্নাহ তথা নবীজীর বক্তব্য, কর্ম ও সমর্থন না মানা। আর এ না মানাটা কয়েকভাবে হতে পারে : না করা। তা এ কারণে যে, কুরআন মানলেই হাদীস মানা হয়ে যায় মনে করা।

১. হাদীস-সুন্নাহকে শরীয়তের আলাদা উৎস না মানা বা দ্বিতীয় প্রধান দলীল মনে

২. হাদীসকে দলীল হিসেবে মানা। তবে সব হাদীসকে নয়; বরং হাদীসকে শরীয়তের আলাদা দলীল হিসেবে না মানার কারণে যেই হাদীস কুরআনের সাথে মিল থাকবে তা মানা; আর যে হাদীসে অতিরিক্ত বিধান থাকবে, তা না মানা। অর্থাৎ সব বিষয়ে কুরআনের রেফারেন্স চাওয়া।

৩. হাদীসকে ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে মানা, কিন্তু বিধান শুধু কুরআন থেকে নেওয়া, বিধান হবে শুধু আল্লাহর মনে করা।

৪. রাসূলের আনুগত্যকে তাঁর জীবদ্দশায় প্রযোজ্য মনে করা।

৫. হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা। তবে কোন হাদীস প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত-এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত উসূল অনুসরণ না করে বরং কমনসেন্স, বিজ্ঞান, প্রচলিত বা ধারণাপ্রসূত ভদ্রতা ও সামাজিকতার সাথে সাংঘর্ষিক কি না তা দেখা। ফলে হাদীসের সংকলনগুলো সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্য মনে করা।

৬. মুতাওয়াতির ছাড়া না মানা। কারণ, খবরে ওয়াহিদগুলো যন বা ধারণামাত্র।

শেষটা ব্যতীত সবগুলো কুফর।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়; তারপর আপনি যে ফয়সালা করবেন সে সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা থাকবে না এবং তারা পূর্ণভাবে তা মেনে নেবে।"
সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫

ঈমান ভঙ্গের সতেরোতম কারণ

সশস্ত্র জিহাদের বিধান অস্বীকার করা কিংবা রাসূলের যুগে জিহাদ থাকলেও এখন আর জিহাদের বিধান নেই মনে করা অথবা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত জিহাদকে জঙ্গীবাদ, বর্বরতা, মারামারি, উগ্রতা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি বলা।

বলাবাহুল্য, জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা বা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়; বরং সন্ত্রাস দমন করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আইন-কানুন মেনে নিতে বাধ্য করা। এ জন্যই তো কোনো কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে চাইলে সামান্য জিযিয়া দিয়ে থাকতে পারে। আর জিহাদের উদ্দেশ্য যদি কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য

করা হতো, তাহলে কাফেরদের নারী, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও জিহাদের বিধান থাকত। অথচ এদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান নেই।

ঈমান ভঙ্গের আঠারোতম কারণ

ইসলামী দণ্ডবিধি অস্বীকার করা, বর্বরতা বলা বা ঘৃণা করা।

ইসলামী দণ্ডবিধির মৌলিক প্রকার ও পরিচিতি ইসলামী দণ্ডবিধির মৌলিকভাবে তিনটি ধারা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোর্টে যাবতীয় বিচার ও দণ্ড এই তিনটি ধারার অধীনে করা হয়:

১. কিসাস।

২. হদ।

৩. তা'যীর।

ঈমান ভঙ্গের উনিশতম কারণ

আল্লাহ তাআলাকে দেহ ও শরীরবিশিষ্ট বা মাখলুকের মতো দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট মনে করা।

ঈমান ভঙ্গের বিশতম কারণ

আল্লাহ তাআলাকে কোনো স্থানে বা আসমানে কিংবা আরশে অবস্থানকারী মনে করা।ঈমান ভঙ্গের একুশতম কারণ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে বা নবীকে 'আলেমুল গায়ব' বা সরাসরি 'গায়ব জানেন' বিশ্বাস করা অথবা 'হাযির-নাযির' মনে করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ُ

'বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না।'৪৩১

উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন, ওহীর মাধ্যমে বিভিন্ন গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। ৪৪০

আর গায়বী খবরাখবর সর্বাপেক্ষা বেশি জানানো হয়েছিল আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গায়বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। সরাসরি গায়বী জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে 'গায়ব জানেন' বা 'আলেমুল গায়ব' বলা যায় না।

ঈমান ভঙ্গের বাইশতম কারণ

খতমে নবুওয়াত তথা আমাদের নবীকে শেষ নবী না মানা।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

বাংলা অর্থ:

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فُضِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِست : ... وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

. 'অন্যান্য নবী থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। (তন্মধ্যে পাঁচ ও ছয় নম্বর হলো,) আমি সকল মাখলুকের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমার দ্বারা নবীদের আগমন সমাপ্ত করা হয়েছে।'৪৫৩

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِي .

'রিসালত ও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।'৪৫৪ তাঁর পরে যারা নবী হওয়ার দাবি করবে, তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

'নিশ্চয় আমার উম্মতের মাঝে ৩০ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে দাবি করবে, সে নবী। অথচ আমি খাতামুন নাবিয়্যীন, আমার পরে কোনো নবী নেই

ঈমান ভঙ্গের তেইশতম কারণ

ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও অবতরণ অস্বীকার করা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর গুরুত্বপূর্ণ একটি আকীদা হলো, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বড় আলামত হিসেবে কানা দাজ্জাল বের হলে তাকে কতল করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত ও **১১৬**টি হাদীস দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করাটা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। ৪৬৫ কিন্তু মির্যা কাদিয়ানী বলেছে, 'ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন; তিনি আর আসবেন না এবং আমিই হলাম ঈসা।' সে আরও বলেছে, 'ঈসা মরেনি বলা বড় ধরনের শিরক।'

ঈমান ভঙ্গের চব্বিশতম কারণ

সেকুলার হওয়া বা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী হওয়া।

সেকুলারিজম মতবাদে একজন ব্যক্তিকে সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, অর্থ মনে করা হয়, যা নিঃসন্দেহে কুফর। ও সংস্কৃতি প্রভৃতিতে ধর্মের উর্ধ্বে মনে করা হয় বা এগুলোতে ধর্মের বিধান নেই সুতরাং কোনো মুসলিম সেকুলার তথা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী হতে পারে না এবং কোনো সেকুলার মুসলিম থাকতে পারে না। সেকুলারিজম কী ও কেন? সেকুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে।

যথা:

১. ইহজাগতিকতাবাদ।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

৩. ধর্মহীনতা বা ধর্মহীন মতবাদ।

ঈমান ভঙ্গের পঁচিশতম কারণ

লিবারেলিজমে বিশ্বাসী হওয়া বা লিবারেল তথা উদার হওয়া। লিবারেলিজম শব্দের অর্থ হলো উদারনীতিবাদ। The voice of freedom of life. একটি স্বাধীন জীবনের কণ্ঠস্বর। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চিন্তা-চেতনাকে বিকাশ করতে পারে এবং বাধাহীন চলার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করাই হলো লিবারেলিজম বা উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। লিবারেলদের সাথে নামাজ-রোযার মতো ইবাদত নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই; বরং এগুলো পালন করেও কেউ লিবারেল হতে পারে। লিবারেলিজমের সাথে ইসলামের মৌলিক একটা দ্বন্দ্ব হলো, নৈতিকতা ও অধিকারের মানদণ্ড নিয়ে। লিবারেলিজমে এগুলোর মানদণ্ড হলো, মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তি। লিবারেলরা মনে করে, কোনো ব্যক্তি অন্যকারও বেঁধে দেওয়া মানদণ্ড মানতে বাধ্য নয়। এখন সেই মানদণ্ড যে কেউ দিক না কেন কিংবা আল্লাহরই দেওয়া হোক না কেন। এটাকে বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রভু। তার চাহিদা ও প্রবৃত্তিই তার প্রভু। আনুগত্যের; ব্যক্তিস্বাধীনতার না, প্রবৃত্তি অনুসরণের না। অথচ ইসলামে ব্যক্তির অবস্থান হলো, আবদিয়্যাত-দাসত্বের ও ইতাআত- আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَانَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ ۚ

'তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়েত ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?

কাজেই মুসলিমের জন্য সবকিছুর মানদণ্ড আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়েত তথা ইসলাম। তাই পরিপূর্ণভাবে-সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দিয়ে বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين ٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে-সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।

'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ মাথা নত করা এবং কারও পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আমাদের দ্বীনের নাম 'ইসলাম' এ জন্যই রাখা হয়েছে যে, এর দাবি হলো, মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলারই অনুগত হয়ে থাকবে।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُٓ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ َ

'যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, "আনুগত্যে নতশির হও", তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম। '৪৯০ কাজেই ইসলাম ও আল্লাহর শরীয়তকে বিনাবাক্যে কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই গ্রহণ করার স্বীকৃতি দিতে হবে।

ঈমান ভঙ্গের ছাব্বিশতম কারণ

হিউম্যানিজম তথা মানবতাবাদে বিশ্বাসী হওয়া। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের অন্যতম একটি আইটেম হলো 'হিউম্যানিজম'। ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের মানবতাবাদী সোসাইটির মতে মানবতাবাদ হলো, 'একটি অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর এবং পরকালের জীবনে বিশ্বাসী ধর্মগুলোর একটি আনন্দদায়ক বিকল্প। মানবতাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এটিই একমাত্র জীবন যার সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট জ্ঞান রয়েছে এবং আমরা এই ভঙ্গুর গ্রহটিকে নিজেদের এবং যাদের সাথে আমরা ভাগ করে নিয়েছি তাদের জন্য এটিকে সর্বোত্তম জীবন সম্ভব করার জন্য আমরা নিজেদের ও অন্যদের কাছে ঋণী।' হিউম্যানিজমের কিছু মুখরোচক স্লোগান হচ্ছে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মানুষ', 'আগে মানুষ তারপর ধর্ম', 'মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম', 'মানুষই শ্রেষ্ঠ ধর্ম', 'সকল ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়', 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে কিছু নাই'। জনৈক মানবতাবাদী লিখেছেন, 'আজকের দিনে মানবধর্মের চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নাই। আর এই যুগে এসে ধর্মের জন্য মানুষকে পর করে দেওয়া যে কতটা মূর্খের কাজ, তা একবার গভীরভাবে না ভাবলে আমাদের আজ আর চলবে না।... সকল ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়। আর মানুষের চেয়ে পৃথিবীতে কোনো ধর্ম বড় নয়।....

ঈমান ভঙ্গের সাতাশতম কারণ

ফেমিনিজম তথা নারীবাদে বিশ্বাসী হওয়া বা ফেমিনিস্ট হওয়া। উইকিপিডিয়ার ভাষ্য হচ্ছে, 'নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি আন্দোলন, যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী-পুরুষ সমান-এই দাবি থেকে শুরু হয়।' কেউ কেউ 'ইসলামী নারীবাদ' নামে একটা পরিভাষা বলে থাকেন। মূলত 'ইসলামী নারীবাদ' পরিভাষাটা পশ্চিমা নারীবাদের বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তুমূল চিন্তা ও দাবিতে এ দুইয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রচলিত না থাকলেও দাবি-উপস্থাপন ও কর্মপন্থায় কিছু ভিন্নতা রয়েছে। পশ্চিমা নারীবাদ ও ইসলামী নারীবাদের মূল চিন্তা ও দাবিতে তেমন কোনো পার্থক্য ফেমিনিজম বা নারীবাদের প্রবক্তাদের কিছু ক্ষেত্রে গোমরাহ বলা গেলেও আরও করার কারণে তাদের ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়। কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার, অভিযোগ ও বিদ্রূপ যেমন:
১. সকল বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এমনকি নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের নামে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও নারী-পুরুষের সমান অধিকার। কিংবা এ কথা বলা যে, ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান বে-ইনসাফ। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ মেয়েদের অবহেলা করেছেন! অথবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অযৌক্তিক ও অন্যায় বা ধর্মীয় গোঁড়ামি বৈ কিছু না। অনুরূপ এ কথা বলা যে, নারীদের স্বামীর আনুগত্য করতে হবে কেন? পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ববান হবে কেন? এগুলো সবই ঈমান ভঙ্গের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে ওসীয়ত করছেন যে, ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। ৪৯০

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'নারীদের ওপর পুরুষদের একধাপ বেশি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।১৬

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে-মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।*

***ঈমান ভঙ্গের আটাশতম কারণ**

গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট বিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ (আল্লাহই সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার মালিক) না মানা। বর্তমান বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে। গণতন্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় Democracy। উইকিপিডিয়াতে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইংরেজি "Democracy" শব্দটি গ্রিক শব্দ Demo Kratia থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা গ্রিক শব্দ "Demos" এবং "Kratia" শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্ট। "Demos" শব্দের অর্থ হলো "জনগণ" এবং "Kratia" শব্দের অর্থ হলো "শাসন"।' যার সারাংশ দাঁড়ায়, 'জনগণের শাসন ও ক্ষমতা

ঈমান ভঙ্গের ২৯ তম কারণ

যাদুটনা করা। কুরআনে কারীমে এসেছে,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْنُ وَلِكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاس َ
السِّحْر َ

'সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত...।'

ঈমান ভঙ্গের ত্রিশতম কারণ

দ্বীনী কারণে উলামায়ে কেরামকে অপমান করা, গালি দেওয়া। যুগে যুগে যাঁরা নবীগণের ইলম ও আমল ধারণ করে আসছেন তাঁরাই যুগের হক্কানী উলামায়ে কেরাম। তাঁরা প্রাপ্ত ইলম ও আমল মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের কাছেই মানুষ লাভ করে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান। চিনতে পারে নিজের প্রভুকে, শিখতে পারে আল্লাহর বিধি-বিধান। বুঝতে পারে শরীয়তকে। তাঁরা মানুষের আসল সফলতা আখিরাতের মুক্তির চিন্তায় সর্বাধিক চিন্তাশীল। তাঁরা উম্মতের পরম মঙ্গলকামী। তাঁদের কাছে ইসলাম সবার আগে। তাঁরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। দ্বীন রক্ষার ঢাল ও সুদৃঢ় প্রাচীর। ইসলামের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট। তাঁরা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে সব ধরনের বাতিল মতবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য সর্বদা অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান। তাঁরা হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। হক প্রতিষ্ঠার

জন্য নিজের জান-মাল ব্যয় করতে হাতেই জিন্দা হয় সুন্নাত। দূরীভূত হয় বিদআত। পরোয়া করেন না। বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করতে কালক্ষেপণ করেন না। তাঁদের আল্লাহ তাআলা তাঁদের বানিয়েছেন নিজ একত্ববাদের অন্যতম সাক্ষী। ইরশাদ করেছেন,

د اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ و َ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতারা এবং ন্যায়নিষ্ঠ আলেমরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ১২৪৯ যেখানে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ রাখা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা নাজায়েয ও ফাসেকী কাজ, সেখানে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ উলামায়ে কেরামকে অপমান করা, গালি দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা যে আরও জঘন্যতম কাজ, তা বলাই বাহুল্য। আলেমকে অপমান করা ও গালি দেওয়ার দুটি কারণ হতে পারে: ১. ব্যক্তিগত কোনো কারণে, যেমন: জায়গা-জমি বা লেনদেনে সমস্যা হওয়ার কারণে। এটা কুফর নয়। ৫৫০ ২. আলেম হওয়ার কারণে বা দ্বীনী কথা বলার কারণে। কোনো আলেমকে আলেম হওয়ার কারণে কিংবা দ্বীনী কথা বলার কারণে গালি ৫৪৯, সূরা আলে ইমরান, (৩): ১৮ ৫৫০, ইনআমুল বারী, তাকী উসমানী, ১/৩২৩-২৪ ৩০১ ঈমানদেওয়া, অপমান করা ও তাঁর সঙ্গে দুশমনি করা একটি কুফরী কাজ। এটি খুবই ভয়াবহ মানসিকতা। এমন মানসিকতা লালনকারী ব্যক্তি তাওবা না করলে ঈমানের সঙ্গে তার মৃত্যু হবে কি না ঘোর সন্দেহ আছে। ইমাম ইবনুল মুবারক রাহ. বলেন,

من استخف بالعلماء ذهبت آخرته .

'যে আলেমদের অবজ্ঞা করে, তার আখিরাত বরবাদ হবে।' ২০১ ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. (৯৭০ হি.) বলেন,

وَيُخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِذَا شَتَمَ عَالِمًا أَوْ فَقِيهًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ.ٍ

'যদি কোনো আলেমকে (ব্যক্তিগত) কোনো কারণ ছাড়া (আলেম হওয়ার কারণে) গালি দেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

এর কারণ হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম হলেন আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিশ ও তাঁদের প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মনোনীত করেছেন দ্বীনের জন্য। তাই আলেমদের সঙ্গে বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা, তাঁদের গালি দেওয়া ও অপমান করা পরোক্ষভাবে

ইসলামকে অসম্মান করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের ঈমান ভঙ্গের সকল কারণ ও রূপসমূহ থেকে হেফাজত করুন। আমীন

ইমান হেফাজতের উপায়

১ কাজের দারা শিরক করবো না

২ কথার দারা শিরক করবো না

৩ সমর্থন বাচক দৃষ্টির দ্বারা শিরক করবো না

৪ সমর্থন বাচক শ্রবণের দ্বারা শিরক করবো না

৫ কাজের দারা কুফর করবো না

৬ কথার দারা কুফর করবো না

৭ সমর্থন বাচক দৃষ্টির দ্বারা কুফর করবো না

৮ সমর্থন বাচক শ্রবণের দ্বারা কুফর করবো না

৯ কাজের দারা বেদয়াত করবো না

১০ কথার দারা বেদ আত করবো না

১১ সমর্থন বাচক দৃষ্টির দ্বারা বেদয়াত করবো না

১২ সমর্থন বাচক শ্রবণের দ্বারা বেদয়াত করবো না

১৩ কাজের দারা এলহাদ করবো না

১৪ কথার দারা এলহাদ করবো না

১৫ সমর্থন বাচক দৃষ্টির দ্বারা এলহাদ করবো না

১৬ সমর্থন বাচক শ্রবণের দ্বারা এলহাদ করবো না

১৭ হারাম মুয়ালাতে (বন্ধুত্ব) যুক্ত হবো না

১৮ ফরজ বারাআত (বিদ্বেষ) ত্যাগ করবো না

১৯ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সাথে জুড়ে থাকবো

২০ ইমাম ত্যাগ করবো না / শরঈ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো না

২১ ইমানের জন্য হাদিসে বর্ণিত দোয়া বেশি বেশি পড়া

বেদআত

* বিদআত শরী'আতে হারাম। বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ নতুন সৃষ্টি। শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন সৃষ্টিকে অর্থাৎ, দ্বীনের মধ্যে ইবাদত মনে করে এবং অতিরিক্ত হওয়াবের আশায় এমন কিছু আকীদা বা আমল সংযোজন ও বৃদ্ধি করা, যা রাসূল (সাঃ) সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে অর্থাৎ, আদর্শ যুগে ছিল না। তবে যেসব নেক কাজের প্রেক্ষাপট সে যুগে হয়নি, পরবর্তীতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়ায় নতুনআঙ্গিকে দ্বীনের কোন কাজ করা হয় সেটা রিদমার নয় যেমন প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত কিছু বিদআতের তালিকা পেশ করা হল।

কতিপয় বিদআত কোন বুযুর্গের মাযায়ে ধুমধামের সাথে মেলা মিলানো। উরস করা। জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা। মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা। মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা)। কবরের উপর চাদর দেয়া। কবর পাকা করা। কবরের উপর ফুল দেয়া। * কবরের উপর গম্বুজ বানানো। মাযারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া। * প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান। মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা। জানাযার নামাযের পর আবার হাত উঠিয়ে দুআ করা। * জানাযা নামাযের পর জোর আওয়াজে কালিমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে। যাওয়া। দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া। ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা ও মুআ'মাকা বা কোলাকুলি করা। * আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা। * আযান ইকামতের মধ্যে রাসুল (সঃ)-এর নাম এলে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো।২ রমযানের শেষ জুমুআর খুতবায় বিদায় আপন মূলক শব্দ (যেমন আল-বিদা) যোগ করা। "জুমুআতুল বিদা" বলে কোন ধারণা ইসলামে নেই। * আমীন বলে মুনাজাত শেষ করা নিয়ম, অনেকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা বলতে বলতে মুখে হাত বুলান এবং মুনাজাত শেষ করেন-এটা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা বিদআত।

দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গে আকীদা দুআ কবুল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকের ওসীলা দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয বরং তা মুস্তাহাব।

কারামত, কাশফ্, এল্হাম ও পীর-বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা

নবী-রাসূল ব্যতীত আল্লাহর যেসব খাস বান্দারা আল্লাহর হুকুম এবং নবীজীর তরীকা মত চলেন, নাফরমানী করেন না এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই স্বীয় কর্মের অভিভ-বিক মনে করেন পরিভাষায় তাদেরকে ওলী/বুযুর্গ বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো ওলী/বুযুর্গদের থেকে কারামত এর বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তবে ওলী হওয়ার জন্য কারামত শর্ত নয়। ২০* কাশফ এবং এলহাম যদি শরী'আতের মোতাবেক হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। كل من ছে * ওলীগণের কাশফ ও এলহাম দলীল (?) নয় অর্থাৎ, তার দ্বারা কোন আমল প্রমাণিত হয় না। * কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শির্ক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। * কোন পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন-

এটা শির্ক। কোন পীর বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশফ এলহাম হতে পারে, তাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। قال * কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা- চাই সে যতবড় হোক- কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশী বা তাঁদের সমানও হতে পারে না। র * কোন আকেল বালেগ কখনও এই স্তরে উপনিত হয় না যে, তার উপর থেকে ইবাদত-বন্দেগী মাফ হয়ে যায়। কেউ আল্লাহর ওলী হয়ে গেলেও তার ব্যাপারে এই নীতি ন) প্রযোজ্য। واعبد ربك حتى يأتيك اليقين - আমার

মাজার সম্বন্ধে আকীদা

"মাজার" শব্দের অর্থ যিয়ারতের স্থান। সাধারণ পরিভাষায় বুযুর্গদের কবর-যেখানে যিয়ারত করা হয়- তাকে 'মাজার' বলা হয়। সাধারণ ভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয় যেমন কল্ব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়েযও লাভ হয়। মাযারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য, কিন্তু এর অতিরিক্ত সাধারণ মানুষ মাযার ও মাযার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমনঃ মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ : ১. মাযারে গেলে বিপদ আপদ দূর হয়। ২. মাযারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়। ৩. মাযারে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য বেশী হয়। ৪. মাযারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়। ৫. মাযারে গেলে মকসুদ হাসে। হয়।৬. মাযারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। ৭. মাযারে টাকা-পয়সা নযর-নিয়ায দিলে ফায়দা হয়। ৮. মাযারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ইত্যাদি।

রাশি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

রাশি বলা হয় সৌর জগতের কতকগুলো গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয় যথাঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology)-এর ধারণা অনুযায়ী এ সব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে

থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে এই আকীদা রাখা শির্ক। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ব এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ব-গ্রহ নক্ষত্রের ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভমৌলিকভাবে আল্লাহ্ই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।১

গণক সম্বন্ধে আকীদা

গণকের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করা কুফ্রী। কারণ নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন:

س اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল, অতঃপর সে যা বলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, সে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধানের সাথে কুফ্রী করল।১

রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা
দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গে আকীদা দুআ কবুল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকের ওসীলা দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয বরং তা মুস্তাহাব।

কারামত, কাশ্ফ্ট, এল্হাম ও পীর-বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা নবী-রাসূল ব্যতীত আল্লাহর যেসব খাস বান্দারা আল্লাহর হুকুম এবং নবীজীর তরীকা মত চলেন, নাফরমানী করেন না এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই স্বীয় কর্মের অভিভ- বিক মনে করেন পরিভাষায় তাদেরকে ওলী/বুযুর্গ বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো ওলী/বুযুর্গদের থেকে কারামত এর বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তবে ওলী হওয়ার জন্য কারামত শর্ত নয়। ২০*

কাশফ এবং এলহাম যদি শরী'আতের মোতাবেক হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। كل من ছে * ওলীগণের কাশফ ও এলহাম দলীল (?) নয় অর্থাৎ, তার দ্বারা কোন আমল প্রমাণিত হয় না। * কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শির্ক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। * কোন পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন-এটা শির্ক। কোন পীর বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশল্ফ এলহাম হতে পারে, তাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। قال * কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা- চাই সে যতবড় হোক- কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশী বা তাঁদের সমানও হতে পারে না। র * কোন আকেল বালেগ কখনও এই স্তরে উপনিত হয় না যে, তার উপর থেকে ইবাদত-বন্দেগী মাফ হয়ে যায়। কেউ আল্লাহর ওলী হয়ে গেলেও তার ব্যাপারে এই নীতি ন) প্রযোজ্য। واعبد ربك حتى يأتيك اليقين - আমার

মাজার সম্বন্ধে আকীদা "মাজার" শব্দের অর্থ যিয়ারতের স্থান। সাধারণ পরিভাষায় বুযুর্গদের কবর-যেখানে যিয়ারত করা হয়- তাকে 'মাজার' বলা হয়। সাধারণ ভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয় যেমন কল্ব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়েযও লাভ হয়। মাযারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য, কিন্তু এর অতিরিক্ত সাধারণ মানুষ মাযার ও মাযার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমনঃ মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ : ১. মাযারে গেলে বিপদ আপদ দূর হয়। ২. মাযারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়। ৩. মাযারে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য বেশী হয়। ৪. মাযারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়। ৫. মাযারে গেলে মকসুদ হাসে। হয়।৬. মাযারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। ৭. মাযারে টাকা-পয়সা নযর-নিয়ায দিলে ফায়দা হয়। ৮. মাযারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ইত্যাদি।

রাশি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

রাশি বলা হয় সৌর জগতের কতকগুলো গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয় যথাঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology)-এর ধারণা অনুযায়ী এ সব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে এই আকীদা রাখা শির্ক। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ব এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ব-গ্রহ নক্ষত্রের ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভমৌলিকভাবে আল্লাহ্ই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।১

গণক সম্বন্ধে আকীদা

গণকের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করা কুফ্রী। কারণ নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন:

س اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল, অতঃপর সে যা বলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, সে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধানের সাথে কুফ্রী করল।১

রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে- এরূপ বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের কাজ নয়। পূর্বেও বলা হয়েছে কোন পাথর (Stone) ভাগ্য বদলাতে পারে, কোন গ্রহকে খুশী করে তার অনুকূলে আনতে পারে-এরূপ বিশ্বাস করা শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত। তবে পাথরের কোন বিকিরণ ক্ষমতা (Radiative activity) যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে শারীরিক উপকারে আসে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন অসুবিধা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়..

এই পর্বে কিছু আকীদাগত ভ্রান্ত জামাতের উদাহরণ দেয়া হলো, যাতে ভুল থেকে সঠিক চেনা সহজ হয়।

"হাজার কথার চেয়ে একটি উদাহরণ উত্তম।"

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি সরল রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি হলো সঠিক ও হেদায়েতের পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো। অতঃপর তার চারদিকে আরে ৬টি রেখা একে বললেন, এগুলো হলো শয়তানের পথ। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করো। ভ্রান্ত দল ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি যে সকল দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করে তারা সবাই বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ তারা শরিয়তের মূলনীতি বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মূলনীতি শরীয়তের ভিতরে অনুপ্রবেশ করায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা কুরআন সুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে নিজেদের চিন্তা, চেতনা আর যুক্তিকেই শরিয়তের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে।

বাতিল বা গুমরাহ দলগুলোকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়
১. রাওয়াফিজ, ৩. জাবরিয়্যাহ, ৫. জাহমিয়্যাহ ও ২. খাওয়ারিজ, ৪. কাদরিয়্যাহ, ৬. মুরজিআহ।

রাওয়াফিজদের ভ্রান্ত আকিদা

(মুলত শিয়া সম্প্রদায়, ইরানের ক্ষমতাশীন শিয়ারা)

১. তারা আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়।

২. একমাত্র হযরত আলী রাযি. ব্যতীত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে সকল সাহাবীগণকে বিশেষ করে হযরত আবূ বকর, ওমর ও তালহা রাযি. এবং হযর জুবায়ের রাযি.-কে গালমন্দ ও সমালোচনা করে থাকে।

৩. হযরত ফাতেমা রাযি. কে হযরত আয়েশা রাযি.-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।
৪. একই শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে
৫. নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া সুন্নত, এটাকে অস্বীকার করে এবং জামাত অস্বীকার করে।
৬. পায়ের মোজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করে না। আহলে
৭. তারাবির নামাজকে অস্বীকার করে।
৮. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাকে স্বীকার করে না।
৯. মাগরিবের নামাজ জলদি পড়াকে অস্বীকার করে।
১০. রোযার ইফতার করাকে অস্বীকার করে।

খাওয়ারিজদের ভ্রান্ত আকিদা

১. খাওয়ারিজদের আকিদা হলো কবীরা গুনাহের কারণে আহলে কিবলা মুসলমান কে কাফের বলা।

২. জালেম ও অত্যাচারী খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করা।

৩. তারা হযরত আলী রাযি.-কে অভিশাপ দেয়।

৪. খাওয়ারিজগণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে ও নামাযের জামাতকে অস্বীকার করে।

৫ Ali ibn Abi Talib (রা.), Uthman ibn Affan (রা.) এবং সালিসী মেনে নেওয়া সাহাবীদের অনেককে তারা কাফের বলত।

৬ তারা "لا حكم إلا لله" (আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই) স্লোগানকে বিশেষভাবে ব্যবহার করত

৭ নামায ও জামাতের সুন্নত কে অস্বীকার করে

জাবরিয়্যাদের ভ্রান্ত আকিদা

১. তারা বলে মানুষ পাথর ও শক্ত মাটির ন্যায় অনড় ও অটল। কোনো কাজের ক্ষেত্রেই বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই। অতএব বান্দাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে শাস্তি বা শান্তি কোনোটিই দেওয়া যাবে না।

২. তারা আল্লাহর ব্যাপারে একটি অলীক ধারণা পোষণ করে আর তা-হলো- আল্লাহর নিকট ধনসম্পদ খুবই প্রিয়।

৩. বান্দার কর্ম সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর তাওফীক সংঘটিত হয়।

৪. তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বশরীরে মিরাজকে অস্ব্যকর করে।

৫. রূহের জগতে আল্লাহ তাআলা যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা অস্বীকার করে।

৬. জানাজার নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে।

কাদরিয়্যাদের বিশ্বাস হলো

১মানুষ মূলত নিজ ক্ষমতা দ্বারাই কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এতে আল্লাহ তাআলার হস্তক্ষেপ বলতে কোনো কিছুই নেই।

২. কোনো কাজ আল্লাহ তাআলার নিকট কুফর কিন্তু বান্দার নিকট তা ঈমান বটে, এটার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. বান্দার কর্ম সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলার তাওফীক হয়।

৪. এরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে।

৫. রূহের জগতে আল্লাহ তাআলা যে বান্দাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তা অস্বীকার করে।

৬. জানাযার নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে।

. জাহমিয়্যাদের ধারণামতে ঈমান

জাহমিয়্যাহ (الجهمية) সম্প্রদায়ের কয়েকটি প্রধান আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলো হলো—

১ আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকার

২ তারা মনে করত, আল্লাহকে এমন কোনো গুণে বর্ণনা করা যাবে না যা মাখলুকের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

৩ এজন্য তারা আল্লাহর অনেক সিফাত অস্বীকার করত।

৪কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) তারা বিশ্বাস করত যে আল্লাহর কালাম তথা কুরআন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা চিরন্তন নয়।

৫ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার (জবরিয়া মতবাদ) তাদের মতে মানুষ নিজের কর্মে বাধ্য (মাজবুর); মানুষের প্রকৃত কোনো ইখতিয়ার নেই।

৬। জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয় তাদের বিশ্বাস ছিল, এক সময় জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭। ঈমান শুধু অন্তরের পরিচয় (মা'রিফাহ) মুখে কুফরি প্রকাশ করলেও যদি অন্তরে পরিচয় থাকে তবে সে মুমিনই থাকবে—এমন মত তারা পোষণ করত।

৮। ঈমান বৃদ্ধি-হ্রাস পায় না তাদের মতে নবীদের ঈমান ও সাধারণ মুমিনদের ঈমানের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই।

৯। আখিরাতে আল্লাহর দীদার অস্বীকার তারা বিশ্বাস করত যে জান্নাতবাসীরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না।

১০। মালাকুল মাওত, কবরের প্রশ্নোত্তর ও কিছু গায়েবি বিষয় অস্বীকার
১১। তারা মালাকুল মাওতের মাধ্যমে রূহ কবজ হওয়া, কবরের মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন, হাউযে কাউসার ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করত।

মুরজিআদের ভ্রান্ত আকিদা

১. তারা বলে হযরত আদম আ. কে আল্লাহ স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।
২. আরশে আজীম আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত স্থান।
৩. শুধু ঈমানই নাজাত তথা মুক্তির জন্য যথেষ্ট। অতএব, আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও বন্দেগির মধ্যে কোনো ফায়েদা নেই এবং নাফরমানির মধ্যে কোনো অপকার নেই।
৪. নারীরা হলো ফুল বাগিচার ফুলের ন্যায়। যেই চাইবে তাদেরকে ভোগ করবে। এতে কোনো প্রকার বিবাহের প্রয়োজন নেই।

প্রাচীন এতেকাতী ফিরকা

কাররামিয়্যাহদের প্রধান আকীদা

১. মুনকার-নাকীর ও কিরামান-কাতিবীনকে অভিন্ন মনে করা
তারা কবরের প্রশ্নকারী ফেরেশতা ও আমল লেখক ফেরেশতাদের একই বলে মনে করত।
২. আল্লাহকে শরীরসম্পন্ন (তাজসীম) মনে করা
তাদের মতে আল্লাহ এমন এক সত্তা যাঁর সীমা, দিক ও অবস্থান আছে।
এ কারণে তাদেরকে অনেক আলেম "মুশাব্বিহা" (আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যদানকারী) দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
৩. আল্লাহর ভার বা ওজন আছে বলে বিশ্বাস
কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলত আসমান আল্লাহর ভারে ফেটে যাবে।
৪. আরশকে আল্লাহর অবস্থানের স্থান মনে করা
"الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা আরশের সাথে আল্লাহর শারীরিক সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করত।
৫. আল্লাহকে পরিবর্তনশীল গুণাবলীর আধার মনে করা
ইচ্ছা, বাকশক্তি, দর্শন ইত্যাদিকে তারা "হাদিস" (নতুনভাবে সংঘটিত) বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করত।
৬. প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ মতবাদ
তারা মনে করত আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি এমন সচেতন সত্তা হওয়া উচিত যা আদেশ-নিষেধ বুঝতে সক্ষম।
ফলে "প্রথম সৃষ্টি কলম" সংক্রান্ত হাদীসের সাথে তাদের মতবাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।
৭. শিশু মৃত্যুর বিষয়ে বিতর্কিত ধারণা
তাদের মতে, যে শিশু বড় হলে ঈমান আনত—আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটাবেন না।
এই মতের কারণে বহু জটিল ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।
৮. নবীদের ইসমত (নিষ্পাপতা) সম্পর্কে মত
তারা মনে করত নবীগণ শুধু বড় পাপ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ থেকে সংরক্ষিত।
ছোট পাপ থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত নন।

৯. ঈমান শুধু মুখের স্বীকৃতি
অন্তরের বিশ্বাস বা আমলকে তারা ঈমানের অংশ মনে করত না।
মুখে শাহাদাত উচ্চারণ করলেই ঈমান স্থায়ী হয়ে যায়—এমন ধারণা পোষণ করত।
১০. খলীফা নির্বাচন
তাদের মতে রাষ্ট্রপ্রধান কেবল উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই নিযুক্ত হতে পারে।

মু'তাযিলা

১ আল্লাহর সিফাত বা গুনাবলী অস্বীকার
২ সিফাত অস্বঈকার করায় কুরআন মাখলুক মতবাদ
৩মুযিজা অবিশ্বাস
৪ কেরামত অবিশ্বাস
৫তাহসীন এবং তাকবীহে আকলী এর দর্শন
৬ সালাহ ও ইস্লাহ নামক দর্শন

আধুনিক এ'তেকাদী ফেরকা

বাহাই
বাহায়ী এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা হোসেন আলী ইবনে আব্বাস। পরে তিনি বাহাউল্লাহ (আল্লাহ্ ঐশী জ্যোতি) উপাধী গ্রহণ করেন। এই উপাধীতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তার নামের দিকে সম্পৃক্ত করেই তার মতবাদ সম্বলিত ধর্ম বাহায়ী ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাহাই ধর্মের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস :

১. বাহাইদের ধর্মমতে নবুওয়াত শেষ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র শক্তি শেষ হয়নি। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রয়োজনে ঈশ্বর অবতারগণের রূপ ধারণ করতে পারে। তারা যা বলে তা হল : “মুস্তাকিল খোদায়ী জুহুর"। ৪ ।৪ শুধু তাই নয়; বরং তাদের বিশ্বাস হল

অবতার- গণ নিজেকে আল্লাহ হিসেবেও দাবী করতে পারেন। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন:"যদি সর্ব গুণান্বিত আল্লাহর প্রকাশকগণের কেহ বলেন, আমি প্রভু, তিনি নিশ্চয় সতা বলিবেন। উহাতে কোন সন্দেহ থাকিবে না। "১ অন্যত্র বাহাউল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন, এই মুহুর্তে কয়েদ বানা থেকে যে কথা বলছে সেই সব কিছুর স্রষ্টা।২ অন্যত্র আরো বলেছেন, এই কয়েদখানায় যে আছে সেই আমি ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোন খোদা নেই। ৩ বাহাউল্লাহর এসব বক্তব্য হতে এটাই স্পষ্ট যে, তার দাবী হল তিনি মানব রূপী স্বয়ং খোদা, তার লেখনী ও বাণী ঐশী বাণী তুল্য। সারকথা বাহাইদের মতে নির্ধা হোসেন আলী (বাহাউল্লাহ) হলেন আল্লাহ তা'আলার প্রতিভূ ও নবী।

২. মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব হলেন ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা মসীহ। ৫

৩. বাহাইদের ধর্মগ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আকদাস বা কিতাবে ঈক্কান।

৪. এ ধর্মে নির্দিষ্ট কোন কালিমা নেই, কেবল বাহাউল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই দে বাহাই হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. পৃথিবীর সব ধর্ম বা মতবাদই আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম বা দ্বীন।

৬. শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এরাও ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা নবী। বাহাইদের ধারণামতে নবীর। সংখ্যা ৯ জন। যথা: ১. ইব্রাহীম, ২. কৃষ্ণ, ৩. মুসা, ৪. যরথুষ্ট্র, ৫. বুদ্ধ, ৬. যীশু, ৭. মুহাম্মাদ (সাঃ), ৮. মির্জা আলী মুহাম্মাদ বাব ও ৯. বাহাউল্লাহ।৭

৭. এ ধর্ম মতে, রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর এক হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের বিচি- বিধান। রহিত হয়ে গেছে। বাহাউল্লাহ রাসূল হিসেবে দাবী করার পর এ ঘোষণা করেন যে, "ইসলামী শরীআত এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণ রূপে বাতিল হয়ে গেছে।

৮. এ ধর্ম মতে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়নি; বরং পৃথিবীতে আরও নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে। বাহাইগণ মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই সর্বশেষ নবী নন। তাঁরপর বিশ্ব মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূলের আগমন ঘটবে। এ মর্মে বাহাউল্লাহর ঘোষণা হল: "পৃথিবী যতদিন থাকিবে তাহাদের (নবীদের) আগমনও ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। মূসা ও যীশুর উত্তরাধীকারী রূপে আল্লাহ তাঁহার বার্তা বাহকদের পাঠাইয়াছেন, আরক্রমাগত পাঠাইতে থাকিবেন শেষ পর্যন্ত; যাহার কোন শেষ নাই

৯. পরকালে জান্নাত জাহান্নাম বলে কিছুই নেই; বরং কুরআনে বর্ণিত জান্নাত-জাহান্নাম দ্বারা রূহের বিভিন্ন অবস্থা বুঝানো হয়েছে। বাহাইদের মতে "জান্নাত হচ্ছে এক পরিপূর্ণ

অবস্থা বা আল্লাহর ইচ্ছা এবং সৃষ্টির সাথে ঐক্য। এবং দোযখ হচ্ছে বেহেশতের উক্ত ধারণার বিপরীত অবস্থা। অন্য কথায় আধ্যাত্মিক জীবনই হচ্ছে বেহেশত, আর দোযখ হচ্ছে এই জীবনের মৃত্যু।২

১০. বাইতুল্লাহর যিয়ারতকে এ ধর্মে রহিত করা হয়েছে। বাইতুল্লাহর পরিবর্তে ইসরাঈলে আকা হল তাদের তীর্থ স্থান। এখানকার কার্মেল পর্বতের সানুদেশে রয়েছে বাহাই ধর্মের তিন প্রধান দিক পালের সমাধি। "ইউনিভার্সেল হাউজ অব জাস্টিস" তীর্থ মন্দিরের উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা পূণ্যের কাজ। বাহাই ধর্মমতে বছরে ৯ দিন ইসরাঈলের এই তীর্থক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাওয়া বাহাইদের জন্য ফরয।

১১. এ ধর্মে জিহাদ নিষিদ্ধ।

১২. বিজ্ঞান এবং ধর্ম একই অভিন্ন সত্তার দুই দিক। তাই বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। মূলতঃ তারা সব ধর্মের মধ্যেই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, যাতে তাদের ধর্ম সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। "বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা" নামক প্রচার পত্রেও এ দিকে ইংগিত রয়েছে। এজন্য তারা বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যেমন একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বাদশাহ আকবার।

বাহাই সম্প্রদায় ইসলামিক কোনো বাতিল ফেরকা নয় বরং একটি একটি কাফের সম্প্রদায়।

বরতম্না শিয়া ১) ইমামতের ধারণা

শিয়া আকীদা অনুযায়ী:

নবী ﷺ-এর পর নেতৃত্ব আল্লাহ নির্ধারিত বিশেষ ইমামদের হাতে ছিল

এই ইমামরা (১২ জন ইমাম) মাসূম বা ভুলত্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়

সুন্নি আকীদা অনুযায়ী:

নেতৃত্ব (খিলাফত) হলো উম্মাহর ইজতিহাদ ও পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত

কোনো ইমাম বা নেতা নবীদের মতো মাসূম নন

২) সাহাবাদের অবস্থান

শিয়া মতের কিছু ধারায়:

কিছু সাহাবার প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় (বিশেষ করে প্রথম তিন খলিফা সম্পর্কে)

সুন্নি আকীদায়:

সকল সাহাবাকে সম্মান করা ঈমানের অংশ

সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ হলেও তাদের প্রতি কটু মন্তব্য নিষিদ্ধ

৩) আহলে বাইত বনাম সাহাবা কেন্দ্রিকতা

শিয়া আকীদায়:

আহলে বাইত (নবী ﷺ-এর পরিবার) ধর্মীয় নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে

সুন্নি আকীদায়:

আহলে বাইতকে অত্যন্ত সম্মান করা হয়, তবে ধর্মীয় উৎস হিসেবে সাহাবা, কুরআন ও সুন্নাহ একসাথে গ্রহণ করা হয়

৪) হাদিস গ্রহণের উৎস

শিয়া:

তাদের নিজস্ব হাদিস সংকলন আছে (যেমন আল-কাফি)

ইমামদের বর্ণনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়

সুন্নি:

সহিহ বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাব প্রধান উৎস

সাহাবাদের বর্ণনা মূল ভিত্তি

৫) তাকিয়া (ধর্মীয় গোপনীয়তা)

শিয়া মতের কিছু অংশে:

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিশ্বাস গোপন করার অনুমতি আছে (তাকিয়া)

সুন্নি দৃষ্টিতে:

সাধারণভাবে দ্বীনের সত্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক, বিশেষ অবস্থায় সীমিত ছাড় ছাড়া

৬) ইমাম মাহদির ধারণা

উভয় মতেই মাহদি (আঃ) বিশ্বাস আছে, তবে:

শিয়া বিশ্বাস: তিনি নির্দিষ্ট **১২**তম ইমাম, যিনি গায়েব হয়ে আছেন

সুন্নি বিশ্বাস: তিনি ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন একজন নেককার নেতা হিসেবে

গুরুত্বপূর্ণ কথা

এই পার্থক্যগুলো ইসলামী ইতিহাসের মতভেদ, কিন্তু একে অন্যকে “মুসলিম নয়” বলা বা ঘৃণা করা ইসলামী আদর্শ নয়। কুরআনে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার নির্দেশ আছে।

আপনি চাইলে আমি আরও বিস্তারিতভাবে বলতে পারি:

�শিয়াদের প্রধান শাখাগুলো (ইসনা আশারী, ইসমাইলি, জাইদি)

বা �সুন্নি-শিয়া পার্থক্য টেবিল আকারে

বা �দলিলসহ ব্যাখ্যা (কুরআন-হাদিস ভিত্তিক)

কাদিয়ানী

কাদিয়ানী মতবাদ “কাদিয়ানী মতবাদ” বলতে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বোঝানো হয়েছে। আর "কাদীয়ানী ফিরকা” বা “কাদিয়ানী সম্প্রদায়” বলতে তার অনুসারীদেরকেই বোঝানো হয়। তবে তারা নিজেদেরকে "কাদিয়ানী ফিরকা" বা "কাদিয়ানী সম্প্রদায়” নয় বরং "আহমদিয়া মুসলিম জামাত" বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'আহমদী জামাত', 'মির্জায়ী', 'কাদিয়ানী' ইত্যাদি নামেও তারা পরিচিত। উক্ত মির্জা গোলাম আহমদ পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদীয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বিধায় তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে সংক্ষেপে "কাদিয়ানী” বলে পরিচয় দেয়া হয়

মির্জা গোলাম আহমদের দাবীসমূহ : তার দাবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ টি। এসব দাবীর অনেকটা পরস্পর বিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন তার কয়েকটি দাবীর কথা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ ১. মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী। ৪ ২. ইমাম হওয়ার দাবী। ৫ ৩. খলীফা হওয়ার দাবী। ৬ ৪. ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবী। ৭ ৫. ঈসা ইবনে মারইয়াম হওয়ার দাবী।৮ ৬. ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতার হওয়ার দাবী।৭. মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) হওয়ার দাবী। তিনি বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা মসীহের আসমান হতে অবতরণ করার যে কথা হাদীছে উল্লেখ আছে, তা আমি। ১ ৮. যিল্লী নবী বা বুরূজী নবী অর্থাৎ, ছায়া নবী হওয়ার দাবী। ২ ৯. উম্মতী নবী

হওয়ার দাবী। ১০. এলহামী নবী হওয়ার দাবী। ৪ ১১. নবী হওয়ার দাবী। ১২. রাসূল হওয়ার দাবী। ৬ ১৩. তার নিকট ওহী আসার দাবী। ৭ ১৪. তার উপর ২০ পারার মত কুরআন নাযিল হওয়ার দাবী। ১৫. ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। তিনি নিজেকে ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে শ্রষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য হযরহ ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে জঘন্য ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন حقيقة الوحى مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی ، صفحہ ۱۷٤ - احمد به انجمن اشاعت 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ ৩০৭ তিনি বলেছেন: ঈসা মাসীহের তিন দাদী ও তিন নানী (বেশ্যা) ছিল নাউযুবিল্লাহ)।১ অন্যত্র বলেছেনঃ ঈসা মসীহের মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল।২ ১৬. সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবী। ১৭. তিনি আদম, শীষ, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়া'কূব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, ঈসা প্রমুখ বিভিন্ন নবী হওয়ার দাবী করেছেন। ৪ ১৮. কোন কোন নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। ১৯. সমস্ত নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। ৬ ২০. আহমদ হওয়ার দাবী। ২১. মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী। ২২. মুহাম্মাদ বরং মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।

২৩. তিনি জগতবাসীর জন্য আল্লাহ্র রহমত স্বরূপ।১ ২৪. তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান যনীন কিছুই সৃষ্টি করা হত না।২ ২৫. আল্লাহ্ প্রকাশ হওয়ার দাবী। ৩ ২৬. তিনি আল্লাহ্ পুত্রবৎ। ৪ ২৭. শ্রী কৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবী। ৫ ২৮. শ্রী কৃষ্ণ হওয়ার দাবী। ৬ ২৯. যুলকারনাইন হওয়ার দাবী। ৭ এছাড়াও তার দাবীর শেষ ছিল না। এক পর্যায়ে তিনি তার মধ্যে খোদার অবতারিত হওয়ার কথা এবং অন্যত্র (স্বপ্নযোগে) খোদা হওয়ারও দাবী করেছেন

কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস: গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বোল্লেখিত দাবীসমূহ থেকে কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বোল্লেখিত বর্ণনা থেকে তাদের যে আকীদা-বিশ্বাস ফুটে ওঠে সংক্ষেপে তা হলঃ * ইমাম মাহদী সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল। * হযরত ঈসা মাসীহ সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল। * খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল, রাসূল (সাঃ)-এর পরেও আরও নবী হতে পারে। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী, তার নিকট ওহী আসত, তার উপর ২০ পারার মত কুর- আন নাযিল হয়েছিল। * খোদার পুত্র হতে পারে। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রকাশ (৮) ছিলেন। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

আল্লাহ-এর প্রকাশ)صور(ছিলেন। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন মুহাম্মাদ এবং আহমদ। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অনেক নবী বরং সমস্ত নবী রাসূল থেকে এমনকি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন খোদার অবতার বা খোদা। * গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন কৃষ্ণের অবতার। এ ছাড়াও তাদের যে সব আকীদা-বিশ্বাস ছিল তার কিছুটা নিম্নরূপ: * মির্জা সাহেব ছিলেন ইব্রাহীম।১ * পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস।২ * কাদিয়ানীগণ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নবী মনে করেন: রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরদশত, কনফুসিয়াস ও বাবা নানক। ৩* মির্জা গোলাম আহমদ খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, শেষ নবী। তার পরে আর কোন নবী আসবেন না।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের সম্বন্ধে উম্মতে মুসলিমার সর্বসম্মত অভিমত: মুসলমানদের দ্ব্যর্থহীন আকীদা হল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। 'শরীআত বিশিষ্ট নবী' বা 'শরী'আত বিহীন নবী' বা 'ছায়া নবী' 'যিল্লী নবী' 'বুরূযী নবী' বা 'উম্মতী নবী' কোন প্রকার নবীই আর আসবেন না। উম্মতের কেউ নবী-র এ সব প্রকার করেননি। অতএব যে বা যারাই যে প্রকারের নবুওয়াত দাবী করবে এবং যে বা যারাই তার নবুওয়াতকে মেনে নিবে, তারা ভণ্ড, প্রতারক, মিত্যাবাদী, ইসলাম থেকে খারিজ, মুরতাদ, কাফের। হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, তিনি শেষ নবী, তাঁরপর আর কোন নবী আসবেন না। এই আকীদা-বিশ্বাসকে বলা হয় খতমে নবুওয়াত-এর আকীদা-বিশ্বাস। খতমে নবুওয়াতের এই আকীদা কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস (যুক্তি) তথা শরী'আতের সব রকম দলীল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। "খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ" শিরোনামে পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী-রাসূল হওয়ার দাবী করে এই অকাট্য আকীদা-বিশ্বাসকে অমান্য করায় নিঃসন্দেহে কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। এ ছাড়াও মাসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী, শরী'আতের বিভিন্ন বিধান রহিত করার দাবী, সর্বোপরি খোদা হওয়ার দাবী প্রভৃতি দ্বারাও তিনি নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে গেছেন। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র উম্মতে মুসলিমা সর্বসম্মত ভাবে তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

বাদশাহ আকবর এবং দ্বীনে ইলাহীর আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি:

আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহীতে ইসলামের ঈমান-আকীদা ও আমলে সর্বত্র চরম বিকৃতি সাধন করা হয়েছিল। এ ধর্মে উদারতা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যের মাধ্যমে ক্রোধ দমন, দুনিয়া বিমুখিতা, নম্রতা, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি ইসলামের কিছু নৈতিক বিধি-বিধান রাখা হয়েছিল, তবে ইসলামের বহু মৌলিক বিধি-বিধান চরম ভাবে বর্জন করা হয়েছিল। ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে যে সব বিকৃতি সাধন ও নতুন বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল:

১. এ ধর্মের কালেমা ছিল لا اله الا الله أكبر خليفة الله)লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার খলীফাতুল্লাহ)। এখানে রাসূল (সাঃ)-এর নাম কালেমা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল। যদিও আকবর স্পষ্টতঃ নবী হওয়ার দাবী করেননি, তবে রাসুল (সাঃ)-এর নাম কালেমা থেকে বাদ দেয়া এবং একজন শরীআত প্রবর্তকের ন্যায় নতুন ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি কার্যতঃ নবী হওয়ারই দাবী প্রমাণিত করেছেন। সম্ভবতঃ সেদিকে ইংগিত করার জন্যই কালেমার মধ্যে নবীর নামের স্থলে নিজের নাম ও খলীফাতুল্লাহ শব্দ যোগ করেছেন।

২ দ্বীনে ইলাহীতে দীক্ষা গ্রহণের সময় উপরোক্ত কালেমা উচ্চারণ করতঃ বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত ইসলামের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দ্বীনে ইলাহীর প্রত্যয় চতুষ্টয় (অর্থাৎ, ধনত্যাগ, প্রাণত্যাগ, সম্মানত্যাগ ও ধর্মত্যাগ) ঘোষণা করতে হত। ২. আল্লাহর নামের সাথে যে "জাল্লা জালালুহু” কথাটা ব্যবহার করা হয়, তিনি নিজের নামের সাথে তা ব্যবহার করার নিয়ম করে দেন। তার প্রবর্তিত ধর্মে পরস্পর সাক্ষাতকালে ইসলামের প্রচলিত সালাম জওয়াবের বাক্যের পরিবর্তে প্রথম ব্যক্তি "আল্লাহু আকবার" বলে সম্ভাষণ করত। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জওয়াবে বলত "জাল্লা জালালুহু".উল্লেখ্য সালাম ও তার জওয়াবের প্রচলিত রীতি "আসসালামু আলাইকুম" এবং "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বদল করতঃ 'আল্লাহু আকবার জাল্লা জালালুহু' চালু করার পশ্চাতে রহস্য হল সম্রাটের নাম ছিল জালালুদ্দীন আকবর। সালাম ও তার জওয়াবের উপরোক্ত বাক্যটি সেই আঙ্গিকেই প্রবর্তন করা হয়।

৩. বাদশাহ আকবর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি অভক্তি ও অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আহমদ, মুহাম্মাদ, মোস্তফা ইত্যাকার নামের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত

করেছেন। বাদায়ুনী লিখেছেন কোন শাহী কর্মচারীর নাম ইয়ার মুহাম্মাদ বা মুহাম্মাদ খান থাকলে আকবর তাকে অন্য নামে ডাকতেন। এমনকি রাসূল (সাঃ)-এর হিজরতের স্মৃতি বিজড়িত হিজরী সনকে পরিবর্তন করে তিনি সৌরসন চালু করেন এবং শহরের কোতয়ালদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বভুক্ত শহরের সর্বত্র এটা চালু করার নির্দেশ জারী করেন।

৪. আগুনকে পবিত্র মনে করা হত এবং আগুনকে সম্মান করা হত। সম্রাট আবুল ফজলকে শাহী মহলে সর্বদা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।২

৫. সম্রাট আকবর সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে সংস্কৃত ভাষায় সূর্যের এক হাজার নাম জপ করতেন। ৩

৬. আকবর নিজেকে সেজদা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি সকাল বেলা সূর্য পূজা শেষে প্রত্যাবর্তন করলে দর্শনিয়া নামক সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে তাকে সেজদা করত। ৫

৭. আকবর পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস রাখতেন।

আমল ও শরয়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যে সব বিকৃতি সাধন ও নতুন বিধি-বিধান চালু করা হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে: ১. নামাযের ব্যাপারে: আকবর শাহী মহল ও দরবারে নামায আদায় নিষিদ্ধ করেছিল। যার প্রভাবে মসজিদ সমূহ বিরান হওয়ার উপক্রম হয়। ৭ ২. রোযার ব্যাপারে: আবুল ফজল ও তার অনুসারীগণ রমযান মাসকে পিপাসা ও ক্ষুধার মাস বলে আখ্যা দিয়েছিল। সম্রাট আকবর দরবারীদেরকে ভরা দরবারে পানাহার করার হুকুম দিয়েছিলেন। তার নির্দেশ ছিল কারও ক্ষুদা না পেলেও অন্ততঃ মুখে পান এঁটে দরবারে আসবে।৮৩. যাকাতের ব্যাপারে: আকবর এক ফরমান জারী পূর্বক মুসলমানদের থেকে যাকাত উসুল করা বন্ধ করে দেন। ১ ৪. হজ্জ-এর ব্যাপারে: আকবর হজ্জে গমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বদাখুনী লিখেছেন তখন হজ্জে গমনের জন্য আকবরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা মৃত্যু কামনা করার নামান্তর ছিল। ২ দ্বীনে ইলাহীতে ইসলামের শি'আর বা বৈশিষ্ট্য মোচন করার পর্যায়ে যে সব বিধি- বিধান ছিল, তার মধ্যে রয়েছে: * নারীদের পর্দা করা নিষেধ।৩ * ১২ বৎসর বয়সের পূর্বে খতনা করা নিষিদ্ধ। * দাড়ি রাখা নিষেধ। এ ছাড়াও দ্বীনে ইলাহীতে যে সব বিধি-

বিধান ছিল, তার মধ্যে রয়েছে: * একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। * বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। মদ, জুয়া ও সুদ বৈধ। শুকর ও কুকুর নাপাক হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছিল। * রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য বৈধ। ১০ * কবরে মুরদার মাথা পূর্ব দিকে এবং পা পশ্চিম দিকে রাখা। ১১ ইত্যাদি। ১২

জামাতে ইসলামী

আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিঃ

ক. ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

খ. আমল এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

গ. ইসলামী জ্ঞানের উৎস কুরআন, হাদীছ এবং তাফ্সীর ও ফেকাহ শাস্ত্র প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

এখানে শুধু আকীদাগত বিচ্যুতি টুকু আনা হলো।

(ক) ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

ঈমান-আকীদার পর্যায়ে মওদূদী সাহেব বহু বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এ পর্যায়ে নিম্নে ৮ টি প্রসঙ্গ তুলে ধরা হল।

(১) আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর ইসমত প্রসঙ্গঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে নবুওয়াত লাভের পূর্বের তো কথাই নেই, নবুওয়াত লাভের পরও নবীদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও। তিনি বলেনঃ

"এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে কেউ কেউ দ্বিধাবোধ করে থাকেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, নবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তির অভিযোগ তোলা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সংক্রান্ত আকীদার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু যারা এরূপ মতামত পোষণ করেন তারা সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেননি যে, নিষ্পাপ হওয়াটা আসলে নবীদের সত্ত্বাগত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য)لوازم ذات(নয়, বরং আল্লাহ তাদেরকে নবুওয়াত নামক সুমহান পদটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার সুযোগ দানের জন্য একটা হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ আল্লাহর এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাটা যদি ক্ষণিকের জন্যও তাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেমন গুনাহ্ হয়ে থাকে, তেমনি নবীদেরও হতে পারে। এটা একটা বড়ই মজার কথা যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃত প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটা গুনাহ্ ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে। ১তিনি অন্যত্র সূরা হুদের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সব নবী রাসূল সম্পর্কে বলেছেন: "বস্তুতঃ নবীগণ মানুষ হয়ে থাকেন এবং কোন মানুষই মু'মিনের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে সর্বদা অটল থাকতে সক্ষম হতে পারে না। প্রায়শঃই মানবীয় নাজুক মুহুর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষণের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান।১

নবীদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়েছে এ মর্মে মওদূদী সাহেব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "এখানে আদম (আঃ) থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকীকত বুঝে নিতে হবে- যা আদম (আঃ)-এর মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহবরে তলিয়ে গিয়েছিলেন"।

(২) নবীগণ কর্তৃক নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গঃ

কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা বিন্দুমাত্র কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়নি। কুরআনে কারীমে রাসূল (সাঃ) প্রসঙ্গে এসেছেঃ

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته - الآية

অর্থাৎ, হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা পৌছে দাও, অন্যথায় তুমি তাঁর রেসালাত পৌঁছে দিলে না। (সূরা মায়েদাঃ ৬৭)

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে রাসূল (সাঃ) সকলকে সম্বোধন করে তিন বার প্রশ্ন করেছিলেনঃ

الا هل بلغت ؟

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে (দ্বীন) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত সাহাবাগণ উত্তরে বলেছিলেনঃ জি হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এ কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখেছিলেন এই বলে যে,ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد - (بخارى)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

(নাউযু বিল্লাহ!) মওদুদী লিখেছেনঃ

"সে পবিত্র সত্তার নিকট কাতর কণ্ঠে আবেদন করুন, হে মালিক, এ তেইশ বছরের নববী জীবনে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দানকালে স্বীয় দায়িত্ব সমূহ আদায়ের বেলায় যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও।

(৩) আম্বিয়ায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নবী রাসূলের সমালোচনা এমনকি সাহাবীদের সমালোচনা থেকেও বিরত থাকেন। তাদের আকীদা হল নবীগণ নিষ্পাপ, অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

কিন্তু মওদূদী সাহেব শুধু সাহাবী নয় নবীদেরও সমালোচনা করেছেন। এটা এক দিকে মওদূদী সাহেবের নবী রাসূলগণকে নিষ্পাপ ও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে না করার প্রমাণ। সাথে সাথে নবী রাসূলগণের ব্যাপারে তার মনে অভক্তি বিরাজমান থাকার পরিচায়ক। তিনি বিভিন্ন নবীর সমালোচনা করে বলেছেনঃ

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কেঃ

"হযরত দাউদ (আঃ) তার যুগের ইসরাঈলী সমাজের সাধারণ-প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেছিলেন"। ১

অন্যত্র বলেছেন, "হযরত দাউদ (আঃ)-এর এ কাজে কু-প্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। তাঁর শাসন ক্ষমতার সাথে অসংগত-অশোভনীয় ব্যবহারের সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় রাজ্য শাসনকারী কোন শাসকের পক্ষেই শোভনীয় নয়"। ২

হযরত ইউসূফ (আঃ) সম্পর্কেঃ

"এটা কেবল অর্থ মন্ত্রীর গদী লাভের দাবী ছিল না, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন। বরং তা ছিল 'ডিক্টেটরশীপ' লাভের দাবী। এর ফলে ইউসুফ (আঃ) যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনের ছিল যা ইটালীর মুসোলিনীর রয়েছে"। ৩ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কেঃ

"এখানে আদম (আঃ) থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকীকত বুঝে নিতে হবে- যা আদম (আঃ)-এর মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন

(৪) সাহাবায়ে কেরামের আদালত ও সমালোচনা প্রসঙ্গঃ

আদালত বলা হয়অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আবশ্যিকভাবে সমস্ত সাহাবীর জন্য "আদালত" গুণ মেনে নিয়ে তাঁদেরকে পবিত্র সাব্যস্ত করা, তাঁদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের প্রশংসা করাসাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فيحيي احبهم ومن ابغضهم فبيغضى ابغضهم الحديث - (ترمذى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না। যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

কিন্তু হাদীছে সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ হওয়ার এত সব স্পষ্ট দলীল থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা শুধু জায়েযই মনে করেন না বরং জরুরী মনে করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কঠোর নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন এবং তাঁদেরকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সময়কার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে লিখেছেনঃ "অনেক সময় মানবিক দুর্বলতা সাহাবীদেরকেও আচ্ছন্ন করে ফেলত এবং তারা পরস্পরের উপর আঘাত করে কথা বলতেন।"১ তিনি খেলাফত ও মুলুকিয়াত গ্রন্থে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর অভিযোগ উত্থাপণ করেছেন। তিনি হযরত উছমান (রাঃ)-এর পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন। তিনি হযরত মু'আ-বিয়া (রাঃ) সম্পর্কে সাহাবা বিদ্বেষী শী'আ ঐতিহাসিকদের মত খুঁজে খুঁজে বের করে কিংবা ঐতিহাসিকদের ইবারত কাঁট ছাঁট করে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে তুলে ধরেছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) তার লিখিত "ভুল সংশোধন" গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি কিভাবে ঐতিহাসিকদের ইবারত কাঁট ছাঁট করেছেন এবং কোন কোন সাহাবা বিদ্বেষী শী'আ ঐতিহাসিকদের মত তিনি উদ্ধৃত করেছেন

সাহাবীদের সমালোচনাকারীগণ অভিশপ্ত। যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও দোষ-চর্চা করবে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষেরও অভিশাপ। তাদের ফরয নফল কোন প্রকার ইবাদতই আল্লাহ পাক গ্রহণ করবেন না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم - (ترمذى)

অর্থাৎ, তোমরা যখন এমন লোকদের দেখ যারা আমার সাহাবীদের সমালোচনা করে তখন বল, তোমাদের মাঝে যে নিকৃষ্ট তার উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ।

আর এটা সুস্পষ্ট যে, সাহাবী ও সমালোচনাকারীর মাঝে সমালোচনাকারীই নিকৃষ্ট। অতএব সেই সমালোচনা কারীর প্রতিই লা'নত।

হুজুর (সাঃ) আরও বলেছেনঃ

ان الله اختارنى و اختار اصحابى فجعلهم اصحابى و اصهارى وجعلهم انصارى وانه يجئ في اخر الزمان قوم ينتقصونهم ويسبونهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحو اليهم الا فلا تصلوا معهم فان ادركتموهم فلا تدعوا لهم فان عليهم لعنة الله - ركنز

العمال و دار قطنى)

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাকে নবী মনোনীত করেছেন। আমার সহায়ক এবং আত্মীয় হিসেবে সাহাবাদেরও আল্লাহপাক মনোনীত করেছেন। আমার পর একটি ফিরকা আবির্ভূত হবে যারা আমার সাহাবীদের মন্দ বলবে, দোষ চর্চা করবে, সমালোচনা করবে। এদের সাথে তোমরা উঠা-বসা করবে না, পানাহার করবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না

(৫) সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল সাহাবায়ে কেরাম হক ও সত্যের মাপকাঠি। কুরআন হাদীছে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে ঈমানের মাপকাঠি বলা হয়েছেতাঁদের আমল ও মাসলাককে আমল ও মাসলাকের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

استوا كما امن الناس -

অর্থাৎ, এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে, তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আন। (সূরাঃ ২-বাকারা: ১৩) আরও ইরশাদ হয়েছে:

فان امنوا بمثل ما آسنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق -

অর্থাৎ, তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তারা যদি অনুরূপ ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হল। আর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবেতো তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরাঃ ২-বাকারা: ১৩৭)

এ দুই আয়াতে ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم

-অর্থাৎ, যে তার নিকট হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং এই মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে

এ আয়াতে আমল ও মাসলাকের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। মওদূদী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র-এর মৌলিক আক্বীদার দ্বিতীয়াংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ব্যাখ্যায় ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

'রাসূলে খোদা (অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ছাড়া কাউকে হকের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না।' কারও যিহনী গোলামীতে লিপ্ত হবে না'।

(৬) হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত কয়েকটি আকীদা প্রসঙ্গ:

মওদূদী সাহেবের আকীদাগত বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল - তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ) কে স্বশরীরে আকাশে তুলে নেয়া, তাঁর মৃত্যুবরণ না করা এবং শেষ যুগে তাঁর পুনরায় দুনিয়াতে অবতরণের আকীদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি সূরা নেসার ১৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

"এখানে কুরআনে কারীমের মূল ভাবধারা অনুযায়ী যে কথাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা একমাত্র এটাই যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এ কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একথা বলা থেকেও বিরত থাকা। "১

মওদূদী সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) কে স্বশরীরে আকাশে তুলে নেয়ার এবং তাঁর মৃত্যুবরণ না করা ও শেষ যুগে তাঁর অবতরণ সম্পর্কিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তুলেছেন। অথচ এ বিষয়টি কুর-আন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) লিখেছেনঃ এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তিনি উপরোক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, সেটা তার 'মনগড়া ব্যাখ্যা যা জমহুরে উম্মতের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। তাফসীরের ক্ষেত্রে তার মনগড়া ব্যাখ্যার এটা একটা স্পষ্ট প্রমাণ।

(৭) ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের অভিমত:

মওদূদী সাহেব ইমাম মাহদী সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে যেয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমাম মেহেদীর আগমনের ওপর বিশ্বাস রাখেন তারা যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তাদের বিভ্রান্তি এর প্রতি অবিশ্বাসী নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী মুজাদ্দিদের থেকে কোন অংশে কম নয়। তারা মনে করেন, ইমাম মেহেদী পুরাতন যুগের কোনো সুফী ধরনের লোক হবেন। তসবীহ হাতে নিয়ে অকস্মাৎ কোনো মাদ্রাসা বা খানকাহ থেকে বের হবেন। বাইরে এসেই 'আনাল

মেহেদী'-আমিই মেহেদী বলে চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেবেন। উলামা ও শায়খগণ কিতাব-পত্র বগলে দাবিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যাবেন এবং লিখিত চিহ্নসমূহের সঙ্গে তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি মিলিয়ে দেখে তাকে চিনে ফেলবেন। অতপর 'বাইআত' শুরু হবে এবং জিহাদের এলান করা হবে। সাধনাসিদ্ধ দরবেশ এবং পুরাতন ধরনের গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। নেহায়েত শর্ত পূরণ করার জন্যে নামমাত্র তলোয়ার ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে, নয়তো আসলে বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। দোয়া দুরূদ যিকির তসবিহর জোরে যুদ্ধ জয় হবে। যে কাফেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সে-ই

تفہیم القرآن ، ج ۱، سورہ نساء، مکتبہ تعمیر انسانیت ، لاہور، ایڈیشن ۱۹۵۷ ۵۰۰۰

صفحہ / ۴۲۱ -

1 أكفار المتحدين ..

তড়পাতে তড়পাতে বেহুশ হয়ে যাবে এবং নিছক বদদোয়ার প্রভাবে ট্যাংক ও জংগী বিমানসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেছেন "আমার মতে আগমনকারী ব্যক্তি তার নিজের যুগের একজন আধুনিক ধরনের নেতা হবেন। "১

মওদূদী সাহেব এখানে পীর আউলিয়া বা ফকীর দরবেশদের ভাবমূর্তি এবং ইসলামী লেবাস-পোষাক, বুযুর্গদের কারামত, বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপের ভাষায় এবং হাস্যকর ভংগিতে বিবরণ দিয়েছেন। এবং যা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তা হাদীছের ভাষ্য সমূহের পরিপন্থী। যেমন তিনি তার উপরোক্ত, বর্ণনায় বুঝাতে চেয়েছেন যে,

১. ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বেশভূষা সূফী ও মৌলভীদের আকৃতির মত হবে না। অথচ দারিমীর রেওয়ায়েতে এসেছে:

عن حذيفة قال حذيفة فقام عمران بن حصين فقال يا رسول الله كيف بنا حتى نعرفه قال هو رجل من ولدى كانه من رجال بنى اسرائيل عليه عبائتان قطوانيتان وفي رواية خاشع له خشوع النسر بجناحيه عليه عبائتان قطوانيتان -

অর্থাৎ, হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কোন্ আলামতের ভিত্তিতে ইমাম মাহদী (আঃ) কে চিনতে পারবো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ

"সে হবে আমার সন্তানদের থেকে একজন। তার গায়ে দু'টি কোতওয়ানী আবা থাকবে। কেমন যেন সে বনী ইসরাঈলের একজন মানুষ।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে-সে হবে আল্লাহ ভীরু ও তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি। আবূ নুআইমের মারফু' রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي أمامة مرفوعا المهدى من ولدى ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب درى في خده الايمن قال اسود عليه عبائتان قطوانيتان رفته مودوديت للشيخ زكريا - الا شاعة وفتاوى حديثيه)

অর্থাৎ, আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "মাহদী আমার সন্তানদের থেকে হবে। তাঁর আত্মপ্রকাশ হবে ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে। তাঁর মুখাবয়ব তারকাসাদৃশ্য উজ্জল, যার ডান গালে থাকবে কালো দাগ, গায়ে থাকবে দু'টো কুওয়ানী আবা।"

হযরত আবূ নুআইম থেকে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

- يخرج المهدى وعلى راسه عمامة অর্থাৎ, "ইমাম মাহদী মাথায় পাগড়ী পেঁচানো অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবেন।"

٥٠ ٣٢كى واحياء دين ص ١ ,

২. মওদূদী সাহেব স্পষ্টতঃই বলেছেন "তাঁর কাজের কোনো অংশে কেরামতি, অস্বাভাবিকতা, কাশফ, ইলহাম, চিল্লা, ও মুজাহাদা-মুরাকাবার কোনো স্থানই আমি দেখি না। এভাবে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্ধারিত কোন চিহ্ন থাকবে না যে, তার ভিত্তিতে তাঁকে খুঁজে বের করা হবে। অথচ বহু সংখ্যক রেওয়ায়েতে তাঁর শারীরিক আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এসব বর্ণনায় তাঁর আকৃতি, অবয়ব ও চর্ম, ললাট ও নাসিকা প্রভৃতির উল্লেখ কি নিরর্থকই (?)

৩. মওদূদী সাহেব আরও বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম মাহদীর হাতে বাইআত গ্রহণ ধরনের কিছু হবে না। অথচ আবূ দাউদ শরীফের হাদীছে এসেছে:

فيبا يعونه بين الركن والمقام -

অর্থাৎ, "তারা (উলামা সম্প্রদায় তাঁর চিহ্নসমূহের মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পেরে) তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে।

তাহলে কেন মওদূদী সাহেব বাই'আত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন?

৪. মওদূদী সাহেব বিভিন্ন দিক থেকে অলী-আউলিয়াদের ইমাম মাহদীর নিকট আগমনকে

অস্বীকার করেছেন। অথচ উপরোক্ত হাদীছেই বলা হয়েছে:

اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق

-অর্থাৎ, শামের আব্দাল ও ইরাকের আসায়েব এসে তাঁর নিকট হাজির হবেন।

এই "আব্দাল ও আসায়েবের" ব্যাখ্যায় "আন-নিহায়া" গ্রন্থে বলা হয়েছে তারা হবেন দরবেশ তথা পূর্বসূরীদের অনুসৃত আদর্শের অধিকারী শ্রেণী।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ

يتخرج الابدال من الشام واشباههم ويخرج اليه النجباء من مصر وعصائب اهل المشرق واشباههم حتى ياتوا مكة فيبا يع له بين الركن والمقام

-অর্থাৎ, শামের আব্দাল প্রমুখ এবং মিসর থেকে নুজাবা ও প্রাচ্যের আসায়েব প্রমুখ তার সন্ধানে বের হয়ে মক্কা পৌঁছবেন। অতঃপর রুক্ত ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যে তাঁর হাতে বাই'আত হবেন।

৫. মওদূদী সাহেব আরও বুঝাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ ছাড়া ইমাম মাহদীর কারামত, দুআ, কোন তাস্বীহ ইত্যাদি ধরনের অন্য কিছুর মাধ্যমে কিছু ঘটার ধারণা ভুল। অথচ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র নারায়ে তাকরীরের ধ্বনীর দ্বারাই শহর জয় হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। ইরশাদ হয়েছে:

فاذا جاء وها وما نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله أكبر فيسقط احد جانبها ثم يقولون الثانية لا اله الا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثلثة لا اله الا الله والله أكبر فيفرج بهم فيدخلونها -

অর্থাৎ, যখন তারা (কনস্ট্যান্টিনোপল) শহরে গমন করবে তখন তাদের বধ করতে না প্রয়োজন হবে হাতিয়ার বা অস্ত্রের, না প্রয়োজন হবে তীর নিক্ষেপের; বরং তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেই শহরের এক প্রান্তের পতন হবে। আবার যখন দ্বিতীয়বার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তখন দ্বিতীয় প্রান্তেরও পতন ঘটবে। যখন তৃতীয়বার বলবে, তখন তাদের জন্য রাস্তা খুলে যাবে এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করবে।

ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে হাদীছের এসব স্পষ্ট বিবরণ থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব এসব বিষয়কে বিদ্রূপাত্মক ও ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটা দ্বীনের ব্যাপারে এবং হাদীছ সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের বে-খবর ও বে-পরোয়া থাকার প্রমাণ বহন করে। অথচ এটাকেই নাম দেয়া হয়েছে পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও স্পষ্টবাদিতা বলে।

(৮) কুরআন ও ইসলাম সর্বযুগে সংরক্ষিত কি না এ প্রসঙ্গ:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে ইসলাম সর্ব যুগের সকল মানুষের জন্য ধর্ম এবং ইসলামের কিতাব কুরআন সর্ব যুগের জন্য ধর্মীয় কিতাব। সে মতে কিয়ামত পর্যন্ত এই ধর্ম এবং এই কিতাব হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজেই নিয়ে নিয়েছেন এবং সর্বযুগে, ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝার ও পেশ করার মত যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরি করার ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন মুহূর্ত আসেনি যখন ইসলাম তথা কুরআন-হাদীছ সঠিকভাবে বুঝা ও পেশ করার মত ব্যক্তিত্ব ছিল না। বরং কুরআন-হাদীছের সঠিক জ্ঞান সমৃদ্ধ একটি জামা'আত এবং হকপন্থী একটি দল সর্বদাই বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। (সূরাঃ ১৫-হিজরঃ ৯)

এটা সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআন শব্দ ও অর্থ সমন্বিত একটি ঐশ্বী কিতাব, শুধু শব্দের নাম কুরআন নয়। সুতরাং সর্বযুগে কুরআনে কারীমের সংরক্ষিত থাকার অর্থ হল তার শব্দ ও অর্থ উভয়ই সংরক্ষিত থাকা। আর এটা উপরোক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত।

হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين - (مشكوة عن البيهقي)

অর্থাৎ, পূর্বরীদের কাছ থেকে প্রত্যেক পরবর্তী একটি নির্ভরযোগ্য জামা'আত এ ইলম ধারণ করতে থাকবে। তারা চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলের অপমিশ্রণ ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে দ্বীনকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। অন্য হাদীছে হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

لا يزال من امتى امة قائمة بأمر الله الحديث (البخاري)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের এক জামা'আত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হকের উপর অটল থাকবে। (বোখারী শরীফ)

মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গীঃ

মওদূদী সাহেব "কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ" গ্রন্থে বলেছেন, "কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এর এক পৃষ্ঠা পর তিনি লিখেছেনঃ "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। "১

পর্যালোচনাঃ

কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষার অর্থ যদি বিকৃত হয়ে যেয়ে থাকবে এবং তার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশেরও বেশী বরং মূল স্পিরিটই উধাও হয়ে গিয়ে থাকবে এবং মওদূদী সাহেব তা উদ্ধার করে থাকবেন, তাহলে বলতে হবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম শতাব্দীর পর থেকে মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ তের'শ বৎসর কাল যাবত কুর-আন তার অর্থসহ সংরক্ষিত ছিল না। কুরআনের শাশ্বতের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কি হতে পারে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

অর্থাৎ, আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার (শব্দ ও অর্থ উভয়টার) সংরক্ষক। (সূরা: ১৪-ইব্রাহীমঃ ৯)

মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরশ' বৎসর কাল যাবত কুরআনের তিন চতুর্থাংশের বেশী যদি কেউ বুঝে না থাকবেন অথচ আক্বাইদ, ফেকাহ ও হাদীছের কিতাবাদী সংকলনসহ ইসলামী দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কিতাবাদী প্রায় সবই এ যুগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে এসব কিতাবাদী ও তার লেখকগণ কুরআন তথ। ইসলাম না বোঝার কারণে নির্ভরযোগ্যতা হারাবেন।

যিক্ রি সম্প্রদায়ের আকীদা ও বিশ্বাস (সংক্ষেপিত তালিকা)

১. মাহদী ও নবুয়তের ধারণা

তারা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জৌনপুরীকে আখেরি যামানার মাহদী মনে করত।

সমালোচকদের বর্ণনা অনুযায়ী, কেউ কেউ তাকে রাসূল/নবী পর্যায়ের মর্যাদা দিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাকে "মুহাম্মাদ মাহদী" নামে বিশেষভাবে বিশ্বাস করা হতো।

২. কালিমার পরিবর্তন

তারা প্রচলিত কালিমার পরিবর্তে ভিন্ন রূপে কালিমা পড়ত, যেমন:

"لا إله إلا الله محمد مهدي رسول الله"

কিছু বর্ণনায় আরও শব্দ যোগ করে কালিমা পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে।

এতে "مراد الله", "نور پاک" ইত্যাদি শব্দ যুক্ত করার অভিযোগও আছে।

৩. নামাজ অস্বীকার ও যিকিরকে বিকল্প করা

তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে বাধ্যতামূলক মনে করত না।

নামাজের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত যিকির করত।

নামাজকে অস্বীকার করার যুক্তি হিসেবে কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হতো বলে সমালোচনা রয়েছে।

৪. রোজা সম্পর্কে ভিন্ন মত

রমজানের রোজাকে তারা ফরজ মনে করত না বলে অভিযোগ রয়েছে।

রমজানের পরিবর্তে তারা বছরে নির্দিষ্ট দিন (যেমন সোমবার, আইয়ামে বীয ইত্যাদি) রোজা রাখত।

৫. হজ ও কাবা সম্পর্কে মত

কাবা শরীফকে কিবলা হিসেবে মানত না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারা বাইতুল্লাহর হজের পরিবর্তে "কোহে মুরাদ" নামক স্থানে যেত বলে বর্ণনায় আছে।

৬. ইবাদত ও যিকির পদ্ধতি

তাদের ইবাদতের মূল ছিল যিকির ভিত্তিক ব্যবস্থা।

নামাজের রুকু-সিজদার পরিবর্তে সীমিত আচার-অনুষ্ঠান ছিল বলে বলা হয়।

বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনকে ইবাদতের সময় হিসেবে ধরা হতো।

৭. সামাজিক নাচ-গান (চৌগান)

"চৌগান" নামে একটি ধর্মীয় রূপ দেওয়া নাচের প্রচলন ছিল বলে বর্ণনা আছে।

এতে দলবদ্ধভাবে গান, কবিতা ও আন্দোলিত নাচের মতো কার্যক্রম করা হতো।

সমালোচনায় এটিকে শরীয়তবিরোধী বলা হয়েছে।

৮. শরীয়তবিরোধী আমল সম্পর্কে অভিযোগ

গোসলের ফরজ বিষয় অস্বীকার করার অভিযোগ (সহবাস/স্বপ্নদোষের পর)।

বিভিন্ন ফরজ ইবাদতের পরিবর্তিত ব্যাখ্যা দেওয়া।

৯. ধর্ম ও মাযহাব নিয়ে ব্যাখ্যা

তারা বলত:

সব ধর্ম ইসলাম

শুধু মাযহাব ভিন্ন (হানাফি, শাফিঈ, যিক্রী ইত্যাদি)

মতবাদ: অভিযোগকৃত আকীদা ও খণ্ডন (সারসংক্ষেপ)

১. সংগীত, নাচ ও সামা বৈধ মনে করা

অভিযোগ:

গান, বাদ্যযন্ত্র, তালি ও নাচকে বৈধ বলা হয়।

আধ্যাত্মিক অবস্থায় সংগীতের মাধ্যমে "ফানা" বা লীন হওয়া বৈধ মনে করা হয়।

খণ্ডন (দাবি অনুযায়ী):

ইসলামী ফিকহের অধিকাংশ মত অনুযায়ী গান-বাদ্যকে হারাম বা নাজায়েজ বলা হয় (বিশেষ শর্ত ছাড়া)।

ইবাদতের অংশ হিসেবে নাচ-গানকে গ্রহণযোগ্য ধরা হয় না।

২. সম্মানসূচক সেজদা (সেজদায়ে তাহিয়্যা) বৈধ মনে করা

অভিযোগ:

পীর বা সম্মানিত ব্যক্তিকে সেজদা করা বৈধ মনে করা হয়।

খণ্ডন:

ইসলামে আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য সেজদা করা নিষিদ্ধ (ইবাদত বা সম্মান—উভয় ক্ষেত্রেই)।

৩. মাযারে অতিরিক্ত আচার-অনুষ্ঠান

অভিযোগ:

কবর ঢেকে গিলাফ, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপ জল ব্যবহার।

খণ্ডন:

এসবকে অনেক আলেম বিদআত হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, কারণ কুরআন-হাদিসে নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

৪. কবর সম্পর্কিত বিশ্বাস (রূহ আসা-যাওয়া)

অভিযোগ:

মৃত ব্যক্তির রূহ নির্দিষ্ট দিনে (চল্লিশা, তৃতীয়, সপ্তম ইত্যাদি) ঘরে আসে।

খণ্ডন:

ইসলামী মূল উৎসে এ ধরনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রমাণ নেই।

৫. পীর ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না

অভিযোগ (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ):

পীরের হাতে বাইআত না হলে ইবাদত কবুল হয় না।

খণ্ডন:

ইসলামে ইবাদত কবুলের শর্ত পীর নয়; ঈমান, নিয়ত ও আমল।

বাইআত নেওয়া হতে পারে আত্মশুদ্ধির মাধ্যম, কিন্তু বাধ্যতামূলক শর্ত নয়।

৬. শরিয়ত সব পর্যায়ে বাধ্যতামূলক নয় (মারাত্মক দাবি হিসেবে উপস্থাপিত)

অভিযোগ:

কিছু "উচ্চ স্তরের ওলি" শরিয়তের বাহ্যিক বিধান থেকে মুক্ত হতে পারে।

খণ্ডন:

কুরআনের নির্দেশ: মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করতে হবে।

নবী-সাহাবীরাও শরিয়ত পালন করেছেন।

শরিয়ত থেকে অব্যাহতির ধারণাকে ইসলামী মূলধারার আলেমরা গ্রহণ করেন না।

৭. “কামেল ওলি”র নামাজ-রোজা প্রয়োজন নেই

অভিযোগ:

উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছালে ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

খণ্ডন:

ইসলামী আকীদা অনুযায়ী কোনো মানুষই শরিয়ত থেকে মুক্ত নয়।

৮. “আধ্যাত্মিক পৌঁছানো মানে শরিয়ত বাতিল” ধারণা

অভিযোগ:

কেউ আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছালে ফরজ-হারাম আর প্রযোজ্য নয়।

খণ্ডন:

এ ধারণাকে অনেক আলেম ভুল ও বিভ্রান্তিকর বলেছেন।

ইবাদত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলমান দায়িত্ব।

রেজাখানী/বেরেলভী মতবাদের যেসব আকীদাকে ভ্রান্ত বলা হয়েছে, সেগুলো সংক্ষেপে:

অতিরিক্ত তাকফীর (কাফির ফতোয়া দেওয়া)

দেওবন্দের অনেক আলেমকে কাফির ও মুরতাদ বলা।

তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহকারীকেও কাফির বলা।

উলামায়ে দেওবন্দের বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগ

বিভিন্ন কিতাবের ইবারত কেটে-ছেঁটে বা প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুফরির অভিযোগ আনা।

রাসূল ﷺ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা

গায়েবের জ্ঞান (ইলমে গায়েব) বিষয়ে এমন ধারণা পোষণ করা, যা সমালোচকদের মতে শরিয়তসম্মত সীমা অতিক্রম করে।

আওলিয়া ও পীরদের মর্যাদা বিষয়ে বাড়াবাড়ি

কিছু অনুসারীর মধ্যে পীর-মাশায়েখ সম্পর্কে অতিরিক্ত বিশ্বাস ও ভক্তি দেখা যায় বলে অভিযোগ করা হয়।

মিলাদ, কিয়াম, উরস ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা দেওয়া

যেসব আমলকে অন্য অনেক আলেম বিদআত বা অপ্রমাণিত মনে করেন, সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা।

মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ

লেখক দাবি করেছেন যে, ক্রমাগত ফতোয়াবাজির মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

দারুল ইসলাম–দারুল হারব প্রসঙ্গে ভিন্ন অবস্থান

ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে দারুল ইসলাম বলার কারণে সমালোচিত হওয়া।

বাউল শব্দের উৎপত্তি

বিভিন্ন গবেষকের মতে "বাউল" শব্দটি:

আরবি "আউয়াল" বা "আউলিয়া" থেকে,

ফারসি ও বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ থেকে,

অথবা সংস্কৃত "বাতুল" (উন্মাদ/পাগল) থেকে এসেছে।

বাউলদের প্রধান শ্রেণী

১. হিন্দু বাউল (বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত)

২. মুসলিম বাউল (ফকির, সাঁই, দরবেশ ইত্যাদি নামে পরিচিত)

বাউলদের কিছু প্রধান মতবাদ (পাঠ্যাংশ অনুযায়ী)

চারচন্দ্র তত্ত্ব: কিছু বাউল গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ সাধনা-পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে।

মনের মানুষ তত্ত্ব: আত্মসন্ধানের মাধ্যমে "মনের মানুষ" খোঁজা, যা বিভিন্ন বাউল ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আল্লাহ ও রাসূল এক হওয়ার ধারণা: লেখক এটিকে ইসলামী আকীদার পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন।

মুরশিদ তত্ত্ব: পীর বা গুরুর প্রতি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা আরোপ।

সর্বধর্ম সমন্বয়: বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিল খোঁজার চেষ্টা।

ওহিভিত্তিক ধর্মব্যবস্থার সমালোচনা: কিছু বাউল ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সাধনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সংসারবিমুখতা: বৈরাগ্য ও আত্মসাধনাকে গুরুত্ব দেওয়া।

বাউলদের ভ্রান্ত আকীদা (সংক্ষেপে সাজানো)

১. আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা

আল্লাহকে "মনের মানুষ", "অচিন পাখি" ইত্যাদি রূপকে ব্যাখ্যা করা।

আল্লাহকে মানুষের অন্তরে অবস্থানকারী সত্তা মনে করা।

আল্লাহ ও রাসূলকে এক বা একই সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা।

২. "মনের মানুষ" তত্ত্ব

আত্মসন্ধানের মাধ্যমে "মনের মানুষ" খোঁজাই মূল লক্ষ্য।

"মনের মানুষ"কে আল্লাহ, নূরে মুহাম্মাদী বা অচিন সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

এতে আল্লাহর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ইসলামী তাওহীদের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

৩. আল্লাহ ও রাসূলকে এক করা

কিছু বাউল বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য নেই—এ ধরনের ধারণা পাওয়া যায়।

"আহাদ" ও "আহমদ" এক অর্থে দেখানোর চেষ্টা করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে।

৪. মুরশিদ (পীর) সম্পর্কিত অতিরঞ্জন

মুরশিদকে আল্লাহর মতো মর্যাদা দেওয়া।

"যে মুরশিদ, সে-ই খোদা" ধরনের ধারণা প্রচার।

পীরকে আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা।

৫. চারচন্দ্র/গোপন সাধনা (বইয়ের দাবি অনুযায়ী)

কামজয় ও সিদ্ধির জন্য অশরীরিক বা অশুদ্ধ বিষয়কে সাধনার অংশ করা।

এসব কাজকে আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম হিসেবে দেখা।

৬. সর্বধর্ম সমন্বয়ের ধারণা

ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান—সব ধর্মকে একই সত্যের পথ হিসেবে দেখা।

নির্দিষ্ট শরীয়াভিত্তিক ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসেবে না মানা।

৭. শরীয়াহ অস্বীকার বা অবহেলা

নির্দিষ্ট শরীয়াভিত্তিক ইবাদতকে বাধ্যতামূলক না মনে করা।

গানের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত সাধনার মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব—এমন ধারণা।

৮. সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য

দুনিয়া ত্যাগ করে কেবল আত্মসাধনায় মনোযোগ দেওয়া।

ইসলামের সামাজিক ও দায়িত্বপূর্ণ জীবনব্যবস্থার বিপরীত ব্যাখ্যা।
৯. ওহীভিত্তিক ধর্মকে অস্বীকার
নবী-প্রদত্ত শরীয়াহ বা ওহিভিত্তিক বিধানকে পূর্ণভাবে গ্রহণ না করা।
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা/সাধনাকে ধর্মের মূল উৎস হিসেবে ধরা।

মাইজভাণ্ডারী তরীকা ও তাদের কিছু প্রকাশনায় বর্ণিত মতবাদ সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত আকীদার অভিযোগ করেছেন, সেগুলো সংক্ষেপে নিচে সাজানো হলো:
১. সর্বধর্ম সমন্বয় (তাওহীদে আদইয়ান)
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি যে কোনো ধর্মে থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব।
ইসলাম গ্রহণ ছাড়া নিজ নিজ ধর্মে থেকেই নাজাত পাওয়া যাবে।
সব ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য এক—এমন ধারণা।
২. বিশেষ স্তরে শরীআতের বিধান শিথিল হওয়া
কিছু আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছালে শরীআতের বাধ্যবাধকতা কমে যায় বা শিথিল হয়।
সাধারণ মানুষের জন্য শরীআত, আর বিশেষ লোকদের জন্য ভিন্ন অবস্থা—এমন ধারণা।
৩. শরীআত ও তরীকতকে পৃথক পথ মনে করা
শরীআত এক জিনিস, তরীকত আরেক জিনিস।
কামেল বা আরিফ ব্যক্তিদের জন্য শরীআতের বিধান আগের মতো প্রযোজ্য নয়।
৪. পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ
পীরকে আল্লাহর প্রকাশ (Manifestation) বা অবতারসদৃশ মনে করা।
পীরকে এমন ভাষায় বর্ণনা করা যা সাধারণত আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়।
"আউয়াল", "আখির", "জাহির", "বাতিন" ইত্যাদি আল্লাহর গুণাবলী পীরের জন্য প্রয়োগ করা।
৫. পীর ও আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য ক্ষীণ করে ফেলা
কিছু কবিতায় এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যাতে আল্লাহ ও পীরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই বলে মনে হয়।
"আহাদ" ও "আহমদ" সম্পর্কিত কাব্যিক বক্তব্যের মাধ্যমে পীরকে অতিরঞ্জিত মর্যাদা দেওয়া।
৬. হায়াত-মওত (জীবন-মৃত্যু) বিষয়ে পীরের নিয়ন্ত্রণ
পীর মৃত্যুর সময় পরিবর্তন করতে পারেন।

পীর আজরাঈল (আ.)-কে নির্দেশ দিতে পারেন।
মানুষের আয়ু-মৃত্যুর ব্যাপারে পীরের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে—এমন বিশ্বাস।
৭. পীরের মাধ্যমে পরকালে মুক্তি
মৃত্যুর কষ্ট থেকে পীর রক্ষা করবেন।
কবরের প্রশ্নোত্তর ও আযাব থেকে পীর রক্ষা করবেন।
হাশরের মাঠে পীর মুক্তি নিশ্চিত করবেন।
আমলের ঘাটতি থাকলেও পীর উদ্ধার করবেন।
৮. পীরের মাধ্যমে কামনা-বাসনা পূরণ
পীর মানুষের বিভিন্ন দুনিয়াবি ও আখিরাতি চাহিদা পূরণ করেন।
পীরের নিকট বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।
৯. গান-বাদ্যসহ জিকির বৈধ মনে করা
বাদ্যযন্ত্রসহ "সামা" বা জিকির মাহফিলের অনুমোদন।
গান-বাদ্যকে আধ্যাত্মিক সাধনার অংশ হিসেবে গ্রহণ।

দিল্লুর রহমান/রাজারবাগী পীর সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত আকীদা, দাবি ও কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনেছেন, সেগুলো গুছিয়ে নিম্নরূপে সাজানো যায়:
ক. নিজের বুযুর্গী ও মর্যাদা সম্পর্কে দাবি
নিজের নামের সাথে বহু (প্রায় ৫২টি) উচ্চ মর্যাদার খেতাব ব্যবহার করা।
দাবি করা যে এসব খেতাবের কিছু আল্লাহ, কিছু রাসূল (সা.) এবং কিছু আউলিয়াগণ দিয়েছেন।
"ইমামুস সিদ্দীকীন" (সিদ্দীকদের ইমাম) উপাধি ব্যবহার।
"হাবীবুল্লাহ" উপাধি ব্যবহার।
"কাইয়্যুমুয যামান" উপাধি ব্যবহার।
"গাউসুল আযম", "কুতবুল আলম", "সাইয়্যিদুল আউলিয়া" ইত্যাদি উপাধি নিজের জন্য ব্যবহার।
খ. স্বপ্নকে দলীল হিসেবে ব্যবহার
স্বপ্নের মাধ্যমে নিজের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণের চেষ্টা।
স্বপ্নে নিজেকে বড় বড় আউলিয়ার সমপর্যায়ে বা তাদের উর্ধ্বে দেখানোর দাবি।
স্বপ্নে রাসূল (সা.) থেকে বিশেষ নির্দেশ পাওয়ার দাবি।

স্বপ্নের ভিত্তিতে নিজেকে "আওলাদে রাসূল" পরিচয় দেওয়া।
স্বপ্নের মাধ্যমে নিজের পত্রিকা ও মতবাদের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা।
গ. সাহাবা ও আউলিয়াদের মর্যাদা বিষয়ে আপত্তিকর ধারণা
এমন বক্তব্য সমর্থন করা বা প্রচার করা যে কোনো অ-সাহাবী ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা অতিক্রম করতে পারেন।
নিজের জন্য এমন উপাধি ব্যবহার করা যা সাহাবা বা শ্রেষ্ঠ ওলিদের উপর প্রাধান্য নির্দেশ করে।
ঘ. বিশ্ব পরিচালনায় অলিদের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্বাস
কোনো ওলির অনুমতি ছাড়া সূর্য-চন্দ্র উদিত বা অস্ত যায় না—এ ধরনের বক্তব্য প্রচার।
ইঙ্গিত দেওয়া যে বিশেষ ওলিদের হাতে জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত।
মানুষের হাতে অতিপ্রাকৃত বিশ্ব-পরিচালনার ক্ষমতা আছে—এমন ধারণা।
ঙ. আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকা সম্পর্কে দাবি
নিজের পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত"-কে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত মর্যাদা দেওয়া।
স্বপ্নের মাধ্যমে দাবি করা যে বহু বুযুর্গ ও রাসূল (সা.) মানুষকে এই পত্রিকা পড়তে বলেছেন।
পত্রিকার বিরোধিতা করলে ধ্বংস বা ঈমানহারা হওয়ার আশঙ্কা আছে—এমন দাবি।
পত্রিকাকে "বাংলা ভাষার কোরআন" জাতীয় উপমা দেওয়া।
চ. অন্য আলেমদের বিরুদ্ধে ভাষা
ভিন্নমত পোষণকারী আলেমদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অশালীন ভাষা ব্যবহার।
অন্য মুসলিম ও আলেমদের মুশরিক, মুনাফিক, গোমরাহ, জাহেল ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া।
ছ. বিশেষ ফিকহি/আমলগত মতামত
চার কল্লিওয়ালা টুপিকে নবীজির খাস সুন্নাত বলা।
কুনূতে নাযিলা পড়লে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়—এমন মত প্রকাশ।
নামের শুরুতে বহু খেতাব ব্যবহারকে সুন্নাত বলা।
১২ রবিউল আউয়ালকে মুসলমানদের "বড় ঈদ" বলা।

কিছু দেশীয় ফেরকা

চন্দ্রপাড়া পীর (মৌলভী সায়্যিদ আবুল ফজল সুলতান আহমদ) ও তাঁর অনুসারীদের যে ভ্রান্ত আকীদার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. কামেল/বড় বুযুর্গদের জন্য ইবাদত প্রয়োজন নেই

উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছালে নামাজ-রোজাসহ ইবাদত রহিত হয়ে যায়।

এমনকি তখন ইবাদত করলে কুফরি হবে—এমন দাবিও করা হয়েছে বলে উদ্ধৃতিতে উল্লেখ আছে।

২. জিবরাঈল (আ.) ও আল্লাহ এক ও অভিন্ন

"জিবরাঈল বলতে অন্য কেউ নন, স্বয়ং আল্লাহ"—এ ধরনের বক্তব্যের অভিযোগ করা হয়েছে।

এটি ইসলামের মূল আকীদার পরিপন্থী বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

৩. ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানি করতে পারে

ইবলিসের অধীনে কিছু ফেরেশতা কাজ করে এবং তারা বিভিন্ন অন্যায় কাজে অংশ নেয়—এমন বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

অথচ ইসলামী আকীদা অনুযায়ী ফেরেশতারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেন না।

৪. বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থায় সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পাওয়া

হৃদয়ে সরাসরি "আল্লাহর সংবাদ" আসার দাবি করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

৫. জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার

জান্নাতকে কেবল আত্মিক প্রশান্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা।

জাহান্নামকে আত্মার কষ্ট বা যন্ত্রণার অবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করা।

৬. হুরদের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার

হুর বলতে জান্নাতের সঙ্গিনী নয়, বরং মানুষের নফস বা জীবাত্মাকে বোঝানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

৭. হাশর (পুনরুত্থান) অস্বীকার

মৃত্যুর পর শারীরিকভাবে পুনরুত্থান হবে না।

মানুষের কর্মফল পৃথিবীতেই সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হয়—এমন ব্যাখ্যার অভিযোগ।

৮. মৃত দেহে পুনরায় আত্মা প্রবেশ করবে না

কিয়ামতে শারীরিক পুনর্জীবন অস্বীকার করে কেবল আত্মার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে বলে উল্লেখ।

৯. পুলসিরাতের ভিন্ন ব্যাখ্যা

পুলসিরাতকে আখিরাতের সেতু নয়, বরং জীবদ্দশায় ঈমানের উপর অবিচল থাকার প্রতীক বলা হয়েছে।

১০. মীযান (আমল মাপার পাল্লা) অস্বীকার

মীযানকে মানুষের বিবেক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১১. মুনকার-নাকীর অস্বীকার

কবরের দুই ফেরেশতার পরিবর্তে ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১২. কিরামান কাতিবীন অস্বীকার

কর্মলিপিকার ফেরেশতাদের বাস্তব অস্তিত্বের পরিবর্তে আত্মার স্মৃতিশক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৩. আমলনামার ভিন্ন ব্যাখ্যা

আমলনামাকে লিখিত রেকর্ড নয়, বরং আত্মার উন্নতি-অবনতির অবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৪. ফেরেশতার প্রকৃত পরিচয় অস্বীকার

ফেরেশতাদের স্বাধীন সৃষ্টি না বলে মানুষের অভ্যন্তরীণ আত্মিক শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৫. তাকদীরের ভিন্ন ব্যাখ্যা

তাকদীরকে আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত নয়, বরং মানুষের কর্মফলের সঞ্চিত হিসাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৬. পুনর্জন্মবাদ (Reincarnation)

মানুষ পৃথিবীতে বারবার জন্মগ্রহণ করে—এমন মতবাদের অভিযোগ করা হয়েছে। কুরআনের কিছু আয়াতকে পুনর্জন্মের পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

এনায়েতপুরী

নিম্নে এনায়েতপুরের পীর মাওলানা শাহ ছুফী মোহাম্মাদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিদআত-কুসংস্কার মূলক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণ প্রদান করা গেল।

১. এনায়েতপুরী সাহেব মনে করেন তার বংশের সকলেই মাদারজাত ওলী। এনায়েতপূরী সাহেব ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে বলেছেন, "আমার বংশের তেফেল শিশু বাচ্চাকেও যদি তোমরা পাও, তাহাকে মাদারজাত ওলি মনে করিও।"৩

২. কিছু কিছু বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত ধারণা হল আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ হলেন "আহাদ" আর রাসূল হলেন "আহমদ"। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা "মীম" হরফের। এনায়েতপূরীদের ধারণাও অনুরূপ বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ:বানাইয়া নূর নবী দেখাইলেন আপনা ছবি সেই নবীজীর চরণ বিনে নাইগো পরিত্রাণ। আহাদে আহম্মদ বানাইয়ে, মিমকা পদ মাঝে দিয়ে খেলতিয়াছেন পাক বারি হইয়া বে-নিশান

৩. "একশত ত্রিশ ফরয" শিরোনামে লেখা হয়েছেঃ হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ৪ কুরছি জানা ৪ ফরয। চার কুরছীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রাসূল পিতৃ পুরুষ ৪জন।
১। মোহাম্মদ (ছঃ) আব্দুল্লাহর পুত্র।
২। আব্দুল্লাহ আব্দুল মোতালেবের পুত্র।
৩। আব্দুল মোতালেব হাসেমের পুত্র।
৪। হাসেম আব্দুল মন্নাফের পুত্র। আরও লেখা হয়েছে চার মাজহাব মানা ৪ ফরয।১

৪. তারা পীর সম্পন্ধে অতিরঞ্জনের শিকার। যেমন: (১) তাদের মতে পীর ধরা ফরয। অথচ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। এনায়েতপুরী বলেনঃ "পার ধরা সবার জন্য ফরয।"২
(২) এনায়েতপূরীগণ পীরের মধ্যে তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়ার ক্ষমতার প্রবক্তা। তাদের মতে এনায়েতপূরী পীর সাহেবের মধ্যে "তাওয়াজ্জুহে

ইত্তেহাদী"-র ক্ষমতা ছিল। এ সম্বন্ধে তারা লিখেছেন: "তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদীর শক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক। যে সে পীরে তাওয়াজ্জুহ্ দিতে পারে না। যাঁহাকে আল্লাহ এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ্ দানের ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনি যদি ঐ তাওয়াজ্জুহ্ কাহাকেও দান করেন, তবে প্রবল অগ্নির ন্যায় মুহুর্তের মধ্যে তাহার দেলের যাবতীয় ময়লা জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দেল পাক ও ছাফ করিয়া দেয়। তখন লতীফা আল্লাহ আল্লাহ নামে হেলিতে (নড়া চড়া করিতে) থাকে।

(৩) এক শ্রেণীর ভ্রান্ত লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ তা'আলা পীর বুযুর্গদেরকে সন্তান দান করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়-উন্নতি দান করা, মানুষের মাকসুদ পূর্ণ করা ইত্যাদির ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। পীর সাহেবদের কাছে চাইলে তারা মানুষের এসব মাকসূদ পূর্ণ করে দিতে পারেন। ভাল-মন্দের ক্ষমতা পীরের হাতে আছে। এনায়েতপুরী- গণও অনুরূপ ধারণা রাখেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ। পীর সাহেব এনায়েতপূরীর উদ্দেশ্যে তার সাহেবজাদা লিখেছেন:খাজা তোমার দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা তোমার পাক রওজায় এসে যদি কেউ কিছু চায় চাইতে জানলে রয়না কাঙ্গাল অফুরন্ত ভাণ্ডারে। ১ এনায়েতপূরীর মুরীদ ও খলীফা আটরশির পীর সাহেব বলেছেন: এনায়েতপুরী (কুঃ) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, “বাবা, তোর ভাল-মন্দ -উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নাই।” ২ ২

:(৪) তারা এনায়েতপূরী পীরকে প্রায় নবীর সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। তাদের ধারণায় যে ব্যক্তি এনায়েতপূরীর সাক্ষাৎ পেয়েছে, সে জান্নাতী। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ: গৌছল আজম খাজা তুমি আউলিয়া ছরদার তোমাকে দিয়াছেন আল্লাহ রহমতের ভাণ্ডার। পাইলে তোমার দেখা জান্নাত নছীব তার।৩

৫. তাদের মতে সামা জায়েয। সামা সম্পর্কে "সামা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৫৫৮।

৬. তারা ওরস-এর প্রবক্তা। শুধু প্রবক্তাই নয়, ওরস সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

ওরসশরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। "১

৭. এনায়েতপূরী সাহেব বলেছেন: এই তরিকায় মৌখিক যেকের বা উচ্চস্বরে যেকের করার নিয়ম নাই। ২ এই বক্তব্য অবশ্যই কুরআন হাদীছ বিরোধী। কারণ কুরআন হাদীছে যে যিক্র করার কথা এসেছে, তার মধ্যে অবশ্যই মৌখিক যিক্র অন্তর্ভুক্ত।

দেওয়ানবাগী

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুতর ভ্রান্তি বা কুফরী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছে:

১. ইসলাম গ্রহণ ছাড়াও মুক্তি সম্ভব বলা
দেওয়ানবাগীর নামে উদ্ধৃত বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, যে কোনো ধর্মে থেকেও মুক্তি লাভ করা সম্ভব। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে:
"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯)
এবং
"যে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কামনা করবে, তা কখনো তার থেকে গ্রহণ করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫)
২. জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নাশর ইত্যাদির রূপক ব্যাখ্যা
উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী তিনি:
জান্নাতকে আত্মিক প্রশান্তি,
জাহান্নামকে আত্মিক যন্ত্রণা,
হাশরকে দুনিয়ার মধ্যেই কর্মফল,
মীযানকে বিবেক,
মুনকার-নাকীরকে কর্মবিবরণী,
কিরামান কাতিবীনকে অভ্যন্তরীণ শক্তি
ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

আহলুস সুন্নাহর মতে এসব বাস্তব সত্য, শুধু রূপক নয়।

৩. পুনর্জন্মবাদ

মানুষ মৃত্যুর পর আবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়—এ ধরনের ধারণা ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। ইসলামে একবার মৃত্যু, তারপর কিয়ামতে পুনরুত্থান বিশ্বাস করা ফরজ।

৪. আল্লাহ ও জিবরীল (আ.)-কে এক বলা

উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী "জিবরাঈল বলতে স্বয়ং আল্লাহ"—এ ধারণা ইসলামের মৌলিক তাওহীদের বিরোধী। আল্লাহ স্রষ্টা, আর জিবরীল (আ.) তাঁর সৃষ্টি ও ফেরেশতা।

৫. হজ্জের প্রয়োজন নেই বলা

যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ ফরজ নয় বা তার প্রয়োজন নেই বলে বিশ্বাস করে, তাহলে তা ইসলামের একটি মৌলিক বিধান অস্বীকার করার শামিল।

৬. আল্লাহ মানুষের ভিতরে মিশে যান

আল্লাহ ও বান্দা একাকার হয়ে যায়, বা আল্লাহ মানুষের মধ্যে মিশে যান—এ ধরনের বিশ্বাসকে অনেক আলেম "হুলুল" ও "ইত্তিহাদ" আকীদা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তা বাতিল বলেছেন।

৭. স্বপ্নকে শরীয়তের দলিল বানানো

ইসলামে স্বপ্ন ব্যক্তিগত হতে পারে, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোনো আকীদা বা বিধান প্রতিষ্ঠার দলিল নয়।

৮. নিজেকে মুজাদ্দিদ বা বিশেষ মনোনীত ব্যক্তি দাবি

নিজেকে বিশেষভাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত, সকল ওলীর সর্বশ্রেষ্ঠ, বা নতুনভাবে "মোহাম্মাদী ইসলাম" প্রচারের দাবিকে অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেননি।

উপসংহার

বিশুদ্ধ আকীদা হলো ইমানের প্রাণ, আমলের ভিত্তি এবং আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী আকীদা শিক্ষা করা ও নিজের বিশ্বাসকে শিরক, কুফর ও বিদআত থেকে সংরক্ষণ করা। বিশুদ্ধ আকীদা যত মজবুত হবে, ইমান তত দৃঢ় হবে এবং মানুষের জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হবে।

রেফারেন্স

আকীদাগুলো নেয়া হয়েছে

নুরুল ইসলাম সিলেটী হুজুর, বীরগঞ্জ,দিনাজপুর, উনার সাপ্তাহিক আকীদার মজলিস থেকে, প্রত্যকটি আকীদা “প্রশ্নোত্তরে আকীদাতুত ত্বহাবী” কিতাবে আছে।

ঈমান-আকিদা,
মাওলানা সাঈদ আহমেদ কিতাব থেকে নেয়া।

ইসলামিক আকীদ ও ভ্রান্ত মতবাদ মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন